পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ
অনিকেতঃ ৮৩৩৪৮২৬৯৭৫
শান্তনুঃ ৯৮৭৫৬৫৮২৩৮

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 31, Issue No.: 181 Tuesday, 2 June, 2026 ❋ ৩১ বর্ষ, ১৮১ সংখ্যা ❋ ১৮ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩, মঙ্গলবার, ২ জুন, ২০২৬ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য– ৩ টাকা

২৭ দিন পরও হার মানতে নারাজ মমতা! সরব তৃণমূল সুপ্রিমো

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা,১ জুন ঃ বিধানসভা নির্বাচনের ফল ঘোষণার পর কেটে গিয়েছে প্রায় এক মাস। বাংলার রাজনৈতিক মানচিত্রে এসেছে বড় পরিবর্তন। রাজ্যের ক্ষমতায় এখন বিজেপি, মুখ্যমন্ত্রীর কুর্সিতে বসেছেন শুভেন্দু অধিকারী। তবুও এখনও নির্বাচনের ফল মেনে নিতে নারাজ তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার বিকেলে কালীঘাট থেকে ফেসবুক লাইভে এসে ফের বিস্ফোরক অভিযোগ তুললেন তিনি। তাঁর দাবি, জনগণের রায়ে তিনি হারেননি, বরং রিগিং করে তাঁকে হারানো হয়েছে।গত ৪ মে ভোটগণনার দিন থেকেই এই দাবি তুলে আসছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেদিন ফলাফল স্পষ্ট হওয়ার পরও তিনি জানিয়েছিলেন, আমি হারিনি, আমাকে হারানো হয়েছে। এমনকি সেই যুক্তিতেই মুখ্যমন্ত্রী পদ থেকে স্বেচ্ছায় ইস্তফাও দেননি তিনি। যদিও পরে সাংবিধানিক প্রক্রিয়া অনুযায়ী ক্ষমতার পরিবর্তন ঘটে এবং বিজেপি সরকার গঠন করে।কিন্তু ২৭ দিন পরেও নিজের অবস্থান থেকে একচুলও সরেননি তৃণমূল নেত্রী। সোমবারের ফেসবুক লাইভে ফের বিজেপির বিরুদ্ধে ব্যাপক কারচুপির অভিযোগ তুললেন তিনি। মমতার দাবি, অন্তত ১৭৭টি আসনে রিগিং করে জিতেছে বিজেপি।এদিন তিনি বলেন, বাংলাকে টার্গেট করে হারানো হয়েছে। প্রায় ১৭৭টা সিটে রিগ করা হয়েছে। আমার কাছে সব খবর আছে। আমাকে মারতে মারতে কাউন্টিং সেন্টার থেকে বের করে দেওয়া হয়েছিল। তখন আমি এগিয়ে ছিলাম। তারপর আমাকে হারিয়ে দেওয়া হয়। নিজের কেন্দ্র ভবানীপুরে পরাজয় নিয়েও বিস্ফোরক অভিযোগ করেন তিনি। মমতার বক্তব্য, গণনার সময়

তাঁর এগিয়ে থাকার খবর থাকলেও পরে পরিস্থিতি বদলে যায়। পাশাপাশি তিনি দাবি করেন, তৃণমূল নেতা তাপস চট্টোপাধ্যায়ও প্রথমে জিতেছিলেন, কিন্তু পরদিন জোর করে পুনর্গণনা করে ফল পাল্টে দেওয়া হয়।তাঁর কথায়, আমাদের তাপস চট্টোপাধ্যায় জিতে গিয়েছিল। পরে রিকাউন্টিং করে দেখানো হল ৩০০ ভোটে হেরে গিয়েছে। এভাবে গণতন্ত্রকে শেষ করে দেওয়া হচ্ছে। যদিও নির্বাচন কমিশন বা বিজেপির তরফে এই অভিযোগের কোনও সরকারি প্রতিক্রিয়া এখনও সামনে আসেনি। রাজনৈতিক মহলের মতে, এত বড় ব্যবধানে পরাজয়ের পরও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই অবস্থান স্পষ্টভাবে ইঙ্গিত দিচ্ছে যে তৃণমূল এখনও নিজেদের ঘুরে দাঁড়ানোর লড়াই শুরু করেছে। উল্লেখ্য, এবারের বিধানসভা নির্বাচনে কার্যত গেরুয়া ঝড় বয়ে যায় বাংলায়। ২৯৪টির মধ্যে ২০৮টি আসন জিতে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায় বিজেপি। শুধু রাজ্য হারানোই নয়, নিজের দীর্ঘদিনের শক্ত ঘাঁটি ভবানীপুর থেকেও পরাজিত হন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ফলে বর্তমানে তিনি বিধায়কও নন। তবে রাজনৈতিক পরাজয় সত্ত্বেও লড়াইয়ের সুরেই এদিন কথা বলেন তৃণমূল সুপ্রিমো। তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দেন, এই ধাক্কায় দল ভেঙে পড়বে না। বরং আরও শক্তিশালী হয়ে ফিরবে। মমতা বলেন, তৃণমূলকে এভাবে দমিয়ে রাখা যাবে না। আমাদের ভাঙা যাবে না। আমরা আরও শক্তিশালী হব। শুধু নির্বাচন নয়, এদিন একাধিক ইস্যুতে বিজেপি সরকারকে আক্রমণ করেন তিনি। হকার উচ্ছেদ অভিযান, তৃণমূল কর্মীদের উপর হামলা, মিছিল-মিটিংয়ে বাধা-সব বিষয়েই সরব হন মমতা। বিশেষ করে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর হামলার প্রসঙ্গ তুলে তিনি বিজেপিকে তীব্র আক্রমণ করেন। তাঁর অভিযোগ, অভিষেককে লক্ষ্য করে আক্রমণ করা হয়েছিল এবং তাঁকে বাঁচাতে যাওয়া কর্মীদেরও গ্রেপ্তার করা হয়েছে। মমতার বক্তব্য, ছোট্ট একটা গলি ছিল। যদি হেলমেটটা না থাকত, তাহলে স্পট ডেথ হয়ে যেতে পারত। তারপর বিজেপির সভাপতি বলছেন-বেঁচে তো আছে! আপনারাও তো বেঁচে ছিলেন। আপনাদের দুধে-ভাতে রেখেছিলাম।এই মন্তব্যের মাধ্যমে বিজেপি নেতৃত্বের বিরুদ্ধে কড়া রাজনৈতিক বার্তা দিতে চেয়েছেন তিনি বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে 'পুরুষ কেলেঙ্কারি!

ভুয়ো অ্যাকাউন্টে সরকারি টাকা,সিট গঠনের নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দুর

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১ জুন ঃ লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পে বড়সড় দুর্নীতির অভিযোগ সামনে আসতেই কড়া অবস্থান নিল নবান্ন। একাধিক পুরুষের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরকারি প্রকল্পের টাকা ঢোকার অভিযোগে ইতিমধ্যেই চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে প্রশাসনিক মহলে। এবার সেই ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্তে বিশেষ তদন্তকারী দল বা সিট গঠনের নির্দেশ দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সোমবার নবান্নে সাংবাদিক বৈঠক করে মুখ্যমন্ত্রী নিজেই এই সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করেন। মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, অন্নপূর্ণা যোজনা চালুর প্রস্তুতির সময় প্রশাসনের হাতে উঠে আসে একাধিক চাঞ্চল্যকর তথ্য। তদন্তে দেখা যায়, লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের মতো শুধুমাত্র মহিলাদের জন্য নির্ধারিত প্রকল্পের টাকা একাধিক পুরুষের অ্যাকাউন্টে নিয়মিতভাবে ঢুকছিল। ইতিমধ্যেই এই ঘটনায় কয়েকজনকে গ্রেপ্তারও করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি। এদিন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী জানান, এখনও পর্যন্ত মোট ২২টি ভুয়ো অ্যাকাউন্টের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। এই সমস্ত অ্যাকাউন্টে নিয়মিতভাবে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের টাকা জমা প।ছিল বলে অভিযোগ। তাঁর কথায়, একটি অ্যাকাউন্ট রাকিবুলের নামে, ১৫টি অ্যাকাউন্ট মুস্তাফিজুর রহমান এবং তাঁর স্ত্রী তুহিনার নামে এবং বাকি ৬টি অ্যাকাউন্ট তারিকুল রহমানের নামে পাওয়া গিয়েছে। আমরা কাউকে ছাড়ব না। ইতিমধ্যেই সিট গঠন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।প্রশাসনিক সূত্রে খবর, এই ভুয়ো অ্যাকাউন্টগুলির মাধ্যমে দীর্ঘদিন ধরে সরকারি প্রকল্পের টাকা আত্মসা করা হয়ে থাকতে পারে বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। কীভাবে প্রকল্পের তথ্যভাণ্ডারে ভুয়ো তথ্য ঢুকল, কারা এর সঙ্গে জড়িত এবং কত টাকা আত্মসা হয়েছে-এসবই খতিয়ে দেখবেসিট। মুখ্যমন্ত্রী এদিন বিরোধীদেরও তীব্র আক্রমণ করেন। অন্নপূর্ণা যোজনার আবেদনপত্র নিয়ে

বিভ্রান্তি ছড়ানোর অভিযোগ তুলে তিনি বলেন, ১২ পাতা, ১৬ পাতা, ১৮ পাতা নিয়ে যারা মানুষকে ভুল বোঝাচ্ছে, তারা জনগণের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত রাজনৈতিক দল ও নেতা। ফর্ম কত পাতার হবে, সেটা সরকার জানে। উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে বিভ্রান্তি তৈরি করা হচ্ছে। শুভেন্দুর অভিযোগ, শুধুমাত্র ভুয়ো সুবিধাভোগী নয়, এর পিছনে একটি বৃহত্তর চক্র কাজ করেছে। তাঁর বক্তব্য, অনুপ্রবেশকারী এবং তৃণমূল স্তরের বহু নেতা-যাঁরা মহিলা নন-তাঁরাও লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের টাকা লুট করেছেন। এই ঘটনাই প্রমাণ করে কীভাবে প্রকল্পের টাকা লুট হয়েছে। কাউকে রেহাই দেওয়া হবে না। তিনি আরও জানান, ব্লক এবং পঞ্চায়েত স্তর পর্যন্ত গোটা বিষয়টি খতিয়ে দেখা হবে। প্রশাসনের একাংশের মতে, স্থানীয় স্তরে যোগসাজশ ছাড়া এত বড় ভুয়ো সুবিধাভোগী চক্র তৈরি হওয়া সম্ভব নয়। ফলে তদন্তের পরিধি আরও বাড়তে পারে বলেই মনে করা হচ্ছে। লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্প রাজ্যের অন্যতম জনপ্রিয় সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প। মূলত মহিলাদের আর্থিক সহায়তার উদ্দেশ্যে চালু হওয়া এই প্রকল্পের আওতায় প্রতি মাসে নির্দিষ্ট অঙ্কের টাকা সরাসরি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে পাঠানো হয়। ফলে এই প্রকল্পে ভুয়ো সুবিধাভোগীর অভিযোগ সামনে আসা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছে প্রশাসনিক মহল।এদিকে অন্নপূর্ণা যোজনা নিয়েও এদিন বিস্তারিত মন্তব্য করেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি দাবি করেন, প্রকল্পটি নিয়ে বিরোধীরা পরিকল্পিতভাবে মিথ্যা প্রচার চালাচ্ছে। তাঁর কথায়, অন্নপূর্ণা যোজনার ফর্ম পূরণ করতে সাধারণ মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে এসেছেন। জনগণ আমাদের সহযোগিতা করছেন। সোমবার থেকেই অনলাইন প্রক্রিয়া চালু হয়ে গিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী আরও জানান, বুধবারের মধ্যে আরও বহু আবেদন জমা পড়বে বলে প্রশাসনের আশা। একই দিনে পূর্ণাঙ্গ মন্ত্রিসভার বৈঠকও অনুষ্ঠিত হবে বলে জানিয়েছেন তিনি।রাজনৈতিক মহলের মতে, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার নিয়ে এই দুর্নীতির অভিযোগ আগামী দিনে বড় রাজনৈতিক বিতর্কের আকার নিতে পারে। কারণ, রাজ্যের অন্যতম জনপ্রিয় প্রকল্পে যদি ভুয়ো সুবিধাভোগী থেকে থাকে, তাহলে তা প্রশাসনিক ব্যর্থতার প্রশ্নও তুলে দিচ্ছে। অন্যদিকে শাসকদলের দাবি, বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পরই এই অনিয়ম সামনে এসেছে এবং দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। তাই বিরোধীদের অভিযোগের কোনও ভিত্তি নেই বলেই দাবি তাদের।তবে সাধারণ মানুষের একাংশের প্রশ্ন, এতদিন ধরে কীভাবে এই ভুয়ো অ্যাকাউন্টগুলি সক্রিয় ছিল? প্রকল্পের তথ্য যাচাইয়ের ক্ষেত্রে কোথায় গাফিলতি হয়েছিল? আর সবচেয়ে বড় প্রশ্ন-সরকারি টাকার অপব্যবহারের সঙ্গে আর কারা জ।তি?এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর খুঁজতেই এবার সিট তদন্তের দিকে তাকিয়ে প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক মহল। তদন্তে আরও বড় চক্রের হদিশ মিলতে পারে বলেও জল্পনা তৈরি হয়েছে।সব মিলিয়ে, লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে ' সুবিধাভোগীর অভিযোগ রাজ্যের প্রশাসনিক এবং রাজনৈতিক মহলে নতুন করে তোলপাড় শুরু করেছে। আর সেই বিতর্কের মাঝেই কঠোর বার্তা দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট করে দিয়েছেন-সরকারি প্রকল্পে দুর্নীতি বা ভুয়ো সুবিধাভোগীদের কোনওভাবেই বরদাস্ত করা হবে না।

মমতা জমানার বয়কটের ইতি, নীতি আয়োগের বৈঠকে দিল্লিমুখী শুভেন্দু!

উন্নয়নের রূপরেখা নিয়ে তৎপর নবান্ন

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১ জুন ঃ বাংলার রাজনৈতিক পালাবদলের পর প্রশাসনিক স্তরেও বদলের স্পষ্ট ইঙ্গিত। দীর্ঘদিনের সংঘাত, বয়কট এবং কেন্দ্র-রাজ্য টানাপো।েনের আবহ থেকে বেরিয়ে এবার সহযোগিতার পথে হাঁটতে চলেছে নতুন রাজ্য সরকার। মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে দায়িত্ব নেওয়ার পর প্রথমবার দিল্লিতে নীতি আয়োগের বৈঠকে যোগ দিতে চলেছেন শুভেন্দু অধিকারী। আগামী ১১ জুন রাজধানীতে অনুষ্ঠিত হতে চলা এই গুরুত্বপূর্ণ বৈঠককে ঘিরে ইতিমধ্যেই তপর নবান্ন। সূত্রের খবর, বৈঠকে যোগ দেওয়ার আগে রাজ্যের সমস্ত দপ্তরের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত রিপোর্ট তলব করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। প্রতিটি দপ্তরের সচিবকে দ্রুত রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রশাসনিক মহলের মতে, নীতি আয়োগের বৈঠকে অংশ নেওয়ার আগে রাজ্যের আর্থিক, প্রশাসনিক এবং উন্নয়নমূলক পরিস্থিতির পূর্ণাঙ্গ চিত্র হাতে রাখতে চাইছেন শুভেন্দু অধিকারী। সেই তথ্যের ভিত্তিতেই কেন্দ্রের সামনে বাংলার দাবি ও প্রয়োজন তুলে ধরার পরিকল্পনা রয়েছে তাঁর। রাজনৈতিক মহলের মতে, এই সিদ্ধান্ত শুধু প্রশাসনিক নয়, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক বার্তাও বহন করছে। কারণ, পূর্বতন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একাধিকবার নীতি আয়োগের বৈঠক বয়কট করেছিলেন। কেন্দ্রের বিরুদ্ধে আর্থিক বঞ্চনা, বৈষম্য এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত আচরণের অভিযোগ তুলে তিনি সেই পথে হেঁটেছিলেন। ফলে দীর্ঘ সময় ধরে কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ক কার্যত সংঘাতের জায়গাতেই আটকে ছিল।কিন্তু এবার বাংলায় 'ডবল ইঞ্জিন' সরকার গঠনের পর পরিস্থিতি বদলাতে শুরু করেছে। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী শুরু থেকেই কেন্দ্রের সঙ্গে সমন্বয়ের উপর জোর দিচ্ছেন। তাঁর মতে, কেন্দ্রীয় প্রকল্প এবং আর্থিক সহায়তা থেকে দূরে থাকলে শেষ পর্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হন সাধারণ মানুষই। তাই সংঘাতের পরিবর্তে সহযোগিতার মাধ্যমে উন্নয়ন ত্বরান্বিত করাই এখন সরকারের লক্ষ্য।প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে, নীতি আয়োগের বৈঠকে রাজ্যের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তুলে ধরতে পারেন মুখ্যমন্ত্রী। বিশেষ করে পরিকাঠামো উন্নয়ন, গ্রামীণ রাস্তা, শিল্প বিনিয়োগ, কর্মসংস্থান, স্বাস্থ্য এবং কৃষিক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সহযোগিতা বাড়ানোর দাবি জোরালোভাবে তোলা হতে পারে।এছাড়াও কেন্দ্রীয় প্রকল্পগুলির পূর্ণ বাস্তবায়ন নিয়েও আলোচনা হতে পারে। ইতিমধ্যেই মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন, কেন্দ্রের সমস্ত জনমুখী প্রকল্প বাংলার মানুষ যাতে পান, তা নিশ্চিত করা হবে। আবাসন, স্বাস্থ্যবিমা, কৃষক সহায়তা, খাদ্য নিরাপত্তা থেকে শুরু করে বিভিন্ন কল্যাণমূলক প্রকল্পে কেন্দ্রের সঙ্গে সমন্বয় বাড়ানোর দিকেই জোর দিচ্ছে নতুন সরকার।এই মুহূর্তে রাজ্যের আর্থিক পরিস্থিতিও সরকারের কাছে বড় চ্যালেঞ্জ। সূত্রের খবর, আগামী মাসের শেষদিকে বাজেট পেশ করতে পারে শুভেন্দু অধিকারী সরকার। সেই বাজেটে সাধারণ মানুষের জন্য একাধিক নতুন প্রকল্প ও ঘোষণা থাকতে পারে। কিন্তু সেই সঙ্গে রাজ্যের আর্থিক ভারসাম্য বজায় রাখাও সরকারের কাছে বড় দায়িত্ব। অর্থনীতিবিদদের মতে, কেংদ্রীয় প্রকল্পগুলিতে যুক্ত হলে রাজ্যের আর্থিক চাপ অনেকটাই কমতে পারে। কারণ অধিকাংশ কেংদ্রীয় প্রকল্পেই ব্যয়ের ব। অংশ বহন করে কেন্দ্র সরকার। অনেক ক্ষেত্রে ৫০ শতাংশ বা তারও বেশি অর্থ বরাদ্দ করে কেন্দ্র। ফলে সেই প্রকল্পগুলির পূর্ণ বাস্তবায়ন হলে উন্নয়ন যেমন ত্বরান্বিত হবে, তেমনই রাজ্যের কোষাগারের উপর চাপও কমবে।রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, এই কারণেই নীতি আয়োগের বৈঠককে বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী। শুধু আনুষ্ঠানিক উপস্থিতি নয়, বরং উন্নয়নমূলক সহযোগিতা আদায়ের জন্য কার্যকর কৌশল নিয়েই তিনি দিল্লিতে যাচ্ছেন বলেই মনে করা হচ্ছে।এদিকে নীতি আয়োগকে ঘিরে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক রয়েছে। সম্প্রতি নীতি আয়োগের ভাইস চেয়ারম্যান হিসাবে নিয়োগ পেয়েছেন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ অশোক লাহিড়ী।

পাশে নেই নেতারাই! অভিষেকের হয়ে ব্যাটন ধরলেন দলবদলু প্রতীক উর

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা,১ জুন ঃ অভিষেকের উপর হামলার প্রতিবাদে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার ডাক প্রতীক উরের। অভিষেক বনেন্দ্যাপাধ্যায়ের উপর ডিম হামলা নিয়ে চর্চা চলছে সর্বত্র। দলের নেতারাই মুখ ফিরিয়েছেন। এই পরিস্থিতিতে জার্মান পাদ্রী মার্টিন নিম্যোলারের লেখা তুলে ধরে বাংলার মানুষকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার ডাক দিয়ে অভিষেকের পাশে দাঁড়ালেন দলবদলু তৃণমূল মুখপাত্র প্রতীক উর রহমান। লিখলেন, ' মুখোশ খসে পড়ছে।' দীর্ঘদিন বাম রাজনীতি করেছেন। একাধিকবার ভোটেও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন। কিন্তু জয় পাননি প্রতীক উর। তবে বরাবর বামেদের কর্মসূচিতে সামনের সারিতে দেখা গিয়েছে তাঁকে। গত ফেব্রুয়ারিতে হঠাই দলের বিরুদ্ধে উষ্মাপ্রকাশ করে সিপিএম ছাড়েন তিনি। যোগ দেন তৃণমূলে। সকলে বলেছিল, ক্ষমতা ভোগ করতেই এই দলবদল। কিন্তু কারণ যাই হোক না কেন, আদতে লাভ হয়নি কিছুই। তার যোগদানের পরই ক্ষমতাচ্যুত হয়েছে তৃণমূল। তরপর থেকেই কার্যত দল ছাড়ার হিড়িক। অধিকাংশ জয়ী বিধায়ক দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডাকা বৈঠকেও যাচ্ছেন না। একাধিক নেতা প্রকাশ্যে দলের বিরুদ্ধে, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে মুখ খুলছেন। কিন্তু প্রতীক উর এখনও রয়েছেন তৃণমূলের পাশেই। ফল প্রকাশের পরই তিনি সোশাল মিডিয়ায় বার্তা দিয়েছিলেন যে, দুর্দিনে তিনি দলের পাশেই থাকবেন। অভিষেকের উপর ডিম হামলার পর জার্মান পাদ্রী মার্টিন নিম্যোলারের লেখা তুলে ধরে প্রতীক উর লিখলেন, আজ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর প্রাণ-ঘাতী আক্রমণ হল। আপনি চুপ, কারণ আপনি তৃণমূল নন। কাল কোনও সম্প্রদায়ের উপর আক্রমণ হবে। আপনি চুপ, কারণ আপনি ওই সম্প্রদায়ের লোক নন। পরশু যখন আপনার উপর আক্রমণ হবে পাশে দাঁড়ানোর কেউ থাকবে না কারণ আপনি ও সঠিক সময়ে প্রতিবাদ করেননি। বুঝিয়ে দিলেন তিনি খারাপ সময়ে দলের পাশেই রয়েছেন।

সই জাল বিতর্কে নতুন মোড়, অসুস্থতার কারণ দেখিয়ে হাজিরা এড়ালেন অভিষেক

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১ জুন ঃ জাল কাণ্ডে তোলপাড় রাজ্য রাজনীতি, অভিষেকের বাড়িতে ফের সিআইডি, হাজিরা এড়িয়ে ১৫ দিনের সময় চাইলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক বিধানসভার বিরোধী দলনেতা নির্বাচন ঘিরে তথাকথিত 'সই জাল' বিতর্কে ক্রমেই উত্তপ্ত হয়ে উঠছে রাজ্যের রাজনৈতিক মহল। সেই বিতর্কের জেরেই সোমবার ফের তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বঃেদ্যাপাধ্যায়ের কালীঘাটের বাড়িতে পৌঁছে যায় সিআইডির একটি বিশেষ দল। গোটা বাড়ি ঘিরে চলে ভিডিওগ্রাফি, তৈরি করা হয় তদন্ত সংক্রান্ত নথিপত্রও। তদন্তকারীদের দাবি, মামলার তদন্তে কোনও খামতি রাখতে চাইছে না গোয়েঃদারা। তাই প্রতিটি পদক্ষেপই ক্যামেরাবন্দি করা হচ্ছে।এই মামলায় সোমবার ভবানী ভবনে হাজিরা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে। কিন্তু তিনি শারীরিক অসুস্থতার কারণ দেখিয়ে সিআইডির কাছে ১৫ দিনের সময় চেয়ে আবেদন জানান। আইনজীবীদের মাধ্যমে পাঠানো সেই চিঠিতে উল্লেখ করা হয়, সাম্প্রতিক হামলার ঘটনায় তিনি গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন এবং চিকিৎসকদের

পরামর্শ অনুযায়ী সম্পূর্ণ বিশ্রামে রয়েছেন। ফলে এই মুহূর্তে তদন্তকারী সংস্থার সামনে হাজিরা দেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়।অভিষেকের আবেদন হাতে পাওয়ার পরেই সোমবার দুপুরে কালীঘাটের বাড়িতে পৌঁছয় সিআইডির একটি দল। প্রথমে দীর্ঘক্ষণ বাইরে অপেক্ষা করতে হয় তদন্তকারীদের। পরে তাঁরা বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করে ভিডিওগ্রাফি করেন বলে সূত্রের খবর। পাশাপাশি একটি নতুন নোটিসও অভিষেক বঃেদ্যাপাধ্যায়ের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। যদিও সেই নোটিসে কী উল্লেখ রয়েছে, তা এখনও স্পষ্ট নয়।প্রসঙ্গত, বিধানসভায় বিরোধী দলনেতা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে কয়েকজন তৃণমূল বিধায়কের স্বাক্ষরে অসঙ্গতি ধরা পড়ে। এরপর বিধানসভার সচিব বিষয়টি নিয়ে হেয়ার স্ট্রিট থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই তদন্তভার নেয় সিআইডি। তদন্তে নেমে একাধিক বিধায়ককে নোটিস পাঠানো হয়। সেই সূত্র ধরেই তলব করা হয় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে। এই ঘটনার মাঝেই শনিবার এক নাটকীয় পরিস্থিতির মুখে পড়েন অভিষেক। সোনারপুরে এক মৃত দলীয় কর্মীর বাড়িতে যাওয়ার পথে বিক্ষোভের মুখে পড়েন তিনি। অভিযোগ, তাঁর গাড়ি লক্ষ্য করে ডিম, জুতো এবং ইট ছোড়া হয়। ধস্তাধস্তির সময় তাঁর জামা ছিঁড়ে যায় বলেও দাবি তৃণমূলের। মাথায় হেলমেট থাকায় বড় বিপদ এড়ানো সম্ভব হয়েছে বলে দলীয় সূত্রে জানানো হয়। পরে তাঁকে দুটি পৃথক হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় চিকিৎসার জন্য।বর্তমানে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় কালীঘাটের বাড়িতেই চিকিসকদের পর্যবেক্ষণে রয়েছেন। বাড়িতেই হাসপাতালের মতো পরিকাঠামো তৈরি করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। চলছে পেনকিলার-সহ একাধিক ওষুধ। চিকিৎসকদের পরামর্শেই তিনি বিশ্রামে রয়েছেন বলে তৃণমূল সূত্রে দাবি।

গুজরাটে অস্তিত্ব সংকটে কংগ্রেস, ক্রস ভোটিংয়ের ভয়ে উদ্বেগে হাত শিবির

নয়াদিল্লি, ১ জুন ঃ রাজ্যসভা নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা হতেই নতুন করে রাজনৈতিক অঙ্ক কষা শুরু হয়েছে দিল্লি থেকে বিভিন্ন রাজ্যের রাজধানীতে। নির্বাচন কমিশন ঘোষণা করেছে, আগামী ১৮ জুন দেশের আটটি রাজ্যের মোট ২৬টি রাজ্যসভা আসনে ভোটগ্রহণ হবে। এই নির্বাচন ঘিরেই এখন সবচেয়ে বেশি আলোচনায় বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ-র সম্ভাব্য শক্তিবৃদ্ধি এবং কংগ্রেসের ক্রমশ সঙ্কুচিত হয়ে পড়া রাজনৈতিক জমি।বিশেষ করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির রাজ্য গুজরাটে কংগ্রেসের কার্যত নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা এখন রাজনৈতিক মহলে বড় চর্চার বিষয়। পাশাপাশি মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান ও ঝাড়খণ্ডে সম্ভাব্য ক্রস ভোটিংয়ের আশঙ্কা কংগ্রেসের অন্দরে উদ্বেগ আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। হাত শিবিরের আশঙ্কা, যদি কয়েকটি রাজ্যে বিধায়কদের মধ্যে ভাঙন দেখা দেয়, তাহলে রাজ্যসভায় এনডিএ-র সংখ্যা ১৫০ পার করে যেতে পারে।নির্বাচন কমিশনের সূচি অনুযায়ী, অন্ধ্রপ্রদেশে ৪, গুজরাটে ৪, মধ্যপ্রদেশে ৪, রাজস্থানে ৪, কর্নাটকে ৪, ঝাড়খণ্ডে ২, মণিপুরে ১, মেঘালয়ে ১, অরুণাচল প্রদেশে ১ এবং মিজোরামে ১টি আসনে ভোট হবে। এছাড়াও মহারাষ্ট্র ও তামিলনাড়ুতে একটি করে উপনির্বাচনও অনুষ্ঠিত হবে। এর মধ্যে ২৪টি আসনে বর্তমান সাংসদদের মেয়াদ শেষ হওয়ায় নির্বাচন হচ্ছে। বাকি দুটি আসনে সাংসদদের পদত্যাগের কারণে ভোট প্রয়োজন হয়েছে।বর্তমানে এই আসনগুলির মধ্যে বিজেপির হাতে রয়েছে ১২টি আসন। এনডিএ শরিকদের হাতে আরও কয়েকটি আসন রয়েছে। অন্যদিকে কংগ্রেসের দখলে রয়েছে মাত্র ৪টি আসন। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, এবারের নির্বাচনে এনডিএ ১৭ থেকে ১৮টি আসনে জয় পেতে পারে। যদি সেই সম্ভাবনা বাস্তবায়িত হয়, তাহলে রাজ্যসভায় এনডিএ-র মোট সংখ্যা ১৫০-র গণ্ডি পার করতে পারে।এই মুহূর্তে রাজ্যসভায় এনডিএ-র মোট সদস্য সংখ্যা প্রায় ১৪৮। ফলে মাত্র কয়েকটি আসন বাড়লেই উচ্চকক্ষে আরও শক্তিশালী অবস্থানে পৌঁছে যাবে বিজেপি নেতৃত্বাধীন জোট। আর সেখানেই বাড়ছে কংগ্রেসের দুশ্চিন্তা।সবচেয়ে বড় ধাক্কা আসতে পারে গুজরাটে। আগামী ২১ জুন শেষ হচ্ছে কংগ্রেস নেতা শক্তিসিংহ গোহিলের রাজ্যসভার মেয়াদ। কিন্তু বর্তমানে গুজরাট বিধানসভায় কংগ্রেসের যে সংখ্যাবল রয়েছে, তাতে তাঁকে পুনরায় রাজ্যসভায় পাঠানো প্রায় অসম্ভব। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, স্বাধীনতার পর এই প্রথমবার গুজরাট থেকে রাজ্যসভায় কংগ্রেসের কোনও প্রতিনিধিত্ব নাও থাকতে পারে। বিজেপির ঘাঁটি হিসেবে পরিচিত গুজরাটে এই পরিস্থিতি কংগ্রেসের জন্য বড় রাজনৈতিক ও প্রতীকী ধাক্কা বলেই মনে করা হচ্ছে।শুধু গুজরাট নয়, মধ্যপ্রদেশেও কংগ্রেসের উদ্বেগ বাড়ছে। সেখানে চারটি আসনের মধ্যে বিজেপির অন্তত দুইটি আসনে জয় কার্যত নিশ্চিত। কংগ্রেসের হাতে একটি আসন জেতানোর মতো বিধায়ক সংখ্যা থাকলেও ক্রস ভোটিংয়ের সম্ভাবনা পুরো অঙ্কটাই বদলে দিতে পারে। রাজনৈতিক মহলের হিসাব অনুযায়ী, মাত্র ছয়জন বিধায়ক দলবিরোধী ভোট দিলেই কংগ্রেসের সম্ভাব্য আসন হাতছাড়া হতে পারে।রাজস্থানেও পরিস্থিতি কম জটিল নয়। সেখানে চারটি আসনের মধ্যে কংগ্রেসের একটি আসন জেতার সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু প্রার্থী নির্বাচন নিয়েই দলের অন্দ০রে শুরু হয়েছে মতবিরোধ। সূত্রের খবর, কংগ্রেস হাইকম্যান্ড রাজ্যে নেতৃত্বের পরিবর্তনের রাস্তাকে মসৃণ করতে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলটকে রাজ্যসভায় পাঠাতে আগ্রহী।

ইরানকে ফাঁকি দিয়ে রাতের অন্ধকারে প্রণালী পার করছে জাহাজ

১ জুন ঃ হরমুজ প্রণালীতে মার্কিন কৌশল ঘিরে চাঞ্চল্যইরানের নজর এ।িয়ে রাতের অন্ধকারে পার হচ্ছে পণ্যবাহী জাহাজ, জল্পনায় ভারতীয় জাহাজওমধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধ পরিস্থিতি যত জটিল হচ্ছে, ততই বাড়ছে বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ জলপথ হরমুজ প্রণালীকে ঘিরে উদ্বেগ। আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমের একাধিক প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে, ইরানের নজর এ।িয়ে গত কয়েক সপ্তাহে অন্তত ৭০টি পণ্যবাহী জাহাজ হরমুজ প্রণালী পার করেছে মার্কিন সেনার বিশেষ সহায়তায়। রাতের অন্ধকারে বিশেষ কৌশল ব্যবহার করে এই জাহাজগুলিকে নিরাপদে পার করানো হয়েছে বলে সূত্রের খবর। আর এই ঘটনাকেই ঘিরে উঠছে একাধিক প্রশ্ন-এই অভিযানে কি ভারতীয় পতাকাবাহী জাহাজও যুক্ত ছিল? ভারতের বাণিজ্যিক জাহাজ কি আমেরিকার সামরিক সহায়তা নিয়েই হরমুজ পার করছে?যুদ্ধের উত্তাপে বর্তমানে গোটা মধ্যপ্রাচ্য কার্যত অগ্নিগর্ভ। ইরান-আমেরিকা উত্তেজনা এবং উপসাগরীয় অঞ্চলে ক্রমবর্ধমান সামরিক তপরতার জেরে হরমুজ প্রণালী এখন বিশ্বের সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ সমুদ্রপথগুলির অন্যতম। অথচ এই পথ দিয়েই প্রতিদিন কোটি কোটি ডলারের তেল ও গ্যাস পরিবহণ হয়। ফলে জলপথটি সচল রাখা আন্তর্জাতিক অর্থনীতির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।সংবাদমাধ্যম সূত্রে জানা গিয়েছে, মার্কিন সেনা বিশেষ সামরিক কৌশল ব্যবহার করে পারস্য উপসাগর থেকে হরমুজ হয়ে আরব সাগরের দিকে এবং উল্টো দিকেও জাহাজ চলাচল নিশ্চিত করছে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, এই অভিযানের সময় অধিকাংশ জাহাজই তাদের ' বা স্বয়ংক্রিয় শনাক্তকরণ যন্ত্র বন্ধ রাখছে। এই যন্ত্র সাধারণত জাহাজের অবস্থান, গতি, রুট এবং পরিচয় সম্পর্কিত তথ্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে সম্প্রচার করে। আন্তর্জাতিক জলপথে এটি নিরাপত্তার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।কিন্তু ট্রান্সপন্ডার বন্ধ থাকলে জাহাজগুলির গতিবিধি সহজে শনাক্ত করা যায় না। ফলে ইরানি সেনাবাহিনী বা নজরদারি ব্যবস্থার পক্ষে এই জাহাজগুলিকে ট্র্যাক করা কঠিন হয়ে প।ে। আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞদের মতে, এই কৌশল ব্যবহার করেই মার্কিন সেনা কার্যত ' অভিযানে' জাহাজগুলিকে হরমুজ পার করাচ্ছে।যদিও এই ৭০টি জাহাজ কোন দেশের, তারা কোথা থেকে কোথায় গিয়েছে বা কী ধরনের পণ্য বহন করছিল-সে বিষয়ে মার্কিন প্রশাসনের তরফে কোনও আনুষ্ঠানিক তথ্য প্রকাশ করা হয়নি। তবে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বিশেষজ্ঞদের একাংশের দাবি, গত তিন সপ্তাহে ভারতীয় পতাকাবাহী একাধিক জাহাজও এই রুট ব্যবহার করেছে। তাই স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে, ভারতীয় জাহাজগুলিও কি একইভাবে মার্কিন সেনার সহায়তা পেয়েছিল?এই বিষয়ে এখনও পর্যন্ত নয়াদিল্লির তরফে স্পষ্ট করে কিছু জানানো হয়নি। তবে কয়েকদিন আগেই কেংদ্রীয় সরকার জানিয়েছিল, হরমুজ প্রণালীতে ভারতীয় জাহাজ চলাচল স্বাভাবিক রাখতে কূটনৈতিক স্তরে একাধিক দেশের সঙ্গে আলোচনা চলছে। জাহাজ ও বঃদর মন্ত্রকের অধীন নৌপরিবহণ বিভাগের পরিচালক ওপেশকুমার শর্মা বলেন, ইরানের সঙ্গে সমন্বয় রেখে কাজ করছে ভারত। বিদেশমন্ত্রকের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখা হচ্ছে। তবে কীভাবে এই সমন্বয় পরিচালিত হচ্ছে বা কী ধরনের অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে, তা নিয়ে এখনই বিস্তারিত কিছু বলা সম্ভব নয়।ভারতের জন্য হরমুজ প্রণালীর গুরুত্ব অপরিসীম। ভারত সরাসরি ইরান থেকে সীমিত পরিমাণে তেল আমদানি করলেও দেশের মোট তেল চাহিদার প্রায় ৮৫ শতাংশ বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়।

সুপ্রিম কোর্টে ৫ জন বিচারপতি নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি জারি কেন্দ্রের

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ১ জুন ঃ সুপ্রিম কোর্টে ৫ জন বিচারপতি নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। এই ৫ জন বিচারপতির মধ্যে চারজন হাইকোর্টের বর্তমান প্রধান বিচারপতি এবং শীর্ষ আদালতে কর্মরত সিনিয়র অ্যাডভোকেট ভি মোহনা। ২২ এবং ২৭ মে অনুষ্ঠিত সুপ্রিম কোর্ট কলেজিয়ামের বৈঠকে এই সুপারিশ করা হয়। নিয়োগের জন্য অনুমোদিত নামগুলি হলঃ বিচারপতি শীল নাগ, বর্তমানে পঞ্জাব ও হরিয়ানা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি বিচারপতি শ্রী চন্দ্রশেখর, বোম্বে হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি বিচারপতি সঞ্জীব সচদেবা, মধ্যপ্রদেশ হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি বিচারপতি অরুণ পল্লী, জম্মু ও কাশ্মীর এবং লাদাখ হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি এবং সিনিয়র অ্যাডভোকেট ভেঙ্কটা সুব্রামানি মোহনা।

অন্নপূর্ণা যোজনা সংক্রান্ত সংশয় কাটাতে তৎপর শুভেন্দু

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা, ১জুনঃ অন্নপূর্ণা যোজনার ফর্ম পূরণের জন্য প্রত্যেকের বাড়িতে সরকারের প্রতিনিধি যাবেন, জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। শনিবার সকালে বিধাননগরের হাসপাতালে জরায়ুমুখ ক্যানসারের টিকাকরণ কর্মসূচিতে যোগ দিয়েছিলেন তিনি। সেখান থেকেই ফর্ম ঘিরে তৈরি হওয়া সংশয় দূর করার চেষ্টা করেছেন। জানিয়েছেন, এই ফর্ম সংক্রান্ত কোনও গুজবে কান দেওয়ার প্রয়োজন নেই। যোগ্য সকলেই প্রকল্পের টাকা পাবেন।শুভেন্দু শনিবার বলেন, 'গত বুধবার আমরা অন্নপূর্ণা যোজনার প্রথম পর্যায়ের টাকা উপভোক্তাদের ব্যাঙ্কে পাঠাব। প্রত্যেকের বাড়িতে ফর্ম পূরণের জন্য লোক যাবে। আপনাদের ফর্ম তাঁরাই পূরণ করিয়ে দেবেন। কোনও গুজবে কান দেবেন না। আমরা চাই প্রকৃত প্রাপক টাকা পান। অভাবতীয় বা পুরুষ কেউ এই টাকা যাতে না-পান, সেটা আমরা নিশ্চিত করব।'

মঙ্গলবার প্রস্তাবিত ধরনার সূচী বদলালেন মমতা, পরিবর্তে পদযাত্রা

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা, ১ জুনঃ কথা ছিল, ২ জুন, মঙ্গলবার বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগে রানি রাসমনি অ্যাভিনিউতে ধরনায় বসবেন। কিন্তু সেই কর্মসূচি খানিকটা বদলেছেন মমতা।সূত্রের খবর, অবস্থান বিক্ষোভ বা ধরনা নয়, রানি রাসমনি অ্যাভিনিউ ধরে পদযাত্রা করবেন তিনি। জানিয়েছেন, পুলিশের অনুমতি না পেলে আদালতে ধরনার অনুমতি আনতে যাবেন না। সাধারণ নাগরিক হয়েই প্রতিবাদ দেখাবেন।পথেই আন্দোলন, রাজনীতি। পথে নেমেই মানুষের কাজ করা। প্রতিবাদ করতে হলেও সেই পথই পথ। এই নীতিতে বরাবর বিশ্বাসী তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ছাব্বিশের ভোটে ক্ষমতা হারানোর পরও প্রথমবার কর্মসূচি করতে সেই পথেই নামছেন তিনি।দলের অন্দরে খবর, অবস্থান বিক্ষোভ নয়, তিনি রাসমনি অ্যাভিনিউ ধরে মিছিল করবেন। তাঁর মূল মন্ত্র, 'রাস্তাই রাস্তা দেখাবে'।সূত্রের খবর, দলনেত্রী জানিয়েছেন, পুলিশ অনুমতি না দিলে আদালত থেকে অনুমতি চাইতে যাবেন না। আসলে ইতিমধ্যে দলের দু'দিন দলের দুই সাংসদ রাস্তায় বেরিয়ে ব্যাপক জনরোষের শিকার হয়েছেন। শনিবার সোনারপুরে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ও রবিবার চণ্ডীপুরে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় জনতার হাতে প্রহৃত হয়েছেন। তৃণমূলের জনপ্রতিনিধিরা চরম আতঙ্কে। এই পরিস্থিতিতে মমতা নিজে রাস্তায় মিছিল করে তাঁদের মনোবল বাড়াতে চলেছেন বলে মনে করা হচ্ছে।

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা আদালতের আদেশে স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

তীব্র গরমে দেশবাসীকে সতর্ক থাকার বার্তা প্রধানমন্ত্রীর, মন কি বাত-এ উঠে এল ঐতিহ্যবাহী পানীয় ও আমের বৈচিত্র্য

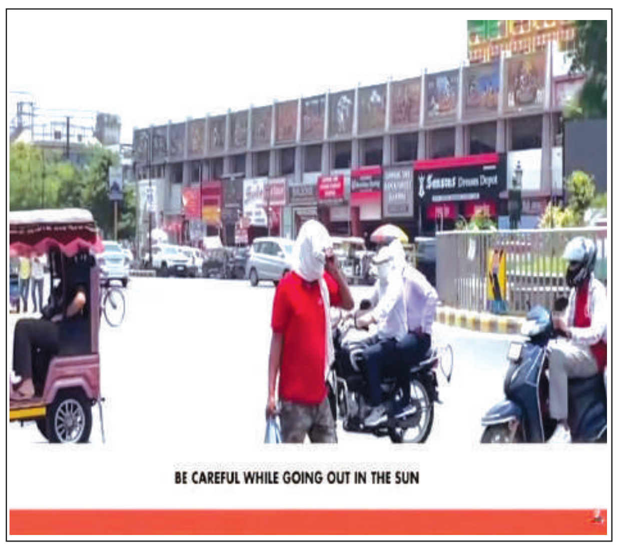

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা),১জুনঃ দেশের বিস্তীর্ণ অংশে যখন তাপপ্রবাহের দাপটে জনজীবন বিপর্যস্ত, ঠিক সেই সময়েই ফের একবার দেশবাসীর উদ্দেশে সতর্কবার্তা দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রবিবার তাঁর নিয়মিত 'মন কি বাত' অনুষ্ঠানের ১৩৪তম পর্বে তিনি গ্রীষ্মকালীন এই তীব্র আবহাওয়ার প্রেক্ষিতে নাগরিকদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিয়ে বিশেষ পরামর্শ দেন। পাশাপাশি দেশের বিভিন্ন প্রান্তের ঐতিহ্যবাহী শীতল পানীয় ও গ্রীষ্মকালীন খাদ্য সংস্কৃতির কথাও তুলে ধরেন তিনি, যা তাঁর বক্তব্যে এক সাংস্কৃতিক সংযোগের বার্তা বহন করে।অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, দেশের অধিকাংশ রাজ্যই বর্তমানে তীব্র গরমের কবলে রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে নিজেদের যত্ন নেওয়া অত্যন্ত জরুরি। তিনি নাগরিকদের বারবার জল পান করার পরামর্শ দেন, অপ্রয়োজনে রোদে না বেরোনোর আহ্বান জানান এবং কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের তরফে জারি করা সতর্কতামূলক নির্দেশিকা যথাযথভাবে মেনে চলার অনুরোধ করেন। গরমের এই পরিস্থিতিতে অবহেলা না করার বিষয়টি তিনি বিশেষভাবে উল্লেখ করেন।Narendra Modi তাঁর বক্তব্যে বলেন, গ্রীষ্মের এই সময় শরীরকে সুস্থ রাখতে ছোট ছোট অভ্যাসই বা ভূমিকা নেয়। পর্যাপ্ত জলপান, ছায়ায় থাকা, এবং গরমে অতিরিক্ত শারীরিক পরিশ্রম এড়িয়ে চলা-এই বিষয়গুলোকে তিনি গুরুত্ব দিয়ে তুলে ধরেন। তাঁর মতে, সচেতনতা থাকলেই তাপ প্রবাহজনিত স্বাস্থ্যঝুঁকি অনেকটাই কমানো সম্ভব।এই প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের ঐতিহ্যবাহী শীতল পানীয়ের কথাও উল্লেখ করেন, যা শুধু তৃষ্ণা মেটায় না, বরং স্থানীয় সংস্কৃতির সঙ্গেও গভীরভাবে যুক্ত। তিনি বলেন, উত্তর ভারতে আম পান্না অত্যন্ত জনপ্রিয় একটি পানীয়, যা গরমে শরীরকে শীতল রাখে। পাঞ্জাব ও হরিয়ানায় ঘন লস্যির প্রচলন রয়েছে, যা শক্তি জোগানোর পাশাপাশি শরীরকে ঠান্ডা রাখে। রাজস্থান ও গুজরাটে ঘোল প্রায় প্রতিটি খাবারের অংশ হয়ে ওঠে, যা গ্রীষ্মে অত্যন্ত উপকারী বলে বিবেচিত।তিনি আরও উল্লেখ করেন, বিহার, ঝাড়খণ্ড এবং পূর্ব উত্তর প্রদেশে সাত্তু শরবতের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। এই পানীয় শুধু শরীরকে ঠান্ডা রাখে না, বরং দীর্ঘক্ষণ পেট ভরা রাখে এবং শক্তি জোগায় বলেও তিনি মন্তব্য করেন। পশ্চিম উপকূলের কোঙ্কণ ও গোয়া অঞ্চলে কোকুম শরবত এবং সোল কড়ির প্রচলন রয়েছে, যা স্থানীয় খাদ্য সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ। দক্ষিণ ভারতে পানাকাম, নীর মো ও শরবতের মতো ঐতিহ্যবাহী পানীয় গ্রীষ্মের অন্যতম ভরসা হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ওড়িশায় বেলা পান্না জনপ্রিয়তাও তিনি তুলে ধরেন। তাঁর মতে, এই সব পানীয় ভারতের বৈচিত্র্যময় খাদ্য সংস্কৃতির এক অনন্য পরিচয়, যা 'শ্রেষ্ঠ ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত'-এর ভাবনাকে আরও শক্তিশালী করে তোলে।প্রধানমন্ত্রী এই প্রসঙ্গে সাধারণ মানুষকে আহ্বান জানান, গ্রীষ্মকালে এই ধরনের ঐতিহ্যবাহী পানীয় গ্রহণের অভ্যাস বজায় রাখতে। আধুনিক পানীয়ের পাশাপাশি দেশীয় ও প্রাকৃতিক উপাদানে তৈরি পানীয় শরীরের জন্য অনেক বেশি উপকারী বলে তিনি ইঙ্গিত দেন। একই সঙ্গে তিনি বলেন, এই ঐতিহ্যবাহী পানীয়গুলি শুধু খাদ্যাভ্যাস নয়, বরং প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে চলে আসা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অংশ। গ্রীষ্মকালীন আলোচনার মধ্যেই তিনি দেশের অন্যতম জনপ্রিয় ফল আমের কথাও বিশেষভাবে তুলে ধরেন। তাঁর বক্তব্যে উঠে আসে বিভিন্ন রাজ্যের বিখ্যাত আমের জাতের প্রসঙ্গ, যা ভারতের কৃষি বৈচিত্র্যের এক গুরুত্বপূর্ণ দিক। তিনি জানান, মহারাষ্ট্র ও কোঙ্কণ অঞ্চলে হাপুস ও আলফোনসো আম বিশ্ববিখ্যাত। গুজরাটের কেশর আমের স্বাদ ও সুবাস আলাদা পরিচিতি তৈরি করেছে। উত্তর প্রদেশে দশেরি আম এবং তাঁর নিজের কাশী অঞ্চলে ল্যাংড়া আমের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে।এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, আম শুধু একটি ফল নয়, এটি ভারতের কৃষি অর্থনীতিরও একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের কৃষকেরা আম চাষের মাধ্যমে যে পরিশ্রম করেন, তা দেশের অর্থনীতিতে বড় অবদান রাখে। তিনি কৃষকদের প্রশংসা করে বলেন, তাঁরা শুধু কৃষক নন, বরং দেশের কৃষি ব্যবস্থার শক্ত ভিত গড়ে তোলার অন্যতম কারিগর।প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, আজকের দিনে আম শুধু দেশেই সীমাবদ্ধ নেই, বরং আন্তর্জাতিক বাজারেও ভারতের আমের চাহিদা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। কৃষকদের কঠোর পরিশ্রম এবং উন্নত কৃষি পদ্ধতির কারণেই এই সাফল্য সম্ভব হয়েছে বলে তিনি মন্তব্য করেন। তাঁর বক্তব্যে উঠে আসে কৃষি ও সংস্কৃতির এক অনন্য মেলবন্ধন, যেখানে খাদ্যাভ্যাস, ফলমূল এবং ঐতিহ্য একসঙ্গে মিশে যায়।গ্রীষ্মকালীন স্বাস্থ্য সচেতনতা থেকে শুরু করে দেশীয় পানীয়, সংস্কৃতি এবং কৃষি ঐতিহ্য-সবকিছুকে একসূত্রে গেঁথে প্রধানমন্ত্রী তাঁর বক্তব্যে এক বিস্তৃত সামাজিক বার্তা দেন। তিনি বোঝাতে চান, আধুনিক জীবনের ব্যস্ততার মধ্যেও প্রাকৃতিক অভ্যাস ও দেশীয় জ্ঞানের গুরুত্ব অপরিসীম। তাপপ্রবাহের মতো প্রাকৃতিক চ্যালেঞ্জের মোকাবিলায় এই অভ্যাসগুলোই মানুষকে সুস্থ ও সচেতন রাখতে পারে।মন কি বাতের এই পর্বে তাঁর বক্তব্যে একদিকে যেমন স্বাস্থ্য সুরক্ষার বার্তা ছিল, অন্যদিকে ছিল দেশের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য ও কৃষি ঐতিহ্যের প্রশংসা। সব মিলিয়ে এই আলোচনা গ্রীষ্মকালীন সতর্কতা, খাদ্য সংস্কৃতি এবং কৃষকের অবদানের এক সুন্দর সমন্বয় হিসেবে উঠে আসে।এইভাবে গ্রীষ্মের তীব্র দাবদাহের মধ্যেও সাধারণ মানুষের কাছে একদিকে সতর্কবার্তা এবং অন্যদিকে সাংস্কৃতিক গর্বের অনুভূতি পৌঁছে দিলেন প্রধানমন্ত্রী, যা আবারও দেশবাসীর দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে তাঁর বার্তার ঘনিষ্ঠ সংযোগকে স্পষ্ট করে তোলে।

ধর্মশালা ও পালমপুরে দুই ভিন্ন রাজনৈতিক বার্তা, বিজেপি ও কংগ্রেসে ভাগাভাগি জয়

শিমলা, ১ জুন ঃ হিমাচল প্রদেশের কাংড়া জেলায় অনুষ্ঠিত পৌরসভা নির্বাচনের ফলাফলে ধর্মশালা ও পালমপুর থেকে ভিন্ন রাজনৈতিক ছবি সামনে এসেছে। একদিকে ধর্মশালা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনে ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছে, অন্যদিকে পালমপুরে কংগ্রেস স্পষ্ট জয় পেয়েছে।ধর্মশালা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের মোট ১৭টি ওয়ার্ডের মধ্যে বিজেপি ১১টি আসনে জয়ী হয়ে পরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিশ্চিত করেছে। কংগ্রেস পেয়েছে ৫টি আসন, আর একটি আসনে জয়ী হয়েছেন নির্দল প্রার্থী। বিজেপির জয়ী প্রার্থীদের মধ্যে রয়েছেন রেখা দেবী, শমশের নেহরিয়া, আশা দেবী, করিশ্মা ছেত্রী, আশু, প্রেরণা গুলেরিয়া, নীনা, হর্ষ, প্রবীণ, অনুপম ও বিশাল।অন্যদিকে কংগ্রেস প্রার্থীদের মধ্যে নীনু শর্মা, শৈলজা, সুধেশ শাস্ত্রী, অনুরাগ ও অনোজ জয়ী হয়েছেন। একমাত্র নির্দল আসনে জয় পেয়েছেন নরেশ কুমার।ধর্মশালার ফলাফল নিয়ে প্রতিক্রিয়া দিতে গিয়ে বিজেপি নেতা ও স্থানীয় বিধায়ক সুধীর শর্মা বলেন, এই জয় জনগণের স্পষ্ট রায়। তাঁর দাবি, রাজ্য সরকারের প্রতি মানুষের অসন্তোষই এই ফলাফলে প্রতিফলিত হয়েছে। তিনি বলেন, উন্নয়ন, সুশাসন ও কেন্দ্রীয় প্রকল্পগুলির প্রতি মানুষের আস্থা এই জয়ের মূল কারণ।অন্যদিকে পালমপুর মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনে কংগ্রেস ১৫টির মধ্যে ৮টি আসন জিতে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছে। এই কর্পোরেশনে জয়ের জন্য প্রয়োজন ছিল ৮টি আসন, যা কংগ্রেস ইতিমধ্যেই পূরণ করেছে।পালমপুরে কংগ্রেসের জয়ী প্রার্থীদের মধ্যে রয়েছেন ইন্দ্র পাল, রাধা সুদ, রণজিত কৌর, শৈলজা চৌহান, রবীন্দ্র কুমার, কবিতা মিনহাস, সবিতা রাঠৌর ও রিতেশ ঠাকুর। বিজেপি একমাত্র একটি আসনে জয় পেয়েছে, যেখানে মিনু জয়ী হয়েছেন।এই দুই পৌরসভার ফলাফলকে রাজনৈতিক মহল রাজ্যের দুই প্রধান দলের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বার্তা হিসেবে দেখছে, যেখানে একদিকে বিজেপি শক্ত ঘাঁটিতে প্রভাব বজায় রেখেছে, অন্যদিকে কংগ্রেসও পাল্টা শক্তি প্রদর্শন করেছে।

শ্রম অনুমোদন ছাড়া আর বিদেশে কাজে যেতে পারবেন না নেপালি নাগরিকরা

কাঠমান্ডু(সংবাদ সংস্থা),১জুনঃ শ্রম অনুমোদন (লেবার পারমিট) ছাড়া বিদেশে কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে নেপালি নাগরিকদের যাত্রার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে নেপালের অভিবাসন বিভাগ। বিভাগ স্পষ্ট জানিয়েছে, শুধুমাত্র শ্রমিক ভিসা থাকলেই বিদেশে কাজের উদ্দেশ্যে দেশ ছাড়ার অনুমতি মিলবে না বাধ্যতা মূলকভাবে শ্রম অনুমোদনও থাকতে হবে।অভিবাসন বিভাগের মতে, সম্প্রতি দেখা যাচ্ছে অনেক নেপালি নাগরিক শ্রমিক ভিসা পাওয়ার পরও শ্রম অনুমোদন সম্পূর্ণ না করেই বিদেশ যাত্রার জন্য ত্রিভুবন আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের অভিবাসন দফতরে পৌঁছে যাচ্ছেন। অনেকেই কেবল শ্রম অনুমোদনের জন্য আবেদন জমা দিয়েছেন, কিন্তু অনুমোদন পাওয়ার আগেই বিদেশে যাওয়ার চেষ্টা করছেন।বিভাগ জানিয়েছে, এই কারণে সংশ্লিষ্ট শ্রমিকদের বিমানবন্দরে অপ্রয়োজনীয় হয়রানি ও সমস্যার মুখে পড়তে হচ্ছে। তাই শ্রম অনুমোদন আনুষ্ঠানিকভাবে জারি হওয়ার পরেই বিমানবন্দরে আসার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।অভিবাসন বিভাগের বক্তব্য, অনেক ক্ষেত্রে শ্রমিকেরা মনে করেন তাঁদের শ্রম অনুমোদনের প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে তাঁদের হয়ে অন্য কেউ শুধুমাত্র আবেদন জমা দিয়েছেন, অনুমোদন মেলেনি। অনেক শ্রমিকই এই বিষয়টি সম্পর্কে অবগত থাকেন না।এই পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে বিদেশে কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে যাত্রার আগে সকল নেপালি নাগরিককে নিজেদের শ্রম অনুমোদনের বর্তমান অবস্থা যাচাই করার আহ্বান জানিয়েছে বিভাগ। আবেদন জমা পড়েছে কি না, তার পরিবর্তে অনুমোদনপত্র জারি হয়েছে কি না, তা নিশ্চিত করার উপর জোর দেওয়া হয়েছে।বিভাগ স্পষ্ট করে দিয়েছে, শুধুমাত্র শ্রম অনুমোদনের জন্য আবেদন করা হয়েছে কিন্তু অনুমোদন মেলেনি-এমন ক্ষেত্রে শ্রমিক ভিসাধারীদের বিদেশ যাত্রার অনুমতি দেওয়া হবে না। বৈধ শ্রম অনুমোদন ছাড়া অভিবাসন দফতর থেকে বিদেশ গমনের ছাড়পত্র মিলবে না বলেও জানানো হয়েছে।

মনে কর আমি নেই, চলে গেলেন শিল্পী সুমন কল্যাণপুর

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা, ১ জুন (হি স)। আজকাল তেরে মেরে পেয়ার কে চর্চে' থেকে 'মনে কর আমি নেই'- অসংখ্য কালজয়ী গানে প্রজন্মের পর প্রজন্মকে মুগ্ধ করেছেন কিংবদন্তি সঙ্গীতশিল্পী সুমন কল্যাণপুর। রবিবার তিনি প্রয়াত হলেন (২৮ জানুয়ারি ১৯৩৭ - ৩১ মে ২০২৬)।বয়স হয়েছিল ৮৯ বছর। জানা গিয়েছে, রবিবার লোখণ্ডওয়ালায় তাঁর বাড়িতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। বার্ধক্যজনিত কারণে সুমনের মৃত্যু হয়েছে। তাঁর মৃত্যুতে শোকাহত সঙ্গীত জগৎ। জন্ম ঢাকায়। নাম ছিল সুমন হেমাদি। বাবা শঙ্কর রাও হেমাদি কর্ণাটকের ম্যাঙ্গালোর শহরের এক বিখ্যাত সারস্বত ব্রাহ্মণ পরিবার থেকে এসেছিলেন। কর্ণাটকের উডুপি জেলার কুন্দপুর তালুকের একটি গ্রাম হল হেমাদি। তিনি সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার এক উঁচু পোস্টে চাকরি করতেন এবং দীর্ঘদিন ধরে অধুনা বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকায় নিয়োজিত ছিলেন।সেখানে তাঁর বাবা এবং মা সীমা হেমাদি ছাড়াও তাঁরা পাঁচ বোন এবং এক ভাই ছিলেন সুমন তাঁর ভাইবোনেদের মধ্যে সকলের বড় ছিলেন। তিনি একজন স্বনামধন্য ভারতীয় গায়িকা। তাঁর পরিবার ১৯৪৩ খ্রিষ্টাব্দে মুম্বইয়ে চলে যায়। সেখানে তিনি সংগীতের তালিম নিয়েছিলেন।১৯৪৪-এ পরিবেশিত তাঁর 'আমার স্বপ্ন দেখার দুটি নয়ন', বা পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা, রতু মুখোপাধ্যায়ের সুরে মনে করো আমি নেই, বসন্ত এসে গেছে কৃষ্ণচূড়ার বন্যায়... যুগ যুগ বুঁদ করে রেখেছে সুরের মায়াজালে। দ্বিতীয় গানে খুব সু স্বভাবে প্রিয়জনের অনুপস্থিতির বেদনার মাঝে প্রকৃতির চিরন্তন রূপ ও বসন্তের আগমনকে ফুটিয়ে তুলেছিলেন।১৯৬০ এর দশক এবং ১৯৭০ এর দশকে তিনি ভীষণভাবে জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন। তিনি হিন্দি ভাষা ছাড়াও মারাঠি, অসমীয়া, গুজরাতি, কন্নড়, ভোজপুরি, রাজস্থানি, বাংলা, ওড়িয়া এবং পাঞ্জাবি ভাষায় গান রেকর্ড করেছিলেন। তাঁর প্রধান সময়ে তিনি জনপ্রিয় সংগীতশিল্পী বলে বিবেচিত হয়েছিলেন। তিনি মোট ৮৫৭ খানা হিন্দি গান গেয়েছেন।তাঁর সেই সময়কালে, লতা মঙ্গেশকরের একাধিপত্যের মধ্যেও, প্রায় সমস্ত সংগীতকারের সঙ্গেই যুক্ত হয়ে গান গেয়ে স্বীকৃতি অর্জনে সফল হয়েছিলেন। অনেকে বিশ্বাস করতেন, তাঁর যা প্রতিভা, তাতে তাঁর যত দূর এগোনো উচিত ছিল, তত দূর যেতে পারেননি। যদিও তাঁর অভাবনীয় সাংগীতিক বৈশিষ্ট্যগুলো একজন নেপথ্য গায়িকার কাছে খুবই প্রয়োজনীয়, সেই উচ্চাঙ্গ সংগীতের বিশদ জ্ঞান, সুরেলা কণ্ঠ এবং গলার বিস্তীর্ণ পরিসীমা ছিল।তাঁর সুর ও কণ্ঠ চিরকাল বেঁচে থাকবে সঙ্গীতপ্রেমীদের হৃদয়ে। কিংবদন্তির গাওয়া হিন্দি বাংলা জনপ্রিয় গানের মধ্যে রয়েছে গান হ'ল- 'মনে কর আমি নেই', 'দূরে থেকো না', 'তোমার হাত ধর', 'আমার স্বপ্ন দেখার দুটি নয়ন', 'দুলছে রে মন', 'ভাবিস নারে কাঁদছি বসে', 'শুধু স্বপ্ন নিয়ে খেলা', 'রঙের বাসরে', 'কাঁদে কেন মন আজ', 'তোমার আকাশ থেকে দূরেতে', হিন্দি জনপ্রিয় গান হ'ল- 'আজকাল তেরে মেরে পেয়ার কে চর্চে', 'না না করতে পেয়ার তুমহি সে', 'তুমনে পুকারা অউর হাম চলে আয়ে', 'দিল নে ফির ইয়াদ কিয়া', 'মেরা পেয়ার ভি তু হ্যায়', 'অজহু না আয়ে বালমা', 'ইতনা হ্যায় তুমসে পেয়ার মুঝে', 'পর্বতো কে পেড়ো পর শাম কা বসেরা হ্যায়', 'না তুম হামে জানো', 'তুমসে ও হাসিনা' প্রভৃতি।

মহিলাদের জন্য চালু বিনামূল্যে বাস পরিষেবা, প্রয়োজন কিছু নথি

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা, ১ জুন ঃ পূর্ব ঘোষণা মতোই পয়লা জুন থেকে পশ্চিমবঙ্গে মহিলাদের জন্য বিনামূল্যে বাস পরিষেবা চালু হয়ে গেল। সরকার গঠনের পর ১ জুন থেকে বিনামূল্যে বাস পরিষেবা কার্যকর করার কথা জানিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সেই মতো সোমবার থেকে সরকারি বাসে মহিলাদের ভাড়া লাগছে না। বাসে উঠলে তাঁদের শূন্য মূল্যের একটি টিকিট দেওয়া হচ্ছে। উত্তর থেকে দক্ষিণ, রাজ্যের সর্বত্রই এই সুবিধা মিলছে।স্বল্প দূরত্বে যাতায়াতের জন্য তো বটেই, দূরপাল্লার বাসেও বিনামূল্যে টিকিটের সুবিধা পাচ্ছেন মহিলা যাত্রীরা। সে ক্ষেত্রে মোট ১২টি নথির যে কোনও একটি সংশ্লিষ্ট বাসের কন্ডাক্টরকে দেখাতে হচ্ছে। তার মধ্যে অন্যতম আধার কার্ড। এ ছাড়া, ভোটার কার্ড, সরকারের দেওয়া ১০০ দিনের কাজের কার্ড, আয়ুষ্মান ভারতের কার্ড, ড্রাইভিং লাইসেন্স, প্যান কার্ড, পাসপোর্ট ইত্যাদি পরিচয়পত্র দেখালেই বাসে বিনামূল্যে টিকিট কাটতে পারবেন মহিলারা।

পিএম স্বনিধি প্রকল্প আস্থা, মর্যাদা ও ক্ষমতায়নের প্রতীকঃপ্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ১ জুন ঃ দেখতে দেখতে ৬ বছর হয়ে গেল পিএম স্বনিধি প্রকল্পের। ২০২০ সালের জুন মাসে এই প্রকল্পের সূচনা হয়েছিল। বিশেষ এই দিনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী উল্লেখ করেছেন, পিএম স্বনিধি প্রকল্প আস্থা, মর্যাদা ও ক্ষমতায়নের প্রতীক। উল্লেখ্য, পিএম স্বনিধি প্রকল্পটি দেশজুড়ে পথবিক্রেতাদের সাশ্রয়ী ঋণ, ডিজিটাল অন্তর্ভুক্তি এবং সামাজিক সুরক্ষা সহায়তা প্রদানের ৬ বছর পূর্ণ করেছে।প্রধানমন্ত্রী মোদী সোমবার এক্স মাধ্যমে উল্লেখ করেছেন, আমরা পিএম স্বনিধি প্রকল্পের ৬ বছর পূর্তি উদযাপন করছি, যা ঋণ, আর্থিক অন্তর্ভুক্তি ও বিকাশের নতুন সুযোগ নিশ্চিত করার মাধ্যমে অগণিত পথ বিক্রেতার জীবন বদলে দিয়েছে। এই প্রকল্পটি আস্থা, মর্যাদা এবং ক্ষমতায়নের প্রতীক। সকল সুবিধাভোগীদের প্রতি আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা, যাঁদের দৃঢ় সংকল্প এবং উদ্যোগ আমাদের দেশের অর্থনীতিকে ক্রমাগত শক্তিশালী করে চলেছে।মনে করা হয়েছে আজ

ত্রিশা শর্মার মৃত্যুর ঘটনার পুনর্নির্মাণ সিবিআইয়ের

ভোপাল(সংবাদ সংস্থা), ১ জুনঃ ভোপালের বধূ ত্রিশা শর্মার মৃত্যুর ঘটনার পুনর্নির্মাণ করলেন সিবিআইয়ের গোয়েন্দারা। সোমবার ত্রিশার শ্বশুরবাড়িতে ৮০ কেজি ওজনের একটি মানবমূর্তি (ডামি), বেল্ট এবং দড়ির ফাঁস নিয়ে যান তাঁরা। সিবিআইয়ের দলে মহিলা আধিকারিকও ছিলেন। তদন্তকারী সংস্থা সূত্রের খবর, ত্রিশার স্বামী সমর্থ সিং জেরায় দাবি করেছেন, স্ত্রীয়ের ঝুলন্ত দেহ তিনিই নামিয়েছিলেন। মা গিরিবালা সিংহ খুলেছিলেন ত্রিশার গলার ফাঁস।জানা গেছে, অভিযুক্ত সমর্থ সিং এই ঘটনাটিকে আত্মহত্যা বলে চালানোর চেষ্টা করছে। তাঁর দাবি, গর্ভপাতের পর ত্রিশা গভীর অবসাদের মধ্যে ছিলেন, সেই কারণেই তিনি আত্মহত্যা করেন। এই পুনর্নির্মাণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তদন্তকারী সংস্থা বোঝার চেষ্টা করছে, অভিযুক্ত সমর্থের দেওয়া তথ্য বাস্তব পরিস্থিতির সঙ্গে মিলছে কি না।

দিল্লি-সহ দেশের বিভিন্ন রাজ্যে বৃষ্টির পূর্বাভাস

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ১ জুনঃ তাপপ্রবাহের পরিস্থিতি প্রশমিত হয়েছে দেশে। দিল্লি-সহ দেশের বিভিন্ন রাজ্যে আগামী বৃষ্টির সম্ভাবনার কথা জানিয়েছে আইএমডি। ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি) পূর্বাভাসে জানিয়েছে, চলতি সপ্তাহে উত্তর-পূর্ব ভারত ও দক্ষিণ ভারতে বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। ৩ থেকে ৬ জুন পর্যন্ত অসম ও মেঘালয়ে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে, বইবে ঝোড়ো হাওয়া।পূর্ব ভারতের ক্ষেত্রে আগামী ৬ জুন পর্যন্ত আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি প্রত্যাশিত।

হরমুজ প্রণালীর কাছে সন্দেহজনক ভাসমান বস্তু ঘিরে উত্তেজনা, নৌ-মাইন হওয়ার আশঙ্কায় সতর্ক ওমান, নিরাপত্তা জোরদার সমুদ্রপথে

মাস্কাট (ওমান),১জুনঃআন্তর্জাতিক বাণিজ্যের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ জলপথ হরমুজ প্রণালী ঘিরে নতুন করে উদ্বেগের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। ওই প্রণালীর নিকটবর্তী ওমানের জলসীমায় একটি সন্দেহজনক ভাসমান বস্তু শনাক্ত হওয়ার পর থেকেই সমুদ্র নিরাপত্তা নিয়ে সতর্কতা জারি করেছে ওমানের সংশ্লিষ্ট সামুদ্রিক কর্তৃপক্ষ। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, ওই বস্তুটি নৌ-মাইন হতে পারে, যদিও এখনো পর্যন্ত তার প্রকৃতি সম্পর্কে চূড়ান্ত নিশ্চিত তথ্য মেলেনি।ঘটনাকে কেন্দ্র করে সমুদ্রপথে চলাচলকারী নাবিক, মৎস্যজীবী এবং বাণিজ্যিক জাহাজগুলিকে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বিশেষ করে ওই নির্দিষ্ট অঞ্চলের কাছাকাছি না যাওয়ার জন্য কঠোরভাবে পরামর্শ দিয়েছে ওমানের সামুদ্রিক নিরাপত্তা সংস্থা।ওমানের মেরিটাইম সিকিউরিটি সেন্টার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্স-এ দেওয়া এক আনুষ্ঠানিক বিবৃতিতে জানিয়েছে যে, হরমুজ প্রণালীর কাছে ওমানের জলসীমার মধ্যে একটি অচিহ্নিত ভাসমান বস্তু দেখা গিয়েছে, যা নৌ-মাইন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে সন্দেহ করা হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে সমুদ্রপথে চলাচলকারী সকলকে ওই বস্তু থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং কোনও ধরনের সন্দেহজনক বস্তুর চোখে পালে সঙ্গে সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে জানানোর আহ্বান জানানো হয়েছে।উল্লেখ্য, গড্ডচ্চ দীর্ঘদিন ধরেই এই অঞ্চলের সামুদ্রিক নিরাপত্তা রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। বিশেষ করে হরমুজ প্রণালী আন্তর্জাতিক জ্বালানি ও বাণিজ্য পরিবহনের ক্ষেত্রে অত্যন্ত সংবেদনশীল একটি রুট হিসেবে পরিচিত। বিশ্বের বৃহৎ অংশের তেল ও বাণিজ্যিক জাহাজ এই পথ দিয়েই নিয়মিত চলাচল করে, ফলে এখানে যেকোনও ধরনের নিরাপত্তা ঝুঁকি আন্তর্জাতিক পর্যায়েও ব। ধরনের প্রভাব ফেলতে পারে।ঘটনার পর ওমান কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, সন্দেহজনক বস্তুটি হরমুজ প্রণালীর ইনশোর ট্রাফিক জোনের ঠিক পশ্চিম দিকে অবস্থান করছে বলে প্রাথমিকভাবে শনাক্ত করা হয়েছে। এই অঞ্চল দিয়ে প্রতিদিন বিপুল সংখ্যক তেলবাহী ট্যাঙ্কার এবং অন্যান্য বাণিজ্যিক জাহাজ যাতায়াত করে থাকে। ফলে এই এলাকায় সামান্যতম ঝুঁকিও বড় ধরনের উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন।এই পরিস্থিতিতে সামুদ্রিক নিরাপত্তা আরও জোরদার করা হয়েছে বলে জানিয়েছে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ। যদিও এখন পর্যন্ত বস্তুটির প্রকৃতি বা উৎস সম্পর্কে কোনও নিশ্চিত তথ্য প্রকাশ করা হয়নি, তবে নিরাপত্তার স্বার্থে পুরো এলাকায় নজরদারি বৃদ্ধি করা হয়েছে। সামুদ্রিক টহলদারি জোরদার করার পাশাপাশি সম্ভাব্য ঝুঁকি মোকাবিলায় প্রয়োজনীয় প্রস্তুতিও রাখা হয়েছে বলে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গেছে।ওমানের প্রতিরক্ষা মন্ত্রকও এই ঘটনায় সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছে। মন্ত্রকের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, মেরিটাইম সিকিউরিটি সেন্টারের নির্দেশিকা মেনে চলা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সমুদ্রপথে চলাচলকারী সকল জাহাজ ও নৌযানকে সতর্ক অবস্থান বজায় রাখতে এবং নির্ধারিত নিরাপত্তা নির্দেশিকা কঠোরভাবে অনুসরণ করতে অনুরোধ করা হয়েছে।হরমুজ প্রণালীকে ঘিরে অতীতেও একাধিকবার ভূ-রাজনৈতিক ও নিরাপত্তাজনিত উত্তেজনা তৈরি হয়েছে। বিশ্ববাজারে তেলের সরবরাহের একটি ব। অংশ এই পথ দিয়েই পরিবাহিত হয়, ফলে এই জলপথে যেকোনও ধরনের অস্বাভাবিক পরিস্থিতি বিশ্ব অর্থনীতির উপরও প্রভাব ফেলতে পারে বলে আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষকদের মত।বর্তমান পরিস্থিতিতে যদিও কোনও বিস্ফোরণ বা দুর্ঘটনার খবর পাওয়া যায়নি, তবুও সন্দেহজনক বস্তুর উপস্থিতি ঘিরে স্বাভাবিকভাবেই উদ্বেগ তৈরি হয়েছে জাহাজ চলাচলকারী সংস্থাগুলির মধ্যে। বহু বাণিজ্যিক জাহাজ ইতিমধ্যেই অতিরিক্ত সতর্কতা অবলম্বন করে পথ পরিবর্তন বা ধীর গতিতে চলাচলের সিদ্ধান্ত নিচ্ছে বলে সূত্রের খবর। সামুদ্রিক নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞদের মতে, প্রাথমিক পর্যায়ে যেকোনও সন্দেহজনক বস্তুকে গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করা অত্যন্ত জরুরি, কারণ সামান্য অবহেলাও ব। ধরনের বিপদের কারণ হতে পারে। সেই কারণেই ওমান প্রশাসন দ্রুত সতর্কতা জারি করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করছে।সব মিলিয়ে, হরমুজ প্রণালীর মতো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক জলপথে এই ধরনের সন্দেহজনক বস্তু শনাক্ত হওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। তবে প্রশাসনের দ্রুত পদক্ষেপ ও সতর্কতা জারির ফলে পরিস্থিতি আপাতত নিয়ন্ত্রণে রয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। এখন সকলের নজর থাকবে পরবর্তী তদন্ত ও নিশ্চিত তথ্য প্রকাশের দিকে, যা এই ঘটনার প্রকৃত স্বরূপ স্পষ্ট করবে।

রাশিফল

মেষঃআজকের দিনটা উৎসাহ আর নতুন শক্তিতে ভরা থাকবে। আপনার ভিতরে একটা বিশেষ এনার্জি থাকবে, যেটা আপনাকে আপনার কাজগুলো আরও ভালভাবে শেষ করতে সাহায্য করবে। আপনার সাহস আর আত্মবিশ্বাস আপনাকে নতুন সুযোগ এনে দেবে, বিশেষ করে প্রফেশনাল লাইফে। আপনার সম্পর্কও ভাল হবে। প্রেম আসতে পারে আজকে।
বৃষঃ কটি আমোদপ্রমোদ এবং মজার দিন। আপনার কাছে যখন আপনি নিজেকে কাজে আসে যখন আপনি নিজেকে অতিরিক্ত ব্যয় করা থেকে বিরত রাখেন, আজ আপনি এই জিনিসটি ভালভাবে বুঝতে পারেন।।
মিথুনঃআজ মিথুনের জন্য দিনটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ হবে। কিছু নতুন সম্ভাবনা আপনার জীবনে আসতে পারে। অপ্রয়োজনীয় চিন্তা বাদ দিয়ে আপনার লক্ষ্যগুলোর দিকে মনোযোগ দিন। শুভ দিন হতে পারে
কর্কট রাশি ঃআপনার দয়ালু স্বভাব আজ অনেক খুশির মুহূর্ত বয়ে আনবে। আপনার অস্থাবর সম্পত্তি যে কোনও আজই চুরি করতে পারে।
সিংহঃআজকের দিনটি এনার্জিতে ভরা থাকবে। আপনি আপনার কাছের বন্ধু আর পরিবারকে নিয়ে সময় কাটাতে মজা পাবেন। এই সম্পর্কগুলো আপনাকে পজিটিভিটি আর সাপোর্ট দেবে, যা আপনাকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করবে।
কন্যাঃ আপনার ব্যক্তিত্ব আজ একটি সুগন্ধি মত কাজ করবে। আপনি অন্যদের উপর ব্যয় করতে পছন্দ করেন। তোমার বিবাহসম্পর্ক আপনাকে খুশি করে তুলবে। তার থেকে আলাদা হওয়ার চিন্তায় আপনার কিছুটা দুঃখিত অনুভব করা সম্ভবপর। কিন্তু ভবিষ্যতের কথা না ভেবেই আপনার বর্তমানকে উপভোগ করা প্রয়োজন। অর্থ ব্যয়।
তুলাঃআজকের দিনটা নানা রকম সম্ভাবনায় ভরা থাকবে। আজ আপনার ভিতরের ভারসাম্য আর নম্র স্বভাব চারপাশে ভাল প্রভাব ফেলবে। দিনের শুরুতে, আপনি কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার সুযোগ পেতে পারেন। আপনার অন্তর্জ্ঞানকে বিশ্বাস করুন এটা আপনাকে সঠিক পথে নিয়ে যাবে।
বৃশ্চিকঃ আপনার বদ অভ্যাস আপনার উপর ব্যাপক প্রতিহিংসা নেবে। যারা এখনও বেতন পাননি তারা অর্থ সম্পর্কিত বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করতে পারেন এবং তাদের বন্ধুদের কাছে জাস্তানের জন্য জিজ্ঞাসা করতে পারেন। শুভদিন
ধনুঃ আজকে, তুমি নতুন আইডিয়া আর প্ল্যান নিয়ে খুব উত্তেজিত থাকবে। এটা তোমার জন্য সৃজনশীলতা দেখানোর সময়, আর আপনার ভিতরের স্বপ্নগুলো সত্যি করার সুযোগ। বিবাহের যোগ হবে
মকরঃ যা আপনাকে নিজের সম্বন্ধে ভালো বোধ করায় এমন কিছু করার পক্ষে এটি চমৎকার দিন। আপনার খরচে অপ্রত্যাশিত উত্থান আপনার মানসিক শান্তিকে বিঘ্নিত করবে।
কুম্ভঃ আজকে কিছু বিশেষ সুযোগ আসবে। আজকে আপনি অনেক এনার্জি অনুভব করবেন, যা আপনার সামাজিক জীবনে উন্নতি আনবে। আপনার ক্রিয়েটিভিটি আর চিন্তাভাবনা আপনাকে আপনার বন্ধু আর পরিবারের মধ্যে ভাল পার্টনার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করবে। ব্যবসার ক্ষেত্রেও পজিটিভ পরিবর্তন সম্ভব।
মীনঃশ্রেষ্ঠতর জীবনের জন্য আপনার স্বাস্থ্য এবং সামগ্রিক ব্যক্তিত্ব উন্নত করার চেষ্টা করুন বিনোদন এবং রূপচর্চায় বেশী খরচ নয়। পরিবারে আপনার দমনমূলক মনোভাব পরিবারের কারও পক্ষে উপযুক্ত সময়। আর্থিক উন্নতি হতে পারে আজকে। সংসারে শান্তি হবে

আবহাওয়া

কলকাতা-সহ বাংলার অনেক জায়গায় বৃষ্টি কমে এসেছে। ফের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেতে পারে। ফলে বাড়তে চলেছে গরমও। তবে, আগামী ২৪ ঘন্টায় দক্ষিণবঙ্গের বেশ কয়েকটি জেলায় বিক্ষিপ্তভাবে হালকা বৃষ্টি হতে পারে। তবে আলাদা করে ঝড় বা বৃষ্টির কোনও সতর্কতা জারি করা হয়নি।এর বার দক্ষিণবঙ্গে ধীরে ধীরে তাপমাত্রা বাড়বে। আগামী ২৪ ঘণ্টায় তাপমাত্রার তেমন কোনও পরিবর্তন না-হলেও তার পর থেকে দুই-তিন ডিগ্রি পারদ চড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তা থাকবে আরও ৫ দিন পর্যন্ত। উত্তরবঙ্গেও ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। সোমবার সকালে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৮.০ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের চেয়ে ০.২ ডিগ্রি বেশি।আপেক্ষিক আর্দ্রতা আজ হতে পারে ৮৯শতাংশ এবং সর্বনিম্ন ৬২ শতাংশ হতে পারে। বৃষ্টিপাত হতে পারে আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে থেকে জানা যায় আজ।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ০৬টা ৫০মিনিট এবং রাত ০৯টা ৫৪মিনিটে। ভাটা-বেলা ১২টা ৪০মিনিট এবং রাত ১১টা ৫৫ মিনিট। সূর্যোদয় সকাল ৪টা ৫৭মিনিটে হতে পারে।এবং অস্ত যাবে আজ ৬টা ১৬মিনিটে হতে পারে।

নির্বাচনের রেজোলিউশনে সই জালিয়াতির অভিযোগে সিট গঠন

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১ জুন ঃ বিধানসভায় বিরোধী দলনেতা নির্বাচনের রেজোলিউশনে সই জালিয়াতির অভিযোগে সিট গঠন করে তদন্ত শুরু করেছে সিআইডি। নবান্নে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী দাবি করেন, তৃণমূলেরই দুই বিধায়কের অভিযোগের ভিত্তিতে হেয়ার স্ট্রিট থানায় এফআইআর দায়ের হয় এবং পরে মামলাটি সিআইডির হাতে তুলে দেওয়া হয়। মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, সি আই ডি একাধিক বিধায়কের বয়ান ও স্বাক্ষর যাচাই করেছে। তদন্তে অন্তত তিন জন বিধায়ক জানিয়েছেন, রেজোলিউশনে থাকা স্বাক্ষর তাঁদের নয়। এই ঘটনাকে 'গুরুতর প্রতারণা' বলে উল্লেখ করে শুভেন্দু বলেন, নিজেদের দলের বিধায়কদের সঙ্গেই প্রতারণা করা হয়েছে। তাঁর বক্তব্য, এই তদন্তে বিজেপি বা রাজ্য সরকারের কোনও ভূমিকা নেই। অভিযোগ করেছে তৃণমূলের বিধায়কেরাই। সই জালিয়াতি প্রমাণিত হলে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার সংশ্লিষ্ট ধারায় কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও সতর্ক করেন তিনি।

হারিয়ে ও চুরি যাওয়া মোবাইল দেওয়া হলো প্রকৃত মোবাইল প্রাপকদের হাতে

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, নিমপীঠ, ১ জুন ঃ বারুইপুর পুলিশ জেলার বকুলতলা থানার উদ্যোগে ১৫টি হারানো মোবাইল ফোন ফিরিয়ে দেওয়া হলো প্রকৃত মালিকদের হাতে। বারুইপুর পুলিশ জেলার উদ্যোগে ৩০ মে এক বিশেষ কর্মসূচির মাধ্যমে ১৪০টি হারিয়ে যাওয়া মোবাইল ফোন উদ্ধার করে প্রকৃত মালিকদের হাতে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। বারুইপুর পুলিশ জেলার অন্তর্গত জীবনতলা, গোসাবা, কুলতলি, জয়নগর, বাসন্তী, বকুলতলা, মৈপীঠ কোস্টাল, ক্যানিং, বারুইপুর এবং সুন্দরবন কোস্টাল থানার পুলিশ এই সমস্ত হারিয়ে যাওয়া মোবাইল ফোনগুলি উদ্ধার করেছিল। আর সোমবার বারুইপুর পুলিশ জেলার বকুলতলা থানার উদ্যোগে বকুলতলা থানায় ১৫ টি হারিয়ে যাওয়া মোবাইল তুলে দেওয়া হলো প্রকৃত মালিকদের হাতে। এদিন এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বকুলতলা থানার ওসি শান্তনু বিশ্বাস, জয়নগর সি আই সুগত ভট্টাচার্য সহ একাধিক পুলিশ আধিকারিক ও কর্মীগন। মোবাইল ফোন ফিরে পেয়ে প্রকৃত মালিকরা অত্যন্ত আনন্দিত ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন পুলিশ প্রশাসনকে। পুলিশ সূত্রের খবর বারুইপুর পুলিশ জেলার সকল থানার পুলিশ ভবিষ্যতেও হারানো বা চুরি যাওয়া মোবাইল ফোন উদ্ধার করে প্রকৃত মালিকদের কাছে ফিরিয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে একইভাবে নিরলস কর্মপ্রচেষ্টা চালিয়ে যাবেন।

শ্রী মিলিন্দ কে. দেউস্কর মেট্রো রেলের মহাব্যবস্থাপক

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১ জুন ঃ রেল মন্ত্রক পূর্ব রেলের মহাব্যবস্থাপক শ্রী মিলিন্দ কে. দেউস্করকে মেট্রো রেলের মহাব্যবস্থাপকের অতিরিক্ত দায়িত্ব প্রদান করেছে। শ্রী দেউস্কর আজ মেট্রো রেলের মহাব্যবস্থাপকের অতিরিক্ত দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। উল্লেখ্য যে, পূর্ব রেলের মহাব্যবস্থাপক হিসেবে দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি, তিনি এর আগেও সেপ্টেম্বর, ২০২৫ সালে তিন সপ্তাহের জন্য মেট্রো রেলের মহাব্যবস্থাপকের অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করেছিলেন। শ্রী মিলিন্দ কে. দেউস্কর 'ইন্ডিয়ান রেলওয়ে ম্যানেজমেন্ট সার্ভিস'-এর একজন আধিকারিক ও তিনি মূলত 'ইন্ডিয়ান রেলওয়ে স্টোরস সার্ভিস' (১৯৮৭ ব্যাচ)-এর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি ভারতীয় রেলের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নির্বাহী ও ব্যবস্থাপনা পদে দায়িত্ব পালন করেছেন; যেমন; পুনে ডিভিশনের অতিরিক্ত বিভাগীয় রেল ব্যবস্থাপক ও বিভাগীয় রেল ব্যবস্থাপক এবং রেলওয়ে বোর্ডের সচিব। এছাড়া তিনি চেন্নাইয়ের 'ইন্টিগ্রাল কোচ ফ্যাক্টরি'-তে প্রিন্সিপাল চিফ মেটেরিয়ালস ম্যানেজার এবং মধ্য রেলে চিফ মেটেরিয়ালস ম্যানেজার হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন; পাশাপাশি তিনি 'কোঙ্কন রেলওয়ে কর্পোরেশন লিমিটেড'-এও চিফ মেটেরিয়ালস ম্যানেজার হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তিনি সিঙ্গাপুর/মালয়েশিয়ার 'INSEAD' থেকে 'অ্যাডভান্সড ম্যানেজমেন্ট'-এর মতো একাধিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন এবং হায়দ্রাবাদের 'ইন্ডিয়ান স্কুল অফ বিজনেস'-এ 'কৌশলগত ব্যবস্থাপনা' বিষয়ক কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেছেন। তিনি একজন যন্ত্র প্রকৌশলী এবং ভোপালের 'মৌলানা আজাদ কলেজ অফ টেকনোলজি' (তৎকালীন REC, বর্তমানে NIT-)-এর প্রাক্তনী। খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগ রয়েছে এবং তিনি সর্বদা এই ধরনের কর্মকাণ্ডের বিকাশে পৃষ্ঠপোষকতা করে এসেছেন। অসামান্য কৃতিত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ, শ্রী মিলিন্দ কে. দেউস্কর ২০০৩ সালে মাননীয় রেলমন্ত্রীর হাত থেকে জাতীয় স্তরের 'রেল পুরস্কার' লাভ করেছিলেন।

৫০ বছর ধরে শুধু উন্নয়নের কথা শুনেছে, উন্নয়ন দেখেনি, ৬ মাসের মধ্যে হাওড়ার মানুষ দেখতে পাবে

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া, ১ জুন ঃ '৫০ বছর ধরে হাওড়া শুধু উন্নয়নের কথা শুনেছে। উন্নয়ন দেখেনি। ডবল ইঞ্জিন সরকার কাকে বলে ৬ মাসের মধ্যে মানুষ দেখতে পাবে।' হাওড়াকে আধুনিক করতে বার্তা রাজ্যের প্রতিমন্ত্রী উমেশ রাইয়ের। উত্তর হাওড়ার বিজেপি বিধায়ক উমেশ রাই সোমবার লোকভবনে প্রতিমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন। যদিও এখনও পর্যন্ত তাঁর দপ্তর ঘোষণা হয়নি। প্রতিমন্ত্রী উমেশ রাই এদিন তাঁর বিধানসভা এলাকায় ফিরলে বিজেপি কর্মী ও সমর্থকদের মধ্যে উচ্ছ্বাস ছিল চোখে পড়ার মতো। এলাকায় কার্যত এদিন উৎসব শুরু হয়ে যায়। বিজেপি কর্মীরা গেরুয়া আবির উড়িয়ে আনন্দ প্রকাশ করেন। ঢাক-ঢোল, ব্যান্ড-বাজনার তালে সমর্থকরা নাচে-গানে মেতে ওঠেন। 'জয় শ্রীরাম' স্লোগান দিতে থাকেন। বিভিন্ন জায়গায় ফুলের মালা পরিয়ে উমেশ রাইকে সংবর্ধনা জানানো হয়। এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে প্রতিমন্ত্রী উমেশ রাই বলেন, 'আমি বিধায়ক হয়েছিলাম। সরকার আমাকে মন্ত্রী করেছে। তবে এখনও জানা নেই আমি কোন দপ্তরের মন্ত্রী। হাওড়া থেকে আমি একজন মন্ত্রিসভার প্রতিনিধি। মুখ্যমন্ত্রী উন্নত হাওড়া দেখতে চান। আমার যা ভূমিকা থাকবে আমি তাই করব। ইতিমধ্যে আমরা হাওড়া জেলা হাসপাতাল, সংশোধনাগার, হাওড়া পুলিশ মর্গ, সত্যবালা আইডি হাসপাতাল, পরিদর্শন করেছি। বুধবার ক্যাবিনেট মিটিংয়ে আমার প্রায়োরিটির কথা মুখ্যমন্ত্রীর কাছে জানাব। এরমধ্যে সব থেকে বেশি প্রায়োরিটি থাকবে হাওড়ার জল নিকাশি ব্যবস্থা। তার জন্য ৪,৭০০ কোটি টাকার ডিপিআর তৈরি হয়েছে। হাওড়া জেলা হাসপাতালকে মাল্টিস্পেশালিটি সুপার হাসপাতালের রূপান্তরিত করার প্রস্তাব দেব। হাওড়ার মানুষ যাতে বিশুদ্ধ পানীয় জল পায় তার প্রায়োরিটি থাকবে। যেখানে হিন্দি ইউনিভার্সিটি আছে সেখানে একটা ভালো কলেজ হোক। আগামী ৬ মাসের মধ্যে ডিলিমিটেশন করে ভোট করা হোক। এমন বিভিন্ন বিষয়ে আছে যেগুলি আমার প্রায়োরিটির মধ্যে আছে। ভোট হলেই অর্ধেক সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। বোর্ড থাকলে একটা একটা নির্দিষ্ট বিষয় নিয়ে আলোচনা করে তার সমাধান করতে পারে। এ ব্যাপারে অ্যাডমিনিস্ট্রেট সিদ্ধান্ত নিতে পারেনা। বিধায়ক হিসেবে আমি খুশি ছিলাম। মন্ত্রিত্ব পাওয়া আমার কাছে একটা বোনাস। বিধায়ক হয়ে আমি রাজা ছিলাম। মন্ত্রিত্ব পেয়ে আমি মহারাজা হয়েছি। যতদিন আমার মন্ত্রিত্ব আছে ততদিন আমি হাওড়ার উন্নয়নের কাজ করতে পারব। এটাই আমার চেষ্টা। ৫০ বছর ধরে হাওড়া শুধু উন্নয়নের কথা শুনেছে। উন্নয়ন দেখেনি। ডবল ইঞ্জিন সরকার কাকে বলে ৬ মাসের মধ্যে মানুষ দেখতে পাবে। হাওড়ার শিল্প, শিক্ষা ব্যবস্থা প্রভৃতি অনেক কিছু আছে। সেই ঐতিহ্যকে পুনরুদ্ধার করতে হবে। এটাই আমার লক্ষ্য। আমি মানুষের কাছে যাব। তাদের থেকে সাজেশন নেব। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা, বর্ষীয়ান নেতা, যাঁদের অভিজ্ঞতা আছে সে তৃণমূলের হলেও তাঁদের কাছেও যাব। তাঁদের কাছ থেকে জানতে চাইব তাঁরা কি চেয়েছিলেন। তাঁরা কেন কোন কাজ করতে পারেননি। সকলের কাছ থেকে সাজেশন নিয়ে কিভাবে হাওড়াকে উন্নত হাওড়া করা যায় সেই চেষ্টাই করব।' এদিন সাংবাদিকদের অন্যান্য প্রশ্নের উত্তরে উমেশ রাই বলেন, '২০২১ সালে কয়েকশো বিজেপি কর্মী খুন হয়েছেন। তারপর এই সরকার আমরা পেয়েছি। আমরা হিংসার মধ্যে নেই। কারও বিরুদ্ধে আমরা প্রতিশোধ নেবনা। কিন্তু মানুষের রোষের ব্যাপারে কি বলবেন? বিজেপি কর্মীদের তো আমরা আটকে দেব। কিন্তু যারা প্রতারিত হয়েছেন, যাদের বাড়ির লোকদের মারা হয়েছে তারা যদি প্রতিবাদ করেন তার মধ্যে বিজেপি কি করবে? ২০২১ সালে তৃণমূল তৃতীয়বার ক্ষমতায় আসার পর হাজার হাজার বিজেপি কর্মীরা বাড়ি ছেড়ে অন্যত্র পালাতে বাধ্য হয়েছে। তাঁদের বাড়িঘর লুট হয়েছে। আগুন লাগানো হয়েছে। গর্ভবতী মহিলাদের পেটে লাথি মারা হয়েছে। খুন করে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। এখন এটাই মানুষের রোষ। বিজেপির রাজ্য সভাপতির নির্দেশ কোনমতেই তৃণমূলের কোনও নেতাকে বিজেপিতে যোগ করানো যাবে না। বিশেষ করে যারা দুর্নীতিগ্রস্ত, মামলায় অভিযুক্ত তাদের থেকে দূরে থাকতে হবে। এরকম নেতাদের ভারতীয় জনতা পার্টি নেবেনা। সব দলেই ভালো এবং খারাপ লোক থাকে। সে তৃণমূলেই হোক, সিপিএম হোক, কংগ্রেস হোক বা বিজেপিতে হোক। কিন্তু এখন নির্দেশ কোনও টিএমসিকে বিজেপিতে যোগদান করতে দেওয়া যাবে না।'

হাওড়ার মঙ্গলাহাটে জবরদখল ঘিরে উত্তেজনা, ফুটপাথ দখলমুক্ত করতে লাঠিচার্জ পুলিশের

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া, ১ জুন ঃ হাওড়ার অন্যতম বৃহৎ ও ঐতিহ্যবাহী বাজার মঙ্গলাহাটকে কেন্দ্র করে ফের উত্তেজনা ছড়াল সোমবার সকালে। দীর্ঘদিন ধরে ফুটপাথ ও রাস্তা দখল করে হাট বসানো নিয়ে যে বিতর্ক চলছিল, তারই পরিণতিতে এদিন কঠোর অবস্থান নেয় প্রশাসন। সরকারি নির্দেশিকা অনুযায়ী, কোনওভাবেই রাস্তা বা ফুটপাথে জবরদখল করে ব্যবসা করা যাবে না;এই নির্দেশ কার্যকর করতে সকাল থেকেই হাওড়া ময়দান ও আশপাশের এলাকায় বিশাল পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে শেষপর্যন্ত লাঠিচার্জের পথও বেছে নেয় পুলিশ। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, রবিবার থেকেই প্রশাসনের তরফে মাইকিং করে ব্যবসায়ীদের সতর্ক করা হয়েছিল যে নির্দিষ্ট জায়গা ছাড়া ফুটপাথ বা রাস্তার ওপর বসা যাবে না। এমনকি রবিবার দিনভর প্রচার চালিয়েও বহু ব্যবসায়ীকে নিরস্ত করা যায়নি। অভিযোগ, রাত নামতেই ফের বহু ব্যবসায়ী হাওড়া ময়দান চত্বর, বিপ্লবী হরেন ঘোষ সরণী এবং সংলগ্ন এলাকায় জড়ো হতে শুরু করেন। ভোর হতেই পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে, কারণ ব্যবসায়ীরা আগের মতোই রাস্তায় হাট বসানোর চেষ্টা করেন। এদিন সকাল থেকে হাওড়া ময়দান এলাকায় ব্যাপক পুলিশি উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। রাস্তায় নামতেই ব্যবসায়ীদের বাধা দেয় পুলিশ। একের পর এক জায়গায় জমায়েত করতে গেলেই শুরু হয় ধস্তাধস্তি। পরিস্থিতি দ্রুত নিয়ন্ত্রণের বাইরে যাওয়ার আশঙ্কায় পুলিশ লাঠি উঁচিয়ে ছত্রভঙ্গ করে দেয় জমায়েত। অভিযোগ, পুলিশের এই পদক্ষেপের সময় কিছুটা ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ার পরিস্থিতিও তৈরি হয়, যার ফলে এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। মঙ্গলাহাট মূলত সপ্তাহে একদিন বসার কথা থাকলেও গত কয়েক বছরে তা ধীরে ধীরে তিন দিন পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে বলে অভিযোগ স্থানীয় বাসিন্দাদের। রবিবার গভীর রাত থেকেই ব্যবসায়ীরা জায়গা দখল করে বসতে শুরু করেন এবং সোমবার দুপুর পর্যন্ত সেই হাট চলতে থাকে। মঙ্গলবারও একই পরিস্থিতি তৈরি হয় বলে অভিযোগ রয়েছে। এর ফলে হাওড়া শহরের গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা, যেমন জেলাশাসকের অফিস সংলগ্ন এলাকা, হাওড়া জেলা হাসপাতাল চত্বর, হাওড়া গার্লস কলেজের সামনে চার্চ রোড এবং বঙ্কিম সেতুর নিচের ফুটপাথ কার্যত অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। ফলে প্রতিদিনই তীব্র যানজট এবং জনভোগান্তির সৃষ্টি হচ্ছিল বলে অভিযোগ স্থানীয়দের। সাধারণ মানুষের একাংশের দাবি, রাজনৈতিক প্রভাবের কারণে এতদিন হাটের বিস্তার নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়নি, যার ফলে ফুটপাথ দখল কার্যত স্বাভাবিক হয়ে গিয়েছিল। অন্যদিকে, ব্যবসায়ীদের একাংশের বক্তব্য, বহু বছর ধরে তাঁরা এই হাটের উপর নির্ভর করে জীবিকা নির্বাহ করছেন। প্রশাসনের হঠাৎ কঠোর অবস্থানের ফলে তাঁদের রুজির উপর আঘাত আসছে বলে দাবি তাঁদের। তাঁরা অন্তত সপ্তাহে নির্দিষ্ট কয়েকদিন নির্দিষ্ট স্থানে বসার অনুমতি দাবি করেছেন। প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, শহরের গুরুত্বপূর্ণ এলাকা সম্পূর্ণভাবে জবরদখলমুক্ত করার সিদ্ধান্ত আগেই নেওয়া হয়েছিল এবং সেই সিদ্ধান্ত কার্যকর করতেই এই অভিযান। হাওড়া সিটি পুলিশের পক্ষ থেকে স্পষ্ট জানানো হয়েছে, ফুটপাথ বা রাস্তা দখল করে কোনওভাবেই হাট বসতে দেওয়া হবে না। নির্দিষ্ট জায়গায় এবং নির্দিষ্ট নিয়ম মেনেই ব্যবসা করতে হবে, অন্যথায় আরও কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। পুরো ঘটনায় হাওড়াজুড়ে নতুন করে উত্তেজনা তৈরি হলেও পরিস্থিতি আপাতত নিয়ন্ত্রণে রয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে।

বর্তমানে দলের প্রতি উচ্চ নেতৃত্বের কোনও কন্ট্রোল নেই, এই মুহূর্তে উচিত ছিল কর্মীদের পাশে দাঁড়ানো

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া, ১ জুন ঃ দলের সাংসদ, বিধায়ক থেকে শুরু করে জেলার নিচুতলার কর্মীরা আক্রান্ত হলেও দল তাঁদের পাশে নেই। দলের বিরুদ্ধে এবার এমনই বিস্ফোরক মন্তব্য রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী অরূপ রায়ের। তাঁর আরও অভিযোগ, গত শনিবার তাঁর বাড়িতে হামলা হলেও এখনও পর্যন্ত দলের পক্ষ থেকে কেউ তাঁকে ফোন করে খবর পর্যন্ত নেয়নি। মধ্য হাওড়ার বিধায়ক অরূপ রায়ের অভিযোগ, গত শনিবার তাঁর বাড়িতে 'হামলা' চালায় বিজেপি কর্মীরা। বাড়ির সামনের গোডাউন থেকে প্রচুর পরিমাণে সরকারি ত্রাণ সামগ্রী ত্রিপল, কম্বল, শাড়ি, ধুতি সহ নানা সামগ্রী উদ্ধার হয়। এই ঘটনার প্রেক্ষিতে বিজেপি কর্মীরা তাঁর বাড়ির সামনে চোর-চোর বলে স্লোগান দেন। কটূক্তি করেন। এই ঘটনার প্রেক্ষিতে অরূপ রায় জানিয়েছেন, জেলাশাসককে তিনি আগেই ত্রাণের জিনিসপত্র গোডাউন থেকে সরিয়ে নেওয়ার জন্য অনুরোধ জানিয়েছিলেন। আর প্রশাসন থেকে যখন ওই জিনিসপত্র সরানো হচ্ছিল তখনই বিজেপি কর্মীরা ম্যাটাডোর ঘিরে বিক্ষোভ দেখায় এবং ক্ষোভ উগরে দেয়। আর এই নিয়েই অরূপ রায় সোমবার তাঁর বাড়িতে এক সাংবাদিক সম্মেলন করেন। সেই সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি অভিযোগ করেন উদয়নারায়ণপুরের তৃণমূল বিধায়ক সমীর পাঁজার উপর হামলা হলো। সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর হামলা হলো। এমনকি জেলায় জেলায় কর্মীদের ওপর হামলা হচ্ছে। অথচ দল নীরব রয়েছে। দলের পক্ষ থেকে তাঁদের পাশে থাকা হচ্ছে না। এমনকি শনিবারের ঘটনার পর দল থেকে তাঁকে কেউ ফোন পর্যন্ত করেনি। অরূপ রায় বলেন, বর্তমানে দলের প্রতি উচ্চ নেতৃত্বের কোনও কন্ট্রোল নেই, তাই এমন ঘটে চলেছে। তিনি বলেন, এর আগেও আমরা অনেকবার হেরেছি। তখনও বুক ফুলিয়ে বিরোধী রাজনীতি করেছি। কিন্তু এমন পরিস্থিতি আগে কখনও হয়নি। এদিন নিজ বাসভবনে সাংবাদিক বৈঠক ডেকে অরূপ রায় বলেন, 'সমস্ত জেলাতেই পরিস্থিতি এখন ভয়াবহ। এর আগে আমরা অনেকবার হেরেছি। কখনও ৪০টা বা কখনও ৩০টা সিট পেয়েছি। কিন্তু এমন পরিস্থিতি আগে কখনও হয়নি। আমরা বুক ফুলিয়ে রাজনীতি করেছি। থানা ঘেরাও করেছি। মিছিল, মিটিং করেছি। এরকম ঘটনা ঘটেছে কারণ বর্তমানে দলের প্রতি উচ্চ নেতৃত্বের কোনও কন্ট্রোল নেই। দলীয় নেতৃত্বের এই মুহূর্তে উচিত ছিল কর্মীদের পাশে দাঁড়ানো, তাঁদের দেখা। জেলায় জেলায় এমএলএ, কর্মীরা মার খাচ্ছেন। উচিত ছিল সকলের পাশেই দলের দাঁড়ানো। সেটা কিন্তু দল সঠিকভাবে করেনি। উদয়নারায়ণপুরের বিধায়ক সমীর পাঁজা মার খেয়েছেন। বাড়িতে ঢুকতে পারেননি। রাজ্য নেতৃত্বের পক্ষ থেকে একজনও তাঁকে ফোন করেননি। আমাদের দলের ৮০ জন বিধায়ক রয়েছেন। অথচ কিছুদিন আগে পর্যন্ত আমরাই ক্ষমতায় ছিলাম। সুতরাং ক্ষোভ রয়েছে। তবে দল ছাড়ার কথা এখনও কিছু ভাবিনি। পরিস্থিতি তৈরি হলে তা জানাব। এখন দলের নেতৃত্ব যারা আছেন তাঁরাই চিন্তা করবেন দলকে কিভাবে চাঙ্গা করা যায়। দল এখন কি সিদ্ধান্ত নেয় সেটাই দেখার ব্যাপার আছে। দলের সিদ্ধান্ত নেওয়ার পরেই পরবর্তীকালে জেলা নেতৃত্ব চিন্তা করবে।' অন্যদিকে, তাঁর বিরুদ্ধে ত্রাণের সামগ্রী 'পাচার' নিয়ে বিজেপি মিথ্যে অপপ্রচার করেছে বলে অভিযোগ তুলে অরূপ রায় এদিনের সাংবাদিক বৈঠকে আরও বলেন, 'রাজ্যের সমস্ত বিধায়কদের কাছে পুজো এবং ঈদের সময় সরকারের পক্ষ থেকে ত্রাণ সামগ্রী আসে। আগে স্পোর্টস ডিপার্টমেন্ট থেকে ক্রীড়া সামগ্রীও আসত। ঈদের আগে ত্রাণ সামগ্রী এসেছে। বিভিন্ন সমস্যার কারণে যতটুকু দেওয়া গেছে তা দেওয়া হয়েছে। বাকি আমাদের কাছে ছিল। সেটা জেলাশাসকের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য উদ্যোগ নিই। সেইমতো গাড়ি লোড করে যাওয়ার সময় বিজেপির কয়েকজন এসে গাড়ি আটকায়। তারপর আরও লোকজন সেখানে আসেন। বিজেপির অভিযোগ ছিল সরকারি ত্রাণ মজুত করে তা নাকি পাচার করা হচ্ছে। কিন্তু আমার ১৫ বছরের মন্ত্রীত্বে আমি কোনও রং দেখিনি। যে সাহায্য চেয়েছেন তাঁকেই আমি সাহায্য করেছি। এমনকি আমার পকেট থেকে খরচ করে ল্যাপটপ, প্রায় ১০০ জনের মতো ছাত্র-ছাত্রীদের বই কিনে দেওয়া, কানের মেশিন, ট্রাই সাইকেল, হুইল চেয়ার, সাইকেল সহ বিভিন্ন জিনিস দিতাম। অসুখ করলে তাঁদের টাকা দিতাম। অসুস্থ হয়ে পড়লে হাসপাতালে ভর্তি করিয়ে দিতাম। সততার সঙ্গে আমি রাজনীতি করেছি। অনেক বেকার যুবক-যুবতীদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলাম। কিন্তু সম্পূর্ণ উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে বিজেপি কর্মীরা এই ধরনের অপপ্রচার চালায়। আমি ডিএম এর চিঠিও দেখিয়েছি। সমস্ত ত্রাণ সামগ্রী থানায় জমা আছে। সেগুলো জেলাশাসকের কাছে নিয়ে যাওয়া হবে। যখন স্পোর্টস ডিপার্টমেন্ট থেকে ক্রীড়া সামগ্রী দেওয়া হয়েছে তখন ক্লাবগুলোকে জানানো হয়েছে। যারা এসেছিল তাদেরকে হকিস্টিক, উইকেট, ক্রিকেট ব্যাট, ভলিবল দেওয়া হয়েছে। মধ্য হাওড়ায় কাউকে মারা হয়েছে ইতিহাসে তা নেই। ২০১১ সালে আমরা যখন প্রথম ক্ষমতায় এলাম তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন মিছিল যেন না হয়। রবীন্দ্র সংগীত বাজিয়ে আনন্দ করা হয়েছিল। সেই সময় কাউকে কটূ কথা বলা হয়নি, টিটকিরিও দেওয়া হয়নি। কিন্তু এখন যারা ক্ষমতায় এসে এই ধরনের কাজ করছে তাদের ধিক্কার জানাই। রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে তারা আমাকে ম্যালাইন করার জন্য এই কাজ করেছে। যতদিন রাজনীতি করছি সততার সঙ্গেই রাজনীতি করছি। কাজ যারা করেছে তারা অন্যায় করেছে। আমার বাড়ির দরজায় লাথি মেরেছে। কটূক্তি করেছে। নোংরা ভাষায় গালিগালাজ করেছে। আমরাও এফআইআর করছি। যারা দরজায়, শার্টারে, গ্যারেজে লাথি মেরেছে তাঁদের বিরুদ্ধে এফআইআর হবে। এদের মধ্যে কিছু লোক পরিচিত। এদের ফেসবুক লাইভ রয়েছে। তারা আমার বাড়ির সিসিটিভি পর্যন্ত ভেঙে দিয়েছে।'

চারতলা থেকে পড়ে আশঙ্কাজনক কৃষি বিপণন বিভাগের যুগ্মসচিব

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১ জুন ঃ কলকাতার খাদ্যভবনে সোমবার সকালে ঘটে গেল এক চাঞ্চল্যকর ও উদ্বেগজনক ঘটনা। ভবনের চারতলা থেকে নিচে পড়ে গুরুতর জখম হয়েছেন কৃষি বিপণন বিভাগের যুগ্মসচিব ইন্দ্রজিৎ ভট্টাচার্য। ঘটনার পর থেকেই প্রশাসনিক মহলে তীব্র উদ্বেগের সৃষ্টি হয়েছে। বর্তমানে তাঁকে এসএসকেএম হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে এবং চিকিৎসকরা জানিয়েছেন তাঁর অবস্থা আশঙ্কাজনক। জানা গিয়েছে, সোমবার সকাল প্রায় ১০টা নাগাদ খাদ্যভবনে প্রতিদিনের মতো কর্মব্যস্ততা শুরু হয়েছিল। সেই সময় হঠাৎ করেই ভবনের ভেতরে কিছু পড়ে যাওয়ার প্রবল শব্দ শুনতে পান কর্মীরা। শব্দ শুনে অনেকে ঘটনাস্থলে ছুটে যান। সেখানে গিয়ে দেখা যায়, ইন্দ্রজিৎ ভট্টাচার্য সিঁড়ির পাশের অংশে রাখা আসবাবপত্রের উপর রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছেন। মুহূর্তের মধ্যেই গোটা ভবনে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, ঘটনাটি এতটাই আকস্মিক ছিল যে প্রথমে কেউই বুঝে উঠতে পারেননি ঠিক কী ঘটেছে। আহত আধিকারিককে দ্রুত উদ্ধার করে খাদ্যভবনের কর্মীরাই এসএসকেএম হাসপাতালে নিয়ে যান। হাসপাতাল সূত্রে খবর, তাঁকে ট্রমা কেয়ার ইউনিটে ভর্তি করা হয়েছে এবং বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের তত্ত্বাবধানে চিকিৎসা চলছে। তবে কীভাবে এই দুর্ঘটনা ঘটল, তা এখনও স্পষ্ট নয়। চারতলা থেকে তিনি দুর্ঘটনাবশত পড়ে গিয়েছেন, নাকি এর পিছনে অন্য কোনও কারণ রয়েছে, তা নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে। ঘটনার খবর পেয়েই খাদ্যভবনে পৌঁছয় নিউ মার্কেট থানার পুলিশ। তদন্তকারীরা ইতিমধ্যেই ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন এবং ভবনের সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা শুরু হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ঘটনার সমস্ত দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত কোনও সম্ভাবনাকেই উড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে না। এদিকে, ইন্দ্রজিৎ ভট্টাচার্যের শারীরিক অবস্থার দিকে নজর রেখে উদ্বেগে রয়েছেন সহকর্মী ও প্রশাসনিক মহলের সদস্যরা।

অন্নপূর্ণার ফর্মপূরণে তৃণমূল কাউন্সিলরের সক্রিয় উদ্যোগ

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১ জুন ঃ রাজ্যের নতুন সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প 'অন্নপূর্ণা যোজনা'কে ঘিরে ইতিমধ্যেই সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যাপক আগ্রহ তৈরি হয়েছে। সেই আবহেই সোমবার ভবানীপুরের ৭০ নম্বর ওয়ার্ডে অন্নপূর্ণা যোজনার ফর্মপূরণ শিবিরকে কেন্দ্র করে বিশেষ নজর কাড়লেন এলাকার কাউন্সিলর অসীম বসু। রাজ্যের প্রভাবশালী রাজনৈতিক মহলে তিনি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠ হিসেবেই পরিচিত। দীর্ঘদিন ধরেই ভবানীপুরের রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ মুখ হিসেবে পরিচিত এই কাউন্সিলরের তত্ত্বাবধানে এদিন জোরকদমে চলে ফর্মপূরণের কাজ। সোমবার সকাল থেকেই কাউন্সিলরের কার্যালয়ে ভিড় জমাতে শুরু করেন এলাকার বহু মহিলা। অন্নপূর্ণা যোজনার সুবিধা পাওয়ার আশায় তাঁরা প্রয়োজনীয় নথিপত্র নিয়ে হাজির হন। শিবিরে ফর্ম সংগ্রহ, পূরণ এবং জমা দেওয়ার প্রক্রিয়ায় সাহায্য করা হয় আবেদনকারীদের। ফলে সাধারণ মানুষের মধ্যে যথেষ্ট সাড়া লক্ষ্য করা যায়। উল্লেখ্য, পূর্ববর্তী সরকারের আমলে চালু হওয়া লদীর ভাণ্ডার প্রকল্পের মাধ্যমে রাজ্যের লক্ষ লক্ষ মহিলা আর্থিক সহায়তা পেতেন। সেই প্রকল্পের জনপ্রিয়তার পর এবার অন্নপূর্ণা যোজনাকে ঘিরেও নতুন করে আগ্রহ তৈরি হয়েছে। নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী মহিলাদের আর্থিক সহায়তা পৌঁছে দিতে প্রশাসনের পক্ষ থেকে ইতিমধ্যেই প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। গত শুক্রবার থেকে অফ লাইনে ফর্মপূরণ শুরু হওয়ার পর সোমবার থেকে অনলাইনেও ফর্ম ডাউনলোডের সুযোগ চালু হয়েছে। বিভিন্ন জেলায় ইতিমধ্যেই বহু আবেদন জমা পড়েছে বলে জানা গিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে একজন তৃণমূল কাউন্সিলরের উদ্যোগে অন্নপূর্ণা যোজনার ফর্মপূরণ শিবির আয়োজনকে ঘিরে রাজনৈতিক মহলে নানা প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। যদিও সেই বিতর্ককে বিশেষ গুরুত্ব দিতে নারাজ অসীম বসু। তাঁর বক্তব্য, মানুষের কাছে সরকারি প্রকল্পের সুবিধা পৌঁছে দেওয়া জনপ্রতিনিধি হিসেবে তাঁর দায়িত্ব। পৌরসভার মাধ্যমে ফর্ম মানুষের হাতে তুলে দেওয়া এবং আবেদন প্রক্রিয়ায় সহযোগিতা করাই তাঁর মূল উদ্দেশ্য। অসীম বসু জানান, তফর্ম পৌরসভার মাধ্যমে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। বৃহত্তর পরিবারের কাছে পৌঁছে দেওয়া আমার দায়িত্ব। আমার মনে হয়েছে মানুষের জন্য সরকার যে কাজটি করছে। সেটি সকলের কাছে পৌঁছে দেওয়া দায়িত্ব।দ একজন তৃণমূল কাউন্সিলর হয়ে অন্নপূর্ণা যোজনার ফর্মপূরণ করানোর উদ্যোগ নিয়ে স্বাভাবিকভাবে নানা মহলে প্রশ্ন উঠছে। যদিও তৃণমূল কাউন্সিলর এসব নিয়ে মাথা ঘামাতে নারাজ। তাঁর কথায়, 'জনসাধারণের হয়ে কাজ করতে গিয়ে কে কী বলল তাতে কিছু যায় আসে না।' এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক মহলে আলোচনা শুরু হলেও সাধারণ মানুষের একাংশের মতে, সরকারি প্রকল্পের সুবিধা দ্রুত ও সহজে মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে এমন উদ্যোগ ইতিবাচক ভূমিকা পালন করতে পারে।

বিশ্ব পরিবেশ দিবসকে সামনে রেখে বৃক্ষ রোপন কর্মসূচি পালন করলো আসাম বঙ্গীয় সারস্বত মঠ

দুরন্তবার্তা, উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়নগর, ১ জুন ঃ পরিবেশ দিবসকে সামনে রেখে ইটভাটায় গাছ বসাতে এগিয়ে এলেন আসাম বঙ্গীয় সারস্বত মঠ। গরীব মানুষের পাশে থেকে দীর্ঘ দিন কাজ করে চলেছে আসাম বঙ্গীয় সারস্বত মঠ। উওর ২৪ পরগনার হালিশহরের এই মঠের উদ্যোগে দক্ষিন ২৪ পরগনা, কলকাতা, উওর ২৪ পরগনার বিভিন্ন প্রান্তে জনসেবা মূলক একাধিক কাজ চলেছে। সোমবার বিকালে এই মঠের ভক্ত স্বাগতা মুখার্জির উদ্যোগে মুলদিয়ার একটি ইটভাটাতে বিশ্ব পরিবেশ দিবসকে সামনে রেখে ৫০টি বৃক্ষ রোপন করা হলো। এদিন মেহগনি ও সোনাঝুরি গাছের চারা ইটভাটার জমিতে বসানো হলো। এই ইটভাটায় কিছুদিন আগে কর্মরত শ্রমিকদের হাতে খাদ্য ও পানীয় জলের বোতল তুলে দেওয়া হয়েছিল। এদিনের এই বৃক্ষরোপন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আসাম বঙ্গীয় সারস্বত মঠের ভক্ত স্বাগতা মুখাজী, সমাজসেবী তরুন হালদার সহ আরো অনেকে। এদিন এ ব্যাপারে আসাম বঙ্গীয় সারস্বত মঠের ভক্ত স্বাগতা মুখার্জি বলেন, মঠের উদ্যোগে সারা বছর এই ধরনের কাজ করা হয়। আর আমি এই ইট ভাঁটায় কিছুদিন আগে ও এসেছিলাম। আজ আবার এলাম। এবার বৃক্ষ রোপন করতে। ইটভাটায় পরিবেশ দূষণ হয়। তাই পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখতে একটি গাছ একটি প্রাণকে সামনে রেখে এখানে কিছু বৃক্ষ রোপনে অংশ নিলাম। সুস্থ জীবন ও দূষণহীন পৃথিবীতে সবাই এগিয়ে আসুক বৃক্ষ রোপনের মতন সামাজিক কাজে। আর আমি সারাজীবন এই ধরনের কাজ করে যেতে চাই।

সরানো হল ৭০ ফুটের মেসি মূর্তি, নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগের জেরে প্রশাসনের সিদ্ধান্ত

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১ জুন ঃ অবশেষে লেকটাউনের বহুচর্চিত ৭০ ফুট উঁচু লিয়োনেল মেসির মূর্তি সরিয়ে ফেলল পূর্ত দফতর। দীর্ঘদিন ধরে শহরের অন্যতম আকর্ষণ হিসেবে পরিচিত এই বিশালাকৃতির মূর্তিকে ঘিরে সাম্প্রতিক সময়ে নিরাপত্তা সংক্রান্ত উদ্বেগ তৈরি হয়েছিল। ঝড়-বৃষ্টির পর মূর্তির স্থায়িত্ব নিয়ে প্রশ্ন ওঠার জেরে প্রশাসন দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করে। সোমবার দুপুরে বিশেষ প্রযুক্তির সাহায্যে মূর্তিটিকে পাটাতন থেকে নামিয়ে ট্রাকে তোলা হয়। আপাতত পূর্ত দফতরের তত্ত্বাবধানে রাখা হবে এই মূর্তি। তবে ভবিষ্যতে কোথায় সেটি স্থাপন করা হবে, সে বিষয়ে এখনও কোনও আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করা হয়নি। পূর্ত দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, মূর্তিটি সরানোর জন্য আগে থেকেই বিশেষ প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছিল। বিশাল আকারের এই কাঠামো নামানোর কাজে ব্যবহার করা হয় হাইড্রলিক ক্রেন। প্রথমে মূর্তিটিকে যে লোহার কাঠামোর উপর স্থাপন করা হয়েছিল, সেখান থেকে সতর্কতার সঙ্গে আলাদা করা হয়। পরে ধাপে ধাপে রাস্তায় নামিয়ে একটি বিশেষ ট্রাকে তোলা হয়। গোটা প্রক্রিয়ার সময় মূর্তির কোনও অংশ যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, সে বিষয়ে বিশেষ নজর রাখা হয়েছিল। সংশ্লিষ্ট আধিকারিকরা জানান, কাজটি অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে সম্পন্ন হয়েছে এবং সরানোর সময় কোনও রকম জটিলতা তৈরি হয়নি। কয়েক দিন আগেই স্থানীয় বাসিন্দারা লক্ষ্য করেন, ঝড়ো হাওয়ার সময় মূর্তিটি অস্বাভাবিকভাবে দুলছে। বিষয়টি নজরে আসতেই তাঁরা লেকটাউন থানায় খবর দেন। পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে এবং পূর্ত দফতরকে বিষয়টি জানায়। এরপর পূর্ত দফতরের আধিকারিক ও প্রযুক্তিগত বিশেষজ্ঞরা মূর্তির কাঠামো পরীক্ষা করেন। প্রাথমিক পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, মূর্তির ভিত্তির সঙ্গে যুক্ত গুরুত্বপূর্ণ বোল্টের কিছু অংশে সমস্যা দেখা দিয়েছে। এর ফলে ভবিষ্যতে বড় ধরনের দুর্ঘটনার আশঙ্কা তৈরি হতে পারে বলে মনে করা হয়। পরিস্থিতির গুরুত্ব বিবেচনা করে সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার এবং প্রকৌশলীরা প্রশাসনকে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার পরামর্শ দেন। তাঁদের মতে, মূর্তিটি যদি একই অবস্থায় রাখা হত, তবে প্রবল ঝড় বা প্রতিকূল আবহাওয়ায় তা বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারত। সেই কারণেই জননিরাপত্তার স্বার্থে মূর্তিটি সরিয়ে নেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। ভিআইপি রোড সংলগ্ন ভূগর্ভস্থ পথের উপরের অংশে স্থাপন করা হয়েছিল এই বিশাল মূর্তি। গত বছরের ডিসেম্বর মাসে লিয়োনেল মেসির কলকাতা সফরকে স্মরণীয় করে রাখতে এর উদ্বোধন করা হয়েছিল। সেই সময় আন্তর্জাতিক ফুটবল তারকা নিজেই উপস্থিত থেকে রিমোটের বোতাম টিপে মূর্তির আনুষ্ঠানিক উন্মোচন করেছিলেন। ফলে মূর্তিটি শুধু একটি স্থাপত্য নয়, বরং ফুটবলপ্রেমীদের আবেগের প্রতীক হিসেবেও পরিচিতি পেয়েছিল। তবে শুরু থেকেই এই মূর্তিকে ঘিরে নানা বিতর্ক ছিল। সরকারি জমিতে মূর্তি স্থাপনের বৈধতা নিয়ে আদালতে প্রশ্ন উঠেছিল। বিষয়টি নিয়ে উচ্চ আদালতে মামলাও দায়ের হয়েছিল। সেই বিতর্কের রেশ কাটতে না কাটতেই এবার নিরাপত্তাজনিত কারণে মূর্তিটি সরিয়ে নেওয়া হল।

মেসি সফর বিতর্কে আইনি চাপ বাড়ছে, আগাম জামিনের আবেদন প্রাক্তন মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১ জুন ঃ উত্তর ২৪ পরগণা আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপজয়ী ফুটবল তারকা লিয়োনেল মেসির কলকাতা সফরকে ঘিরে তৈরি হওয়া বিতর্ক নতুন মোড় নিল। যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে আয়োজিত সেই বহুচর্চিত অনুষ্ঠানে ব্যাপক বিশৃঙ্খলা এবং অনিয়মের অভিযোগে ইতিমধ্যেই একাধিক ব্যক্তি তদন্তের আওতায় এসেছেন। সেই ঘটনার জেরেই এবার আগাম জামিনের আবেদন জানিয়ে আদালতের দ্বারস্থ হলেন রাজ্যের প্রাক্তন ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। সোমবার বারাসত আদালতে তাঁর পক্ষ থেকে আগাম জামিনের আবেদন জমা দেওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। এই পদক্ষেপ ঘিরে রাজনৈতিক এবং প্রশাসনিক মহলে নতুন করে জল্পনা শুরু হয়েছে। কয়েক মাস আগে কলকাতায় মেসির সফরকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উৎসাহ দেখা গিয়েছিল ফুটবলপ্রেমীদের মধ্যে। বিশ্বের অন্যতম জনপ্রিয় ফুটবল তারকাকে এক নজর দেখার আশায় হাজার হাজার মানুষ টিকিট কেটে যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে হাজির হয়েছিলেন। কিন্তু অনুষ্ঠান চলাকালীন চরম বিশৃঙ্খলা, অতিরিক্ত ভিড় এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থার ব্যর্থতার অভিযোগে সেই আয়োজন শেষ পর্যন্ত বিতর্কে জড়িয়ে পড়ে। বহু দর্শকের অভিযোগ ছিল, মোটা অঙ্কের টাকা খরচ করেও তাঁরা মেসিকে ঠিকমতো দেখতে পাননি। পরিস্থিতি এতটাই নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গিয়েছিল যে নিরাপত্তার স্বার্থে মেসি এবং তাঁর সফরসঙ্গীদের দ্রুত মাঠ ছাড়তে হয়েছিল। এই ঘটনার তদন্ত চলাকালীন মেসির সফরের অন্যতম আয়োজক শতদ্রু দত্তকে গ্রেফতার করেছিল পুলিশ। পরে তিনি জামিনে মুক্তি পান। জামিনে মুক্ত হওয়ার পর শতদ্রু একাধিক বিস্ফোরক অভিযোগ সামনে আনেন। তাঁর দাবি, অনুষ্ঠান পরিচালনার ক্ষেত্রে বিভিন্ন স্তরে চাপ এবং হস্তক্ষেপের কারণে পরিস্থিতি জটিল হয়ে উঠেছিল। সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই তিনি প্রাক্তন মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস-সহ কয়েক জনের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগ পাওয়ার পর বিধাননগর দক্ষিণ থানার পুলিশ গত শনিবার একটি এফআইআর রুজু করে। সূত্রের খবর, অরূপ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে একাধিক গুরুতর ধারায় মামলা দায়ের হয়েছে। অভিযোগের মধ্যে রয়েছে, অভিন্ন উদ্দেশ্য ৩(৫), তোলাবাজি ৩০৮(২), প্রতারণা ৩১৮(৪), অপরাধমূলক ভীতি প্রদর্শন ৩৫১(২) এবং অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র ৬১(২)। তদন্তকারী সংস্থা এখন অভিযোগগুলির সত্যতা যাচাই করে দেখছে। এফআইআর রুজুর খবর সমাজমাধ্যমে জানিয়েছিলেন শতদ্রু নিজেই। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী, ক্রীড়ামন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক এবং রাজ্য পুলিশের ডিজি সিদ্ধনাথ গুপ্তকে তিনি ধন্যবাদও জানিয়েছিলেন। শতদ্রুর অভিযোগ অনুযায়ী, অনুষ্ঠান উপলক্ষে বিপুল সংখ্যক 'কমপ্লিমেন্টারি' টিকিট চাওয়া হয়েছিল। তাঁর দাবি, হাজার হাজার টিকিট বিশেষ মহলের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয় এবং সেই টিকিটের একটি অংশ পরে বেআইনিভাবে বিক্রি করা হয়েছিল। আরও অভিযোগ, টিকিট সংক্রান্ত দাবি পূরণ না করলে অনুষ্ঠান বাতিল করে দেওয়ার হুমকিও দেওয়া হয়েছিল। যদিও এই অভিযোগগুলির বিষয়ে অভিযুক্তদের পক্ষ থেকে এখনও কোনও বিস্তারিত প্রতিক্রিয়া সামনে আসেনি। যুবভারতীর সেই অনুষ্ঠানে দর্শক সংখ্যা প্রত্যাশার তুলনায় অনেক বেশি হয়ে যাওয়ায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব হয়নি বলে অভিযোগ উঠেছিল।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩১ বর্ষ, দৈনিক ১৮১ সংখ্যা, মঙ্গলবার , ১৮ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩৩

বিপ্লবী বাজি রাউত

মাত্র ১২ বছর বয়সে বাজি রাউত যে বীরত্ব প্রদর্শন করেছিলেন ব্রিটিশ ও গোড়া সৈনিকদের সামনে তার তুলনা সত্যিই হয় না। আজও তার সাহসিকতার গল্প শুনলে গা শিউরে উঠে। একটি ছোট্ট কিশোর ছেলে যখন ব্রিটিশদের পথ রুখে দাঁড়িয়েছে তখন দেশের তরুণ যুবকদের মনে কেন স্বাধীনতার স্ফুলিঙ্গ জেগে উঠবে না। ছেলেটি প্রতিদিন ব্রাহ্মণী নদী নৌকা বয়ে এপার ওপার করতেন, সেই নৌকাই ছিল তাদের সংসারের রোজগারের পথ। এই বাজি রাউত ওড়িশার ঢেঙ্কানল জেলার প্রত্যন্ত গ্রাম ভুবনে জন্মগ্রহন করেন এক দরিদ্র পরিবারে ৫ই অক্টোবর ১৯২৬ সালে। তার পিতার নাম ছিল হরি রাউত। হরি রাউত ছিলেন পেশায় নাবিক। ছেলে এত দুষ্টু ও একগুয়ে জেদি ছিল যে, বাবার সঙ্গেই সারাদিন কেটে যায় ব্রাহ্মণী নদীতে। একগুয়ে জেদির কারণে ছেলেকে কাছ ছাড়া করতেন না বাবা। সেই দরিদ্র সংসারে নেমে এল আরো এক বিশাল অন্ধকার। হঠাৎ করেই মৃত্যু হল বাজির পিতা নীলকণ্ঠ পুরের মাঝি হরি রাউতের। তারপর থেকেই পিতার সেই হাতের কাজ ধরলেন বাজি, সারাদিন ব্রাহ্মণী নদী পারাপার করতেন নৌকা নিয়ে। আর এদিকে বাজির মা দিনভর পড়শির বাড়িতে ঢেঁকি পারতেন। বাজিই ছিল ভাই বোনদের মধ্যে সবচেয়ে কনিষ্ঠ। কিন্তু সংসারের কান্ডারী হলেন বাজিই। ওই সময় ঢেঙ্কানলের রাজা ছিলেন শঙ্করপ্রতাপ সিংহদেব। গরীব জনতার ওপর শোষন করে রোজগারের জন্য বিখ্যাত ছিলেন। তখন ওড়িশায় রাজা ও ইংরেজদের বিরুদ্ধে জনতার আক্রোশ বাড়তেই চলেছে। এগিয়ে এলেন ঢেঙ্কানলের প্রতিবাদী বৈষ্ণবচরণ পট্টনায়ক ও হরমোহন পট্টনায়কের মতো বিপ্লবী। তারা শুরু করলেন প্রজামন্দল নামে একটি সংগঠন। প্রজামন্দল থেকেই শুরু করলেন তারা বানর সেনা। এই বানর সেনায় নেওয়া হয়েছিল ১০-১৫ বছরের বালকদের, তাদের কাজ ছিল ব্রিটিশদের গোপন তথ্য সংগ্রহ করা। তারপর এই বানর সেনায় যোগ দেন বাজি। আসেপাশের রাজা ও ব্রিটিশরা মিলে রাজা শঙ্করপ্রতাপ সিংহদেবকে সাহায্যের হাত বাড়ায়। এদিকে যতই আন্দোলন বাড়ছে, ততই বেশি পাল্লা দিয়ে চলছে ব্রিটিশরা। চলছে গ্রামবাসীদের ওপর অকথ্য অত্যাচার। যারা কর দিতে পারছেনা, তাদের ঘর-বাড়ি হাতির পায়ের তোলা দিয়ে গুড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। কলকাতা থেকে পাঠানো হল ২৫০ জন বন্দুকধারী সেনা। ভুবন গ্রামে চলছে তল্লাশি হরমোহন পট্টনায়কের সন্ধানে। ঘরে-ঘরে তল্লাশি চালায় ব্রিটিশ বাহিনী, চলছে অত্যাচার, জেরা করা হচ্ছে গ্রামবাসীদের। পুলিশ খবর পেয়েছে হরমোহন পট্টনায়ক ভুবন গ্রামেই লুকিয়ে আছেন। দিনটি ছিল ১০ই অক্টোবর ১৯৩৮ সাল। সেই দিন রাতে বানর সেনার হয়ে বাজি রাউত নৌকা নিয়ে বের হন। তাদের দলের প্রতিদিন রাতে একজন করে নৌকা নিয়ে বের হতেন। সেই দিন ছিলেন বাজি রাউত কেটে গেল প্রায় রাত, পুলিশ এসে এলেন নীলকণ্ঠ ঘাটে, এসে পার হয়ে ঢেঙ্কানলের যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। কারণ ঢেঙ্কানলে রয়েছেন বিপ্লবীরা। রাত্রি বেলা ব্রিটিশ পুলিস বাহিনী নীলকণ্ঠ ঘাটের দিকে যাত্রা করেন ব্রাহ্মণী নদী পার হয়ে ঢেঙ্কানলের দিকে যেতে হবে। পুলিস বাজির কাছে আসলো, পাশেই নৌকো ছিল। এক ব্রিটিশ পুলিস বলল ওই নৌকো দিয়ে আমাদের ওপারে পার করিয়ে দাও। বাজি চুপচাপ কিছু বলল না, যেন কিছু শুনতেই পাননি। কথা না শোনায় পুলিশ গুলি করে।

পরিচালক ঋতুপর্ণ ঘোষ

ঋতুপর্ণ ঘোষ এর কর্মজীবন শুরু হয় বিজ্ঞাপনী দুনিয়ায়। ১৯৯২ সালে তাঁর পরিচালনায় প্রথম ছবি হিরের আংটি মুক্তি পায়। ছবিটি তৈরি হয়েছিল শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের একটি উপন্যাস অবলম্বনে। ১৯৯৪ সালে তাঁর দ্বিতীয় ছবি উনিশে এপ্রিল মুক্তি পায়। এই ছবিতে এক মা ও তাঁর মেয়ের পারস্পরিক সম্পর্কের কাহিনি। ছবিটি সমালোচকদের প্রশংসা কুড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে বাণিজ্যিকভাবেও সফল হয়। ১৯৯৫ সালে এই ছবি শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র হিসেবে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারও পায়। ১৯৯৭ সালে দহন মুক্তি পায়। ১৯৯৮ সালে এই ছবি শ্রেষ্ঠ চিত্রনাট্য বিভাগে জাতীয় পুরস্কার পায় এবং এই ছবির দুই অভিনেত্রী একসঙ্গে শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী বিভাগে জাতীয় পুরস্কার পান। ১৯৯৯ সালে মুক্তি পাওয়া অসুখ ছবিতে এক অভিনেত্রী ও তাঁর আয়ের উপর অনিচ্ছুকভাবে নির্ভরশীল বাবার সম্পর্ক দেখানো হয়। এটি শ্রেষ্ঠ বাংলা ছবি বিভাগে জাতীয় পুরস্কার পায়। ২০০০ সালে মুক্তি পায় বাড়িওয়ালি। এই ছবিতে এক নিঃসঙ্গ বিধবা নিজের বাড়িটি এক ফিল্ম প্রোডাকশনকে ভাড়া দেন। এই ছবির জন্য কিরণ খের শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী বিভাগে জাতীয় পুরস্কার পান। ২০০০ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত উৎসব শ্রেষ্ঠ পরিচালনা বিভাগে জাতীয় পুরস্কার পায়। এই ছবির বিষয়বস্তু এক একান্নবর্তী পরিবারের ভাঙন। ২০০২ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত ছবি তিতলি-র গল্প এক অভিনেত্রীর মেয়েকে কেন্দ্র করে। মেয়েটির প্রিয় ফিল্মস্টারের সঙ্গে এক সময় তার মায়ের প্রণয় সম্পর্ক ছিল। ২০০৩ সালে আগাথা ক্রিস্টির দ্য মিরর ক্র্যাকড ফ্রম সাইড টু সাইড অবলম্বনে ঋতুপর্ণ তৈরি করেন একটি রহস্য ছবি শুভ মহরত। ২০০৩ সালেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপন্যাস অবলম্বনে ঋতুপর্ণ তৈরি করেন চোখের বালি। ২০০৪ সালে ঋতুপর্ণের প্রথম হিন্দি ছবি রেনকোট মুক্তি পায়। এই ছবিটি ও. হেনরির ছোটোগল্প দ্য গিফট অফ দ্য ম্যাজাই (১৯০৬) অবলম্বনে নির্মিত। এই ছবির শ্যুটিং শেষ হয়েছিল ১৭ দিনে। ছবিটি শ্রেষ্ঠ হিন্দি ছবি বিভাগে জাতীয় পুরস্কার পায়। ২০০৫ সালে তাঁর বাংলা ছবি অন্তরমহল মুক্তি পায়। এটি ব্রিটিশ আমলের এক জমিদার পরিবারের গল্প। ২০০৭ সালে দ্য লাস্ট লিয়ার মুক্তি পায়। এটি একটি প্রাক্তন শেক্সপিয়ারিয়ান থিয়েটার অভিনেতার জীবনের গল্প। ২০০৮ সালে মুক্তি পায় খেলা।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর

শ্রীশ্রী ঠাকুর অনুকূল বললেন,তন্ত্র সাধনা করে মা কালীকে জাগ্রত করতে হবে। তার কাছ থেকে শক্তি প্রার্থনা করতে হবে। তবেই তিনি মাতৃশক্তি দিয়ে থাকেন। সাধনা না করলে শক্তি পাওয়া যায় না। সত্যকে জানার চেষ্টা করতে হবে। সত্যকে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করবি। তাহলে সুস্থ সমাজ জীবন প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে। জীবনের সত্যকে গ্রহণ করার মধ্যে অকৃত্রিম আনন্দ থাকে। যে সারা জীবন ধরে সত্যকে অবলম্বন করে চলে তার কোনওদিন কোথাও বিপদ হয় না। তিনি সব সময়ে বিজয়ের মুকুট পরে থাকেন। জীবন সত্যকে প্রকাশ করতে হবে।

ভগিনী নিবেদিতা

ভগিনী নিবেদিতা বলতেন, মা তাঁর শক্তি দিয়ে সন্তানদের জীবনকে সার্থক করে তোলার চেষ্টা করেন। আসলে মায়ের শক্তিই হচ্ছে পরম শক্তি। এই শক্তির কোনও ক্ষয় নেই। এই শক্তি হচ্ছে সর্বজয়ী। যে কোনও স্থানে এই শক্তিকে প্রয়োগ করা সম্ভব হবে। মায়ের শক্তির ওপরে নির্ভর করে জাগতিক নিয়ম কানুন চলে। বেদ বেদান্ত নির্ভর করে রয়েছে মাতৃশক্তি বন্দনায়। মাতৃশক্তির স্বরূপকে বুঝতে হবে এবং মনে ধারন করতে হবে। নিষ্ঠাবান হতে হবে। জ্ঞানের প্রভাব বৃদ্ধি করতে হবে। শক্তির প্রভাব বৃদ্ধি করতে হবে। প্রকৃত শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। পারদর্শিতা অর্জন করতে হবে। কোনও একটি বিশেষ বিষয়ের মধ্যে থাকা একেবারে চলবে না। সব বিষয়ে পারদর্শিতা অর্জন করতে হবে। যিনি তা হতে পারবেন তিনি নিষ্ঠাবান শিক্ষায় শিক্ষিত হবেন। মনের শক্তি দিয়ে লাভ করতে হবে। সামাজিক শক্তিকে সবল করতে হবে। পারিবারিক শক্তির বিকাশ ঘটাতে হবে। মাতৃশক্তির পূর্ণ বিকাশ এই সময়ে দেখতে পাওয়া সম্ভব হয়েছে।

কূটনৈতিক কৌশলে বলি ভারতের স্বাধীনতা

রবীন্দ্রকুমার শীল

১৯৪৭ সাল। ভারতের সবচেয়ে সঙ্কটময় কাল বলা যেতে পারে। এই সালেই স্বাধীনতাকামী ভারতবাসীর ওপরে নেমে এসেছিল রক্তাক্ত কুঠার। ক্ষতবিক্ষত হয়েছিল প্রতিটি ভারতবাসীর দেহ। তার হাত থেকে কেউ বলতে গেলে রেহাই পায়নি। কিন্তু সুবিধাবাদী রাজনৈতিক নেতারা তাদের স্বার্থকে অক্ষুন্ন রাখতে সারা ভারত জুড়ে তৈরি করা হয়েছিল একটি ভয়ঙ্কর রকমের

রাজনৈতিক অস্থিরতা। তাতে বলিপ্রদত্ত হয় সমগ্র ভারতবাসী। আসলে ধর্মনিরপেক্ষ ভারতবাসীর ওপরে এসে পড়েছিল সঙ্কীর্ণ ধর্মীয় তলোয়ার তাতে দ্বিখণ্ডিত হয়ে যায় পাঞ্জাব এবং বাংলা। তার কুফল আজও আমরা বহন করে চলেছি। এখন আবার নতুন করে সেই সঙ্কীর্ণ ধর্মীয় আঘাত দেওয়ার মানসিক প্রস্তুতি গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছে বেশ কিছু স্বার্থান্বেষী রাজনৈতিক দালালরা। তারা আবার নতুন করে পরিকল্পনা তৈরি করতে শুরু করে দিয়েছে। সুতরাং সবাইকে সতর্ক হয়ে থাকতে হবে যেন আবার নতুন করে ভারতের ওপরে কোনও রকম খণ্ডিত আঘাত এসে আহত না করে। ১৯৪৭ সাল ভারতের স্বাধীনতা লাভের বছর। কিন্তু কোন স্বাধীন ভারত ভারতের জনগণের হাতে এসে উপস্থিত হল তা নিয়ে আজও বিতর্ক দানা বেঁধে রয়েছে। কেন ভারতকে খণ্ডিত করে স্বাধীনতা দেওয়া হল তার পিছনে কী রহস্য রয়েছে তাও আজ সকলের কাছে অজানা রয়ে গিয়েছে। অখণ্ড স্বাধীন ভারতকে স্বাধীনতা দিতে কোথায় ব্রিটিশ সরকারের বাধা ছিল তার রহস্য ভেদ করা এখনও সম্ভব হয়নি। দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধ শেষ হয়েছে। জাপান ও জার্মান শক্তি পরাজিত। মিত্র শক্তি আমেরিকা, রাশিয়া এবং ব্রিটেন এই ত্রিশক্তি বিশ্বের তখন অধিশ্বর। তারা তখন যা ভাবছে তাকে বাস্তবে রূপ দিতে তৈরি। সেই যূপকাষ্ঠে বলি দেওয়া হল অখণ্ড স্বাধীন ভারতের চিন্তাকে। যেসব স্বাধীনতা সংগ্রামী এবং বিপ্লবীরা রক্ত দিয়ে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করেছিল তা বিফলে চলে গেল ব্রিটিশ কূটনৈতিক চালে। ভারতকে ভাগ করে স্বাধীনতা দেওয়ার সিদ্ধান্ত অগ্রাধিকার পেল। এর জন্য ব্রিটিশ ও আমেরিকার কূটকৌশল বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিল। দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধ শেষ হতেই ব্রিটেন আমেরিকা এক দিকে অন্য দিকে রাশিয়া থাকলো। রাশিয়াকে আটকাতে ব্রিটেন এবং আমেরিকা ঐক্যবদ্ধ হল। তার ফলে ইউরোপ জুড়ে রাশিয়ার যেভাবে প্রভাব বিস্তার করে চলেছিল সেখানে ভাগ বসাতে শুরু করলো আমেরিকা এবং ব্রিটেন। জার্মানকে দুটো ভাগে ভাগ করা হল। পশ্চিম জার্মানের ওপরে আমেরিকা এবং ব্রিটেন আধিপত্য বিস্তার করলো। আর রাশয়া পূর্ব জার্মানে গিয়ে উপস্থিত হল। জাপানের ওপরে আমেরিকা কর্তৃক ফলাতে শুরু করল। ব্রিটেন তখন আমেরিকা মুখাপেক্ষী। ফলে আমেরিকা যা বলছে তাই ব্রিটেন শুনছে। ব্রিটেন আর্থিক অবস্থা কাহিল। আমেরিকা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ব্রিটেনকে আর্থিক সাহায্য দিয়ে শক্তিশালী করবে। তখন ব্রিটেন আর উপনিবেশগুলির চাপ গ্রহণ করতে অপারগ হল। উপনিবেশগুলি স্বাধীন করে ব্রিটিশ স্বার্থকে বজার রাখার দিকে বিশেষ নজর দিতে থাকে। তার ফলে সারা বিশ্বে অধিকাংশ ব্রিটিশ উপনিবেশগুলি এই সময়ে স্বাধীনতা লাভ করে। কিন্তু ভারতের ওপরে কালো অন্ধকার নেমে এসেছিল। অখণ্ড ভারত স্বাধীনতা পাওয়া যে স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছিল ভারতবাসীরা সেখানে কালি ফেলে দিল ব্রিটিশ সরকার এবং ভারতের জাতি দাঙ্গাকারী রাজনৈতিক নেতারা। জাতি দাঙ্গাকারী রাজনৈতিক নেতারা প্রমাণ করে দিল যে ভারতকে হিন্দু এবং মুসলিম স্বার্থ রক্ষা করতে খণ্ডিত করে দেওয়াটা খুবই প্রয়োজন। যদি অখণ্ড ভারত স্বাধীনতা লাভ করে তাহলে অদূর ভবিষ্যতে বিশ্বের তৃতীয় মহা শক্তিশালী দেশ হিসাবে মাথা তুলে দাঁড়াবে। তখন আমেরিকা, রাশিয়া এবং ব্রিটেনের মাথা ব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়াবে। সেই চিন্তা করেই ভারতকে খণ্ডিত করে স্বাধীনতা দেওয়ার সিদ্ধান্ত অগ্রাধিকার পায় ব্রিটিশ প্রশাসন। ভারতের ভাইসরয় লর্ড ম্যাউন্টব্যাটেন ভারতে এসেছিলেন খণ্ডিত ভারতকে স্বাধীনতা দিয়ে দুই পক্ষের কাছ থেকে ব্রিটিশ স্বার্থকে রক্ষা করা প্রতিশ্রুতি আদায় করে নিলেন। ব্রিটিশ সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল স্বাধীন ভারত এবং পাকিস্তান কমনওয়েলথের সদস্য থাকবে এবং সেখানে ব্রিটিনের রানীর মর্যাদাকে স্বীকৃতি দেবে। স্বাধীন ভারত আজও কমনওয়েলথের সদস্য। খণ্ডিত ভারতের স্বাধীনতাকে রুখতে চেষ্টা করেছিলেন গান্ধিজি। তখন তাঁর হাত থেকে পরিস্থিতি বাইরে চলে যায়। তিনি তখন একেবারে অসহায়। তাঁর পাশে কেউ দাঁড়িয়ে ছিল না। তিনি তখন একা। অন্য দিকে মহম্মদ আলি জিন্না তখন মুসলিমদের জন্য স্বাধীন দেশ গড়ার স্বপ্নে বিভোর। তাঁকে সঠিক পথে ধরে আনতে বহুবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন গান্ধিজি। এদিকে ব্রিটিশ প্রশাসন মহম্মদ আলি জিন্নার পাশে এসে উপস্থিত। ভারতে বহু জাতি বসবাস করে। বৌদ্ধ, জৈন, পার্শি, পাঞ্জাবি সহ আরও জাতিরা কিন্তু তাদের জন্য ভারত ভাগ করে স্বাধীনতা পাওয়ার স্বপ্ন দেখতো না যা আগে থেকে ভারতীয় মুসলিমরা তাদের সঙ্কির্ণ স্বার্থকে রক্ষার জন্য একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গড়ে তোলার জন্য ভিন্ন সুরে আন্দোলন করতে শুরু করে দিয়েছিলেন মুসলিম লিগের নেতা মহম্মদ আলি জিন্না। যে গান্ধিজি দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ফিরে এসে ভারতে অহিংসা এবং সত্যাগ্রহণ আন্দোলন শুরু করে ব্রিটিশ মর্যাদাকে রক্ষা করার জন্য একটি আপোষ সংগ্রাম করতে শুরু করে দিয়েছিলেন সেই নেতা গান্ধিজি পরবর্তীকালে ব্রিটিশ শক্তির কাছে কাগুজে নেতায় পরিণত হয়ে গেলেন। মুললিম লিগের নেতা জিন্না ব্রিটিশ রাজশক্তির কাছে প্রনিধানযোগ্য হয়ে উঠতে শুরু করেন। ভারত স্বাধীনতা লাভ করতে পারে এই রকম একটি আবহাওয়া তৈরি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভারতের রাজনৈতিক নেতাদের অবস্থানের পটপরিবর্তন হতে শুরু করে। গান্ধিজি ১৯৪২ সালে ‘ভারত ছাড়ো’ আন্দোলন গড়ে তুললে সেটাকে ব্রিটিশ প্রশাসন ভালো নজরে দেখে নি। আর সেটাকে অস্ত্র করে মুসলিম লিগের নেতা জিন্না ব্রিটিশ প্রশাসনের গা ঘেঁষে চলতে শুরু করে দিল। ব্রিটিশ সরকারের সব রকমের স্বার্থকে রক্ষা করার ব্রত পালন করলেন জিন্না সাহেব। ফলে ব্রিটিশ শক্তি একটি ভরসা পেল। আর এটাই ভারত ভাগের মূল কারণ হয়ে দাঁড়াল। বাংলার ওপরে ব্রিটিশ সরকারের একটি গোপন রাগ ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। ১৯০৫ সালে লর্ড কার্জনের সময় থেকেই বাংলা ভাগ করে বাংলার শক্তিকে একেবারে বিনষ্ট করে দেওয়ার যে রূপরেখা ব্রিটিশ সরকার তৈরি করেছিল তাকে স্থায়ীভাবে বাস্তবায়িত করতে মুসলিম লিগের বাংলার নেতারা ১৯৪৬ সালে হত্যালীলা শুরু করে। পাঞ্জাবের ওপরে ব্রিটিশ সরকারের রাগ ছিল, তারা ‘গদর পার্টি’ থেকে শুরু করে ভারতে বিভিন্ন ক্ষেত্রে এমনকী বিদেশেও পাঞ্জাবিরা ক্রমশ ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়ে স্বাধীন ভারত গড়ে তোলার জন্য সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু করেছিল। ১৯১৯ সালে জালিওয়ানওয়ালা বাগের হত্যাকাণ্ডের মধ্যে দিয়ে দেখতে পাওয়া গেল যে ব্রিটিশ সরকারের পাঞ্জাবের ওপরে তীব্র আক্রোশের বহিঃপ্রকাশ। বাংলা এবং পাঞ্জাবের জন্যই ব্রিটিশ সরকারকে ভারত ত্যাগ করে চলে যেতে হচ্ছে এই ধরনা ক্রমশ বৃদ্ধি লাভ করতে থাকে বিলাতের প্রশাসন মহলে। ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী চার্চিল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন যে ভারতকে স্বাধীনতা দেওয়া একেবারে অসম্ভব। তিনি স্বাধীন ভারত গড়ার সিদ্ধান্তের তীব্র বিরোধী ছিলেন। কিন্তু কোন গোপন সিদ্ধান্তের ওপরে নির্ভর করে ব্রিটিশ সরকার দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো যে ভারতকে স্বাধীন করে দিতে হবে এবং জিন্নার দাবিকে মান্যতা দিয়ে মুসলিমদের জন্য একটি স্বতন্ত্র স্বাধীন দেশকে নির্মাণ করে যেতে হবে। ব্রিটিশ সরকারের এই সব ঘৃণ্য কৌশল আজও অজানা রহস্যে ঘেরা রয়েছে। ভাগ্যের পরিহাসকে গ্রহণ করে নিতে হয়েছিল সমগ্র ভারতবাসীকে। অখণ্ড ভারত যখন স্বাধীনতা লাভ করা একেবারে অসম্ভব হয়ে পড়েছিল তখন ব্যথিত হন গান্ধিজি। তিনি এ ব্যাপরে আক্ষেপ করেছিলেন। খণ্ডিত ভারতকে মেনে নিতে বাধ্য হয়ে গান্ধিজি ২১ জুলাই, ১৯৪৭ সালে বললেন, “My friends ask whether those who being mortally afraid or otherwise leave Pakistan will get (ক্রমশ)

ভারতীয় সঙ্গীত জগত থেকে বিদায় নিলেন সুমনকল্যাণপুর

বুদ্ধদেব মিশ্র

প্রয়াত সুমিষ্ট কণ্ঠের অধিকারিণী সুগায়িকা সুমনকল্যাণপুর। কিংবদন্তি শিল্পী সুমন কল্যাণপুর (৮৯ বছর বয়সে) মুম্বাইয়ে তাঁর নিজ বাসভবনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। তাঁর মৃত্যুতে ভারতীয় সঙ্গীত জগতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। ‘আমার স্বপ্নে দেখা দুটি নয়ন / হারিয়ে গেল কোথায় কখন /কেউ তা জানে না । মনে কর আমি নেই ,বসন্ত এসে গেছে / কৃষ্ণচূড়ার বন্যায়, চৈতালি ভেসে গেছে।’ সত্তর দশকের দুটি হিট গানের শিল্পীকে মনে আছে? হ্যাঁ, ঠিক ধরেছেন। আমি সুমন কল্যাণপুরের কথাই বলছি। জন্মসূত্রে বাঙালি না হয়েও যাটের দশকের শেষ থেকে সত্তরের দশক যাঁর অনুপম , মিষ্টি কন্ঠ আমাদের মাতিয়ে দিত, তিনি সুমন কল্যাণ পুর। সুমন কল্যাণপুরের দুর্ভাগ্য, তিনি এমন সময়ে এসেছিলেন, যে সময় বলিউডে মঙ্গেশকর বোনদের রমরমা। তা নয়ত অত সুরেলা কন্ঠ

নিয়েও তাঁকে চাপা পড়ে যেতে হয় ? সুমন কল্যাণপুরের জন্ম ১৯৩৭ সালের ২৮ শে জানুয়ারি বর্তমান বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকায় । তাঁর পিতা শংকর রাও হেমাদি কর্ণাটকের ম্যাঙ্গালোর শহরের এক বনেদি সারস্বত ব্রাহ্মণ পরিবার থেকে এসেছিলেন। কর্ণাটকের উদুপি জেলার কুন্দপুর তালুকের একটা গ্রাম হল হেমাদি। তাঁর পিতা ও মাতা সীমা হেমাদি ছাড়াও তাঁরা পাঁচ বোন ও এক ভাই ছিলেন । সুমন সবার বড় ছিলেন। তাঁর পরিবার ১৯৪৩ সালে মুম্বই চলে যান, যেখানে তিনি সংগীতের তালিম নেন।

সুমন কল্যাণপুর সব সময় ছবি আঁকা এবং সঙ্গীতে অনুরক্ত ছিলেন । মুম্বইয়ের বিখ্যাত কলম্বিয়া হাইস্কুলে পড়াশোনা শেষ করে তিনি ছবি আঁকার পাঠ নিতে মর্যাদাপূর্ণ জে জে স্কুল অফ আর্টসে ভর্তি হন । একই সাথে পুণের প্রভাত ফিল্মের সংগীত পরিচালক ও তাদের একজন পারিবারিক বন্ধু কেশব রাও ভোলেজির কাছে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের তালিম নেন। তাঁর কথায়, প্রথম দিকে গান গাওয়াটা ছিল তাঁর কাছে একটা শখ, কিন্তু ক্রমে ক্রমে সঙ্গীতের ওপর তাঁর অনুরাগ বেড়ে যায়, আর এর ফলস্বরূপ তিনি পেশাদারিত্বের সাথে উস্তাদ খান আবদুল রহমান খান এবং গুরুজি মাস্টার নবরং এর কাছে সংগীত শিক্ষা আরম্ভ করেন

অনেক মানুষ বিশ্বাস করতেন যে , তাঁর যা প্রতিভা, তাতে তাঁর যতদূর এগোনো উচিত ছিল, ততদূর তিনি যেতে পারেননি, যদিও তাঁর অভাবনীয় সাংগীতিক বৈশিষ্ট্য, যেগুলো একজন নেপথ্য গায়িকার কাছে খুবই প্রয়োজনীয়, সেই উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের বিশদ জ্ঞান, সুরেলা কণ্ঠ, এবং গলার বিস্তীর্ণ পরিসীমা, সবই তাঁর ছিল।

চিত্রজগতে তিনি তৎকালীন সমস্ত গায়কের সঙ্গে দ্বৈত কন্ঠে অংশ নিয়েছিলেন। মনোমালিন্যের জেরে মহম্মদ রফি ও লতা মঙ্গেশকর বেশ কিছুদিন ডুয়েট করেননি। সে সময়ে রফি ও সুমন কল্যাণপুর প্রায় ১৪০ টি ডুয়েট করেন। তাঁদের ডুয়েটের মধ্যে ‘আজকাল তেরে মেরে প্যায়ার কে চর্চে’, ‘না না কর কে প্যায়ার’-এর মতো চিরসবুজ গান অসংখ্য। পাশাপাশি তিনি ডুয়েট করেছেন মান্না দে, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গেও।মহম্মদ রফির সঙ্গে- আজকাল তেরে মেরে প্যায়ারকে চর্চে হর জুবান পর’;না না করতে প্যায়ার তুমহিসে কর বৈঠে’ এছাড়াও মহানায়ক উত্তমকুমার প্রযোজিত,অভিনীত হিন্দি ছবি ‘ছোটিসি মুলকাতেও’ রফি সাহেবের সঙ্গে হিট ডুয়েট গান গেয়েছিলেন তিনি।-‘তুঝে দেখা তুঝে চাহা,তুঝে পূজা ম্যায়নে’; মহানায়িকা সুচিত্রা সেন অভিনীত হিন্দি ছবি ‘মমতা’ গান করেন।

ছবি ঃ বুদ্ধদেব মিশ্র

জনসংখ্যা বৃদ্ধি নিয়ে পরিকল্পনার প্রয়োজন

চিত্তজিৎ দত্ত

জনসংখ্যা নীতি না সামাজিক পরীক্ষা? তৃতীয়-চতুর্থ সন্তানের প্রণোদনা ঘিরে নতুন বিতর্কের ঢেউ। আধুনিক ভারতের জননীতি যতই উন্নয়ন, প্রযুক্তি এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির দিকে এগোচ্ছে, ততই জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ এবং জন সংখ্যা বৃদ্ধির প্রশ্নটি বারবার নতুন ভাবে আলোচনায় ফিরে আসছে। এমনই এক প্রেক্ষাপটে অন্ধ্র প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীর তৃতীয় ও চতুর্থ সন্তানের জন্য প্রণোদনার ঘোষণা ঘিরে যে বিতর্ক শুরু হয়েছে, তা কেবল একটি রাজ্যভিত্তিক নীতি গত সিদ্ধান্তের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। বরং এটি ভারতের দীর্ঘদিনের জনসংখ্যা নীতি, সামাজিক কাঠামো, অর্থনৈতিক চাপ এবং ভবিষ্যতের জনসংখ্যাগত ভারসাম্য নিয়ে একটি বৃহত্তর প্রশ্নকে সামনে নিয়ে এসেছে।

এই সিদ্ধান্ত একদিকে যেমন জনসংখ্যা বৃদ্ধিকে উৎসাহিত করার ইঙ্গিত দেয়, অন্যদিকে তেমনই এটি দেশের বহু দশকের পরিবার পরিকল্পনা নীতির সঙ্গে এক ধরনের বৈপরীত্য তৈরি করে। স্বাধীনতার পরবর্তী সময় থেকে ভারত যে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণকে উন্নয়নের অন্যতম প্রধান শর্ত হিসেবে দেখেছে, সেই ঐতিহাসিক অবস্থান থেকে সরে এসে যদি কোনো রাজ্য সরকার জনসংখ্যা বৃদ্ধিকে উৎসাহিত করে, তবে স্বাভাবিকভাবেই তা জাতীয় স্তরে বিতর্ক সৃষ্টি করে। ভারতের জনসংখ্যা নীতি সবসময়ই একটি জটিল ভারসাম্যের উপর দাঁড়িয়ে ছিল। একদিকে ছিল দ্রুত বর্ধনশীল জনসংখ্যার চাপ, অন্যদিকে ছিল উন্নয়ন, সম্পদ বণ্টন এবং কর্মসংস্থানের সীমাবদ্ধতা। পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচি, সচেতনতা অভিযান এবং বিভিন্ন সামাজিক উদ্যোগের মাধ্যমে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমানোর চেষ্টা করা হয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে তৃতীয় ও চতুর্থ সন্তানের জন্য প্রণোদনার ঘোষণা যেন এক ভিন্ন দিকনির্দেশনার ইঙ্গিত দেয়। এই ধরনের নীতির পেছনে সাধারণত একটি যুক্তি থাকে;জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমে গেলে ভবিষ্যতে

শ্রমশক্তির ঘাটতি তৈরি হতে পারে, বিশেষ করে যেখানে জন্মহার প্রতিস্থাপন স্তরের নিচে নেমে যায়। কিছু উন্নত দেশের অভিজ্ঞতা দেখিয়ে দেওয়া হয় যে, জনসংখ্যা হ্রাস অর্থনৈতিক স্থবিরতা এবং বৃদ্ধ জনসংখ্যার চাপ তৈরি করতে পারে। এই যুক্তি ভারতের মতো একটি বৈচিত্র্যময় দেশে প্রাসঙ্গিক কিনা, সেটিই এখন মূল বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দু।

অন্ধ্রপ্রদেশের ঘোষণাটি এই বৃহত্তর বিতর্ককে আবারও সামনে নিয়ে এসেছে। যারা এই নীতিকে সমর্থন করছেন, তাদের মতে এটি ভবিষ্যতের শ্রমশক্তি নিশ্চিত করার একটি কৌশল। একটি রাজ্যের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য তরুণ জনসংখ্যা অপরিহার্য, কারণ তারাই উৎপাদন, শিল্প এবং পরিষেবা খাতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। যদি জন্মহার কমে যায়, তাহলে ভবিষ্যতে কর্মক্ষম জনসংখ্যার ঘাটতি তৈরি হতে পারে, যা অর্থনৈতিক বৃদ্ধিকে প্রভাবিত করতে পারে। অন্যদিকে, সমালোচকদের মতে এই ধরনের প্রণোদনা সামাজিক ও অর্থনৈতিক চাপকে আরও বাড়িয়ে দিতে পারে। ভারতের মতো দেশে যেখানে ইতিমধ্যেই শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আবাসন এবং কর্মসংস্থানের উপর ব্যাপক চাপ রয়েছে, সেখানে অতিরিক্ত জনসংখ্যা বৃদ্ধির উৎসাহ ভবিষ্যতে আরও জটিলতা তৈরি করতে পারে। তারা মনে করেন, উন্নয়ন মানে শুধু জনসংখ্যা বৃদ্ধি নয়, বরং গুণগত মানবসম্পদ তৈরি করা।

এই বিতর্কের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো সামাজিক বাস্তবতা। ভারতে বিভিন্ন রাজ্যের জনসংখ্যাগত পরিস্থিতি একরকম নয়। কিছু রাজ্যে জন্মহার তুলনা মূলকভাবে বেশি, আবার কিছু রাজ্যে তা প্রতিস্থাপন স্তরের নিচে নেমে গেছে। ফলে একটি অভিন্ন জাতীয় জনসংখ্যা নীতি সব জায়গায় একইভাবে প্রযোজ্য নাও হতে পারে। এই বৈচিত্র্যই নীতিনির্ধারণকে জটিল করে তোলে। অন্ধ্রপ্রদেশের এই ঘোষণাকে তাই অনেকেই একটি আঞ্চলিক জনসংখ্যা কৌশল হিসেবে দেখছেন, যা স্থানীয় অর্থনৈতিক প্রয়োজনের সঙ্গে যুক্ত। কিন্তু এর প্রভাব শুধুমাত্র একটি রাজ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না, কারণ এটি একটি রাজনৈতিক ও সামাজিক বার্তা বহন করে, যা অন্য রাজ্যগুলিতেও আলোচনার জন্ম দিতে পারে।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সম্পর্কও এখানে গুরুত্বপূর্ণ। একটি দেশের উন্নয়ন নির্ভর করে তার জনসংখ্যার উৎপাদনশীলতার উপর, শুধুমাত্র সংখ্যার উপর নয়। যদি জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় কিন্তু শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং দক্ষতার উন্নয়ন না হয়, তাহলে সেই জনসংখ্যা বোঝায় পরিণত হতে পারে। আবার যদি জনসংখ্যা খুব দ্রুত কমে যায়, তাহলে শ্রমবাজারে সংকট তৈরি হতে পারে। এই ভারসাম্যই জননীতি নির্ধারণের সবচেয়ে কঠিন অংশ।

ভারতের বর্তমান অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে তরুণ জনসংখ্যা একটি গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ হিসেবে বিবেচিত হয়। ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড বা জনসংখ্যাগত সুবিধার ধারণা অনুযায়ী, যখন একটি দেশের অধিকাংশ মানুষ কর্মক্ষম বয়সে থাকে, তখন অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি দ্রুত হয়। কিন্তু এই সুবিধা চিরস্থায়ী নয়। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই জনসংখ্যা বৃদ্ধ হয়ে গেলে সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার উপর চাপ বাড়ে। এই বাস্তবতার আলোকে কিছু বিশেষজ্ঞ মনে করেন যে, ভবিষ্যতের জন্য একটি ভারসাম্যপূর্ণ জনসংখ্যা কাঠামো তৈরি করা জরুরি। কিন্তু সেই ভারসাম্য কীভাবে অর্জন করা হবে, সেটি নিয়েই মতভেদ রয়েছে। কেউ বলেন, নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন, কেউ বলেন, উৎসাহ প্রয়োজন। অন্ধ্রপ্রদেশের সিদ্ধান্ত এই দুই মতের মধ্যে দ্বিতীয় দিকটিকে কিছুটা গুরুত্ব দিয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। তবে এই ধরনের প্রণোদনা নীতির একটি বড় প্রশ্ন হলো সামাজিক ন্যায়বিচার। যদি কোনো পরিবার অর্থনৈতিক সুবিধার জন্য বেশি সন্তান গ্রহণ করে, তাহলে সেই শিশুদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং ভবিষ্যৎ সুযোগ নিশ্চিত করা।

শিক্ষাবিদ অমিয়চরণ

শঙ্করলাল কর্মকার

প্রয়াণ দিবসে শ্রদ্ধাঞ্জলিঃ অমিয়চরণ ব্যানার্জি বা অমিয়চরণ বন্দ্যো পাধ্যায়। অমিয়চরণ ব্যানার্জি বা অমিয়চরণ বন্দ্যোপাধ্যায় একজন বাঙালি অধ্যাপক ও গণিতজ্ঞ। অমিয়চরণ ব্যানার্জির জন্ম বৃটিশ ভারতের অধুনা বিহার রাজ্যের ভাগলপুরে তার মাতুলালয়ে। পিতা জ্ঞানচন্দ্র ব্যানার্জি ও মাতা ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের সহকর্মী নিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কন্যা মৃণালিনী দেবী।

পিতা জ্ঞানচন্দ্র ব্যানার্জি চব্বিশ পরগনা জেলার মহেশতলার জমিদার পরিবারের সন্তান, প্রেসিডেন্সি কলেজের মেধাবী ছাত্র ও স্বামী বিবেকানন্দর সহপাঠী ছিলেন।

পিতার কর্মস্থল বিভিন্ন হওয়ার কারণে তার স্কুলের পড়াশোনা মামার বাড়ির ভাগলপুর জেলা স্কুলে। সেখানে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় তিনি প্রথম হন। তারপর তিনি কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হন। ফলিত গণিতে এম.এসসিতে শীর্ষ স্থান দখল করেন। বিহার সরকারের স্কলার শিপ নিয়ে লণ্ডন যান। সেখানে কেমব্রিজ ক্লেয়ার কলেজ থেকে রাংলার ও ফাউন্ডেশন স্কলার হয়ে দেশে ফেরেন। দেশে ফেরার পর কিছু দিন তিনি পাটনা শহরে কাটান। এরপর ইণ্ডিয়ান এডুকেশন সার্ভিসপদে যোগ দিয়ে এলাহাবাদের বর্তমানে প্রয়াগ রাজের ক্যানিং কলেজে অধ্যাপনা শুরু করেন । সেসময় মেঘনাদ সাহা, নীলরতন ধর প্রমুখ বিজ্ঞানী দের উপস্থিতিতে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার ক্ষেত্রে এক উৎকর্ষ কেন্দ্র ছিল। অধ্যাপক ব্যানার্জিও Astro Physics ও Gallactic Dynamics বিষয়ে বিশেষ অবদান রাখেন।

১৯৫৩-৫৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যপদে নিযুক্ত থাকেন। তিনি জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ে বিভিন্ন সময়ে বক্তৃতা করতেন । ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে ইণ্ডিয়ান আকাডেমি অব সাইন্সের এলাহাবাদ অধিবেশনে "Stellar Evolution" শীর্ষক বিষয়ে বক্তব্য রাখেন। এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অবসর নেওয়ার পর তিনি কলকাতায় চলে আসেন। অধ্যাপক ব্যানার্জি দেশে বিদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণার কাজে নিযুক্ত ছাত্রদের গবেষণাপত্রের মূল্যায়ন করতেন। এদেশে উচ্চমানের অবজারভেটরি স্থাপনের উদ্দেশ্যে ভারত সরকার তাঁকে একটি প্ল্যান প্রস্তুত করার যে দায়িত্ব দিয়েছিলেন।

বীরভূম জেলা থেকে দু'জন পূর্ণমন্ত্রী, খুশি জেলাবাসী

দেবর্ষি মজুমদার, বীরভূম, ১ জুন ঃ রাজ্যের নতুন মন্ত্রিসভায় বিশেষ গুরুত্ব পেল বীরভূম। পূর্ণমন্ত্রীর দায়িত্ব পেলেন সিউড়ি বিধানসভার বিধায়ক জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় এবং ময়ূরেশ্বর বিধানসভার বিধায়ক দুধকুমার মণ্ডল। সোমবার রাজ্যে প্রথম বিজেপি সরকারের মন্ত্রিসভার সম্প্রসারণ করা হল। ৩৫ জন মন্ত্রী শপথ নিলেন, রাজ্যপাল আরএন রবি সকলকে শপথ পাঠ করান। শপথ নেন জগন্নাথ এবং দুধকুমার। সাংবাদিকতা থেকে রাজনীতিতে এসে ২১ সালে সিউড়ি বিধানসভায় বিজেপির টিকিট পান ভূমিপুত্র জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়। কিন্তু ২১ সালে তিনি

জিততে পারেননি। তবে জেলায় থেকে লড়াই চালিয়ে গিয়েছেন। দলেও ক্রমশ তাঁর গুরুত্ব বাড়তে থাকে। রাজ্য বিজেপির সাধারণ সম্পাদক এবং রাজ্য সহ-সভাপতির মতো গুরুত্বপূর্ণ পদ প্রাপ্তিই সে কথা বলে। এ বার ফের তাঁকে সিউড়ি কেন্দ্র থেকেই প্রার্থী করলে বিপুল ভোটে জেতেন জগন্নাথ। দুধকুমারের রাজনৈতিক উত্থানের পথ কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না বলে দাবি অনুগামীদের। ১৯৮৮ সাল থেকে বিজেপি করছেন দুধকুমারবাবু। ২০০৩ থেকে ২০০৮ এবং ২০০৮ থেকে ২০১৩ পর্যন্ত ময়ূরেশ্বর পঞ্চায়েতের প্রধান হন। দুবার পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য হন। ১৯৯১-৯২ সালে করসেবায় যোগ দিতে অযোধ্যায় যান। স্বেচ্ছায় থার্ড ইয়ার ট্রেন্ড সদস্য হিসেবে মালদা এবং নাগপুরে প্রশিক্ষণ নেন। ২০০৭ সালের ১৩ জানুয়ারী পিকেটিং করার সময় তদানীন্তন জেলা শাসক বাসুদেব বন্দ্যোপাধ্যায় এবং পুলিশ সুপার আর জে এস নালোয়ারার আমলে তাঁকে বেধড়ক পেটানো হয়। একই ভাবে ২০০৮ সালের ৩১ মার্চ বর্ধমান থেকে ফেরার পথে তাঁকে পেটানো হয়। সে সময় ময়ূরেশ্বর থানার ওসি ছিলেন লক্ষ্মীনারায়ন দে। ময়ূরেশ্বর বিধানসভা কেন্দ্র থেকে জয়ী হয়ে এবার প্রথমবার বিধানসভায় পা রেখে বসলেন মন্ত্রীর আসনে।

১৯৮৮ সালে প্রথমবার পঞ্চায়েত নির্বাচনের মাধ্যমে সক্রিয় রাজনীতির ময়দানে নামেন দুধকুমার মণ্ডল। ময়ূরেশ্বর গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে বিজেপির প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে প্রথমবারেই জয়লাভ করেন। এরপর ১৯৮৮ থেকে ১৯৯৩ সাল পর্যন্ত ময়ূরেশ্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য হিসেবে কাজ করেন। এরপর ১৯৯৩ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনে ফের জয়ী হয়ে ময়ূরেশ্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান নির্বাচিত হন তিনি। পরে আবার পঞ্চায়েত সদস্য হন এবং পরবর্তীতে ফের প্রধানের দায়িত্বও সামলান। শুধু গ্রাম পঞ্চায়েতেই নয়, পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদ স্তরেও তিনি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন। ২০১১ সালে প্রথমবার বিধানসভা নির্বাচনে অংশ নেন দুধকুমার মণ্ডল। ময়ূরেশ্বর বিধানসভা কেন্দ্র থেকে বিজেপির প্রার্থী হয়ে সেবার সিপিএম প্রার্থী অশোক রায়ের কাছে পরাজিত হন তিনি। তবে সেই পরাজয় তাঁকে রাজনৈতিকভাবে দমিয়ে রাখতে পারেনি। ২০১৫ সালে তিনি বিজেপির বীরভূম জেলা সভাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং জেলার সংগঠন শক্তিশালী করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ২০১৬ সালে ফের বিধানসভা নির্বাচনে প্রার্থী হন দুধকুমার মণ্ডল। সেবার রামপুরহাট বিধানসভা কেন্দ্র থেকে বিজেপির হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। তবে সেবারও তৃণমূল প্রার্থী আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে পরাজিত হন। ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির প্রার্থী হিসেবে বীরভূম লোকসভা কেন্দ্র থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন তিনি। কিন্তু সেখানেও জয় অধরা থেকে যায়। স্থানীয় রাজনীতিতে দীর্ঘ অভিজ্ঞতার পর ২০১১ সালে প্রথমবার বিধানসভা নির্বাচনে অংশ নেন দুধকুমার মণ্ডল। ময়ূরেশ্বর বিধানসভা কেন্দ্র থেকে বিজেপির প্রার্থী হয়ে সেবার সিপিএম প্রার্থী অশোক রায়ের কাছে পরাজিত হন তিনি। তবে সেই পরাজয় তাঁকে রাজনৈতিকভাবে দমিয়ে রাখতে পারেনি। ২০১৫ সালে তিনি বিজেপির বীরভূম জেলা সভাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং জেলার সংগঠন শক্তিশালী করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ২০১৬ সালে ফের বিধানসভা নির্বাচনে প্রার্থী হন দুধকুমার মণ্ডল। সেবার রামপুরহাট বিধানসভা কেন্দ্র থেকে বিজেপির হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। তবে সেবারও তৃণমূল প্রার্থী আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে পরাজিত হন। ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির প্রার্থী হিসেবে বীরভূম লোকসভা কেন্দ্র থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন তিনি। কিন্তু সেখানেও জয় অধরা থেকে যায়। অবশেষে ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে ময়ূরেশ্বর বিধানসভা কেন্দ্র থেকে বিজেপির হয়ে জয়ী হন বিজেপির এই প্রবীণ নেতা। শুধু তাই নয়, প্রথমবার বিধানসভায় গিয়েই এবার দুধকুমারের সাফল্যের মুকুটে যুক্ত হল মন্ত্রিত্বের পালক। সোমবার লোকভবনে শপথগ্রহণের পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, ‘রাজ্য সরকার যেভাবে যা করতে বলবে, সেই কাজ করে যাব। যে দুর্নীতি বাংলায় দানা বেঁধেছিল, তা আজ পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে বিজেপি সরকারে আসার পর। স্বচ্ছ প্রশাসন গড়ে তোলাই আমাদের লক্ষ্য। এবার গ্রাম-শহরে ব্যাপক উন্নতি হবে। তবে এই সুদিন যাঁরা দেখে যেতে পারলেন না, যাঁদের জন্য আজ বিজেপির এই সাফল্য, তাঁদের কথা মনে পড়ছে।''

নারীদের বিনামূল্যে বাস পরিষেবার উদ্যোগকে স্বাগত জানাল রেখা মোদীর নেতৃত্বাধীন স্ত্রী শক্তি - দ্য প্যারালাল ফোর্স ও উইমেন লিড

কলকাতা, ১ জুন ঃ ‘স্ত্রী শক্তি - দ্য প্যারালাল ফোর্স’ এবং ‘উইমেন লিড’ যৌথভাবে সোমবার, ১ জুন ২০২৬, বিকেল ৪টায় কলকাতার প্রেস ক্লাবে একটি সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করে। সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে নারীদের জন্য বিনামূল্যে বাস পরিষেবা চালুর সরকারি উদ্যোগকে স্বাগত জানানো এবং এই গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য উদ্‌যাপন করাই ছিল এই সম্মেলনের মূল উদ্দেশ্য। সংগঠন দুটির মতে, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অনুমোদিত এই উদ্যোগ নারীদের ক্ষমতায়ন, চলাচলের স্বাধীনতা এবং অর্থনৈতিক অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ। তাঁদের অভিমত, বিনামূল্যে গণপরিবহন সুবিধা নারীদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অংশগ্রহণকে আরও শক্তিশালী করবে এবং দৈনন্দিন জীবনে নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করবে। এই নীতি কার্যকর হওয়ার ফলে পশ্চিমবঙ্গ ভারতের অষ্টম রাজ্য হিসেবে নারীদের জন্য বিনামূল্যে সরকারি বাসে ভ্রমণের সুবিধা প্রদানকারী রাজ্যগুলোর তালিকায় স্থান করে নিল। এই উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বিপুল সংখ্যক নারী, সমাজকর্মী এবং বিভিন্ন স্তরের সমর্থক উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা এই উদ্যোগকে একটি যুগান্তকারী সমাজকল্যাণমূলক পদক্ষেপ হিসেবে অভিহিত করেন এবং মত প্রকাশ করেন যে, এর ইতিবাচক প্রভাব শহর ও গ্রামের অসংখ্য নারীর দৈনন্দিন জীবন, কর্মসংস্থান, শিক্ষা ও অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনবে। এই আয়োজনটি নারীদের জন্য সাশ্রয়ী ও সহজলভ্য যাতায়াত ব্যবস্থার দাবিতে বিভিন্ন নারী সংগঠন ও গোষ্ঠীর দীর্ঘদিনের আন্দোলন, প্রচারণা ও লবিং কার্যক্রমের সফল পরিণতিকেও চিহ্নিত করেছে। এই নীতিকে একটি ‘যুগান্তকারী পদক্ষেপ’ হিসেবে অভিহিত করে ‘স্ত্রী শক্তি - দ্য প্যারালাল ফোর্স’-এর প্রতিষ্ঠাতা রেখা মোদী বলেন, নারীদের জন্য বিনামূল্যে বাস ভ্রমণের সুবিধা সীমিত আয়ের নারীদের যাতায়াত ব্যয়ের চাপ উল্লেখযোগ্যভাবে কমাবে, ফলে তাঁরা আরও স্বাধীনভাবে শিক্ষা, কর্মসংস্থান ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাজে যাতায়াত করতে পারবেন। বর্তমানে আমাদের সমাজে নারীরা পরিবার, পেশা এবং গৃহস্থালির দায়িত্ব-এই তিন ধরনের চাপ বা ‘ত্রিমুখী বোঝা’র মুখোমুখি হন। এই জনঅভিযান ও অ্যাডভোকেসির মাধ্যমে কীভাবে দীর্ঘদিনের দাবি বাস্তব নীতিগত পরিবর্তনে রূপ নিতে পারে। বক্তারা আরও উল্লেখ করেন যে, পশ্চিমবঙ্গে এই উদ্যোগের বাস্তবায়ন মূলত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে চলা ধারাবাহিক প্রচেষ্টা,

বাস্তবতায় বিনামূল্যে গণপরিবহন সুবিধা তাঁদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। ১ জুন ২০২৬ থেকে এই উদ্যোগ বাস্তবায়নের জন্য আমরা পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে অভিনন্দন জানাই। আমরা আশা করি, আসাম, হরিয়ানা, উত্তরপ্রদেশ, ছত্তিশগড়সহ দেশের অন্যান্য রাজ্যও শিগগিরই একই ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করবে। নারীদের জন্য বিনামূল্যে বাস ভ্রমণের সুবিধা চালুকারী অষ্টম রাজ্য হিসেবে পশ্চিমবঙ্গের এই পদক্ষেপ অন্যান্য রাজ্যের জন্যও একটি ইতিবাচক দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে বলে আমাদের বিশ্বাস। প্রেস ক্লাব প্রাঙ্গণে (ময়দান টেন্ট, প্রেস ক্লাব পাথ, কলকাতা - ৭০০ ০৬৯) সাংবাদিক সম্মেলন শেষ হওয়ার পর নারী অংশগ্রহণকারীরা প্রেস ক্লাব চত্বর থেকেই একটি প্রতীকী বাসযাত্রায় অংশ নেন। সংগঠনের মতে, নারীদের জন্য ‘সহজলভ্য যাতায়াত ব্যবস্থার এক নতুন যুগের সূচনা’-কে প্রতীকীভাবে তুলে ধরতেই এই কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। এই উদ্যোগটি ভারতে নারীর ক্ষমতায়নের অন্যতম প্রধান ভিত্তি হিসেবে নিরাপদ, সাশ্রয়ী ও সহজলভ্য পরিবহনের গুরুত্বকে জোরালোভাবে সামনে আনে। একই সঙ্গে এটি দেখায় যে, ধারাবাহিক জনসচেতনতা কার্যক্রম এবং নীতিগত দাবিরই ফলাফল, যার লক্ষ্য ছিল নারীর যাতায়াত সুবিধা ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতাকে জননীতির আলোচনায় কেন্দ্রীয় গুরুত্বে নিয়ে আসা। এই উদ্যোগের অর্থনৈতিক গুরুত্ব তুলে ধরে সংস্থাটি একটি গবেষণার উল্লেখ করে জানায় যে, নিম্ন আয়ের পটভূমি থেকে আগত নারীরা তাঁদের বার্ষিক ব্যক্তিগত ব্যয়ের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ যাতায়াত এবং অনাকাঙ্ক্ষিত পরিবহন খাতে ব্যয় করেন। ‘স্ত্রী শক্তি’-এর হিসাব অনুযায়ী, বিনামূল্যে গণপরিবহন সুবিধা নারীদের বছরে প্রায় ২৪,০০০ টাকা পর্যন্ত সাশ্রয় করতে সাহায্য করতে পারে। এই সাশ্রয়িত অর্থ তাঁদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক স্বস্তি হিসেবে কাজ করবে, যা পরবর্তীতে স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা, পুষ্টি এবং পারিবারিক কল্যাণসহ বিভিন্ন প্রয়োজনীয় খাতে ব্যয় করা সম্ভব হবে। নারীদের জন্য বিনামূল্যে বাস ভ্রমণের সুবিধা প্রদানকারী দেশের অষ্টম রাজ্য হিসেবে পশ্চিমবঙ্গ একটি ক্রমবর্ধমান আন্দোলনের অংশীদার হলো, যা নারীর অর্থনৈতিক অংশগ্রহণ, শিক্ষা, নিরাপত্তা এবং সামাজিক অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে যাতায়াত সুবিধাকে একটি মৌলিক ও অপরিহার্য মাধ্যম হিসেবে স্বীকৃতি দেয়।

মন্ত্রী হলেন মুর্শিদাবাদের গৌরী শংকর ঘোষ

নিজস্ব প্রতিনিধি, মুর্শিদাবাদ, ১ জুন ঃ রাজ্যে বাম জামানা শেষ হওয়ার পর ফের একজন পূর্ণ মন্ত্রী পেল মুর্শিদাবাদ জেলা। দীর্ঘ ১৫ বছরের তৃণমূল শাসনকালে মুর্শিদাবাদ জেলা থেকে একাধিক প্রতিমন্ত্রী এবং স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী থাকলেও , মমতা ব্যানার্জীর সরকার এই জেলা থেকে কাউকে পূর্ণ মন্ত্রী করেনি। তবে রাজ্যে পালা বাদল হতেই মুর্শিদাবাদ জেলা থেকে বিজেপি সরকার মুর্শিদাবাদ জেলা থেকে একজন পূর্ণমন্ত্রী এবং একজনকে প্রতিমন্ত্রী করলো। পূর্ণমন্ত্রী হলেন মুর্শিদাবাদ বিধানসভার বিধায়ক গৌরী শংকর ঘোষ এবং প্রতিমন্ত্রী হলেন কান্দির বিধায়ক গার্গী দাস ঘোষ। গার্গীদেবীর মা ছায়া ঘোষ বাম জামানায় রাজ্যের মন্ত্রী ছিলেন। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের সাধারণ সদস্য থেকে এবার রাজ্যের মন্ত্রিসভায় জায়গা করে নিলেন মুর্শিদাবাদের বিজেপি বিধায়ক গৌরী শংকর ঘোষ। ১৯৯৪-৯৫ সাল থেকেই রাজনীতিতে হাতেখড়ি তাঁর। দীর্ঘ সাংগঠনিক লড়াইয়ের পর সোমবার মন্ত্রিত্বের শপথ নিলেন তিনি। গৌরী শংকর ঘোষ একসময় বিজেপির ব্লক সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। এরপর ২০১৬- ২০২১ পর্যন্ত বিজেপির অখণ্ড মুর্শিদাবাদ সাংগঠনিক জেলা সভাপতির পদে ছিলেন। বিধানসভা নির্বাচনে প্রথমবার ল।নে ২০১৬ সালে। সেবার পরাজিত হলেও হাল ছাড়েননি। ২০২১ ও ২০২৬, পরপর দু'বার মুর্শিদাবাদ কেন্দ্র থেকে বিধায়ক নির্বাচিত হন। দলের প্রতি নিষ্ঠা ও সাংগঠনিক দক্ষতার পুরস্কার হিসেবেই এবার মন্ত্রিসভায় জায়গা পেলেন তিনি। গৌরী শংকরবাবুর বাড়ি মুর্শিদাবাদের হাড়িভাঙ্গা প্রসাদপুর গ্রামে। পড়াশোনা করেছেন রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে। সেখান থেকেই স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। ছাত্রজীবন থেকেই আরএসএসের সঙ্গে যুক্ত। একাধিক কৃষি আন্দোলনের সঙ্গেও সরাসরি জড়িত ছিলেন

গৌরী শংকর ঘোষ। তৃণমূল স্তর থেকে কাজ শুরু করে দীর্ঘ অভিজ্ঞতা ও রাজনৈতিক পারদর্শিতায় আজ রাজ্যের মন্ত্রী হলেন তিনি। বিজেপির মুর্শিদাবাদ সাংগঠনিক জেলা সভাপতি সৌমেন মন্ডল বলেন, সোমবার কলকাতায় মন্ত্রিত্বের শপথ নেওয়ার পর মুর্শিদাবাদে ফিরবেন গৌরী শংকরবাবু। তাঁকে সংবর্ধনা জানাতে মুর্শিদাবাদ বিধানসভা কেন্দ্রের প্রতিটি মণ্ডল কার্যালয়ে উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে। দলীয় কর্মীরা ইতিমধ্যেই প্রস্তুতি শুরু করেছেন। নিচুতলার সংগঠন থেকে উঠে আসা গৌরী শংকর ঘোষের মন্ত্রিত্ব পাওয়া মুর্শিদাবাদ বিজেপির কাছে বড় প্রাপ্তি। সংঘ পরিবারের একনিষ্ঠ কর্মী হিসেবে দীর্ঘদিনের লড়াইয়ের পর মন্ত্রিসভায় তাঁর অন্তর্ভুক্তি জেলার রাজনীতিতে নতুন সমীকরণ তৈরি করবে বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল। প্রসঙ্গত বামফ্রন্ট জমানায় জেলার শেষ পূর্ণমন্ত্রী ছিলেন ডোমকলের প্রাক্তন বিধায়ক আনিসুর রহমান। ৩৪ বছরের বাম রাজত্বে তিনি প্রায় কুড়ি বছর পঞ্চায়েত ও গ্রামীণ উন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। তৃণমূলের জামানায় সুব্রত সাহা, হুমায়ুন কবীর এবং আখরুজ্জামান মুর্শিদাবাদ জেলা থেকে প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেছেন।

২ মহিলা প্রতিমন্ত্রী পেয়ে খুশীর আবহ পূর্ব বর্ধমানেঃ গেরুয়া আবীর ও লাড্ডু বিলি

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ১ জুন ঃ সোমবার এই রাজ্যে বিজেপি সরকারের প্রথম মন্ত্রীসভায় ৩৫ জন বিধায়ক মন্ত্রী রূপে শপথ নিলেন, যার মধ্যে ২ জন পূর্ব বর্ধমানের। বর্ধমান দক্ষিণের বিধায়িকা মৌমিতা বিশ্বাস মিশ্র এবং আউশগ্রামের বিধায়িকা কলিতা মাঝি শুভেন্দুর মন্ত্রীসভায় জায়গা করে নিয়েছে। জেলা থেকে দুই প্রতিমন্ত্রী পাওয়ায় খুশীর আমেজ পূর্ব বর্ধমানের বিজেপি কর্মী সমর্থক সহ সাধারণ মানুষের মধ্যে। বর্ধমান দক্ষিণের বিজেপি প্রার্থী হিসাবে মৌমিতা বিশ্বাস মিশ্র প্রথমবার বিধায়িকা নির্বাচিত হয়েই মন্ত্রীসভায় ঠাঁই পাওয়ার পিছনে বর্ধমান দক্ষিনের মানুষের আশীর্বাদ রয়েছে বলে জানান। তিনি আরও জানান, মন্ত্রী হিসাবে দায়িত্ব পালন করার পাশাপাশি বর্ধমান দক্ষিণের মানুষের জন্য কাজ করে যাবেন। তিনি আরও জানান, ‘‘আমাকে মন্ত্রী হিসাবে এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব অর্পণের জন্য প্রধান মন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব, রাজ্যের শীর্ষ নেতৃত্ব, মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এবং সর্বোপরি রাজ্যের জনগণের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। এই পদ আমার কাছে শুধু আসন নয়, বরং মানুষের সেবা, উন্নয়ন এবং জনকল্যাণের প্রতি আরও বৃহত্তর দায়বদ্ধতার প্রতীক। পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষাকে সঙ্গে নিয়ে স্বচ্ছতা, নিষ্ঠা ও কর্মদক্ষতার মাধ্যমে উন্নয়নের গতি আরও ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে কাজ করে যাব। এখনো দপ্তর ঠিক না হলেও নেতৃত্ব যে দপ্তরের দায়িত্ব দেবেন তা নিষ্ঠার সাথে পালন করে যাবো''। বিধায়িকা মন্ত্রীত্ব পাওয়ায় খুশীতে মেতে ওঠেন বর্ধমান দক্ষিণের বিজেপি কর্মী সমর্থকরা, চলে লাড্ডু বিলি, মিষ্টি মুখের পর্ব। অন্যদিকে, পূর্ব

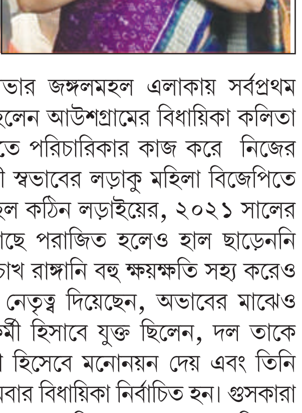

বর্ধমান জেলার আউশগ্রাম বিধানসভার জঙ্গলমহল এলাকায় সর্বপ্রথম পরিচারিকা থেকে রাজ্যের প্রতিমন্ত্রী হলেন আউশগ্রামের বিধায়িকা কলিতা মাঝি, যিনি এক সময় লোকের বাড়িতে পরিচারিকার কাজ করে নিজের সংসার চালাতেন। সৎ সাহসী ও জেদী স্বভাবের লড়াকু মহিলা বিজেপিতে যোগদানের পর থেকেই তার জীবন ছিল কঠিন লড়াইয়ের, ২০২১ সালের নির্বাচনে অল্প ব্যবধানে তৃণমূলের কাছে পরাজিত হলেও হাল ছাড়েননি তিনি, তৃণমূলের অত্যাচার শাশানী চোখ রাঙ্গানি বহু ক্ষয়ক্ষতি সহ্য করেও রাজনীতির ময়দানে তিনি লড়াইয়ের নেতৃত্ব দিয়েছেন, অভাবের মাঝেও তিনি বিজেপির নিচু তলার সক্রিয় কর্মী হিসাবে যুক্ত ছিলেন, দল তাকে আউশগ্রাম বিধানসভার কেন্দ্রের প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন দেয় এবং তিনি বিপুল ভোটে জয়লাভ করেন এবং প্রথমবার বিধায়িকা নির্বাচিত হন। গুসকারা শহর জুড়ে পথচারী থেকে সাধারণ মানুষকে খুশির মেজাজে লাড্ডু বিতরণ করা হয়, প্রতিবেশীরা আনন্দে আত্মহারা হয়ে জানাচ্ছেন দিদি আমাদের আগে যেমন ছিল পাড়ার দিদি। আর আমরা দিদির সেই ভাই , দিদি আমাদের কাছে আলাদা কিছু নয়।

সেজে উঠবে বকখালি! খুলছে ডিয়ার পার্ক, তৈরি হবে সায়েন্স সিটি...! লম্বা লিস্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি, বকখালি, ১ জুন ঃ পর্যটনের জোয়ার আসতে চলছে বকখালিতে। খুলবে বন্ধ থাকা ডিয়ার পার্ক, তৈরি হবে ম্যানগ্রোভ ইন্টারপিটিশেন সেন্টার, সায়েন্স সিটি-সহ একাধিক কাজ। পুজোর আগে প্রথম পর্যায়ের কাজ শেষ হবে। বকখালির উন্নয়ন নিয়ে একাধিক পরিকল্পনা করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন সাগরের বিধায়ক সুমন্ত মণ্ডল। একাধিক ফেজে এই কাজ হবে। আগামী দিনে দীঘার মতো বকখালিকে সাজিয়ে তোলার পরিকল্পনা রয়েছে। এই খবরে খুশি সকলেই। বেশ কয়েকবছর বকখালির চর নিয়ে অভিযোগ রয়েছে পর্যটকদের। ভাটার সময় প্রায় দুই কিলোমিটার হেঁটে সমুদ্রের কাছে পৌঁছতে হয়। ফলে আকর্ষণ হারিয়েছে সমুদ্র। এই কারণেই এই এলাকায় ডিয়ার পার্ক পর্যটকদের কাছে টানছিল। ঘূর্ণিঝড় যশে তছনছ হয়ে গিয়েছিল পার্কটি। তারপর থেকে আর এই পার্ক খোলা হয়নি। এখানে হরিণ ছিল, ছিল কুমির। কিছু জঙ্গল ঘেরা এলাকা নিয়ে তৈরি হয়েছিল ইকো ট্যুরিজম ম্যানগ্রোভ পার্ক। ইয়াসের পর থেকে আর কেন খোলা যায়নি তা নিয়ে আক্ষেপ ছিল। তবে এবার সেই সমস্ত সমস্যার সমাধান হতে চলেছে। বকখালির জন্য নতুন পরিকল্পনা রয়েছে। এই পরিকল্পনা সফল হলে আগামী দিনে বকখালি তার হৃত গৌরব ফিরে পাবে বলে মনে করছেন সকলেই। ডিয়ার পার্কে থাকার জন্য ১০ টি ক্যাম্প ছিল বলে খবর। একটি কাঠের ওয়াচ টাওয়ার আছে। বকখালির সমুদ্র নিরাশ করলেও আশেপাশের পরিকাঠামোগত উন্নয়নের মাধ্যমে পর্যটক ফিরিয়ে আনা যাবে বলে আশাবাদী সাগরের বিধায়ক। এখন দেখার আগামী দিনে কি হয় এলাকায়।

বাঘে আক্রান্তের দেহাবশেষ খুঁজতে পুলিশি নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ এপিডিআরের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কুলতলি, ১ জুন ঃ সুন্দরবনে বাঘে আক্রান্ত হওয়ার ঘটনা লেগে আছে। রবিবার, ৩১।০৫।২০২৬ তারিখ সকালে বাঘ আক্রমণ করে কুলতলির একজন মৎস্যজীবিকে হলদিবাড়ি জঙ্গলে নিয়ে চলে যায়। তার নাম গোপাল চক্রবর্তী। বয়স ৪০। কুলতলির দেউলবাড়ি অঞ্চলের বাসিন্দা সে। তার সঙ্গের লোকেরা তার দেহ সোমবার ও উদ্ধার করতে পারেনি। আর তাই সোমবার এপিডিআরের পক্ষ থেকে বারুইপুর পুলিশ জেলার পুলিশ সুপারের কাছে এ ব্যাপারে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। এ ব্যাপারে এপিডিআরের সহ সভাপতি রঞ্জিত শূর বলেন, বনদপ্তর এবং পুলিশকে বারবার বলা সত্ত্বেও মৃত জীবিত দেহাবশেষ খুঁজে আনার জন্য যথেষ্ট উদ্যোগ নিচ্ছে না। তাই পুলিশ সুপারের কাছে আমরা এ বিষয়ে একান্ত অনুরোধ করেছি মৃতদেহ বা দেহাবশেষ না পাওয়া গেলে মৃতের পরিবারের আগামী জীবন কী গভীর সমস্যায় পড়তে হবে।

ব্যবসায়ীদের সুবিধার্থে মালদায় বিকল্প উদ্যোগ রেলের

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদা, ১ জুন ঃ রাজ্যজুড়ে রেলের জমিতে বেআইনি দখলদারি উচ্ছেদ অভিযান ঘিরে যখন বহু জায়গায় ব্যবসায়ীদের মধ্যে অনিশ্চয়তা ও ক্ষোভের ছবি সামনে আসছে, ঠিক তখনই মালদা টাউন স্টেশনে দেখা গেল ভিন্ন চিত্র। স্টেশন চত্বরে অবৈধভাবে গড়ে ওঠা দোকানপাট উচ্ছেদ করার পর ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের জন্য বিকল্প জায়গার ব্যবস্থা করেছে রেল কর্তৃপক্ষ। ফলে পুনর্বাসনের সুযোগ পেয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছেন বহু ব্যবসায়ী। রেল সূত্রে জানা গেছে, অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পের অধীনে মালদা টাউন স্টেশনের সৌন্দর্যায়ন ও আধুনিকীকরণের কাজ জোরকদমে চলছে। স্টেশনের প্রবেশদ্বার, পার্ক, রাস্তাঘাট-সহ গোটা চত্বরকে আরও আকর্ষণীয় ও যাত্রীবান্ধব করে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সেই কারণেই স্টেশনের মূল ফটকের সামনে দীর্ঘদিন ধরে অবৈধভাবে গড়ে ওঠা একাধিক অস্থায়ী দোকান সরিয়ে দেওয়া হয়। জানা যায়, প্রায় পাঁচ দশক ধরে স্টেশনের সামনের অংশে চা, ফল, পান, খাবার-সহ বিভিন্ন ধরনের ছোট ব্যবসা চালিয়ে আসছিলেন বহু হকার ও দোকানদার। উচ্ছেদের পর তাঁদের জীবিকা নিয়ে উদ্বেগ তৈরি হলেও রেল কর্তৃপক্ষ বিকল্প জায়গায় অস্থায়ী দোকান বসানোর সুযোগ করে দেওয়ায় পরিস্থিতির অনেকটাই সমাধান হয়েছে। অন্যদিকে এক ব্যবসায়ী জানান, এখানে চা, ফল, ভাত-রুটি, পান-সহ প্রয়োজনীয় নানা ধরনের দোকান রয়েছে। এতদিন স্টেশনের গেটের সামনে ব্যবসা করতাম। রেলের উন্নয়নমূলক কাজের জন্য সেই জায়গা ছাড়তে হয়েছে। তবে আমাদের বিকল্প জায়গা দেওয়া হয়েছে, তাই ব্যবসা চালিয়ে যেতে পারছি। প্রায় ৫০টি দোকান এখন এখানে রয়েছে। আগের মত বিক্রি না হলেও মোটামুটি ভালই চলছে। বর্তমানে মালদা টাউন স্টেশনের পাশেই টিনের অস্থায়ী কাঠামো তৈরি করে ব্যবসা করছেন উচ্ছেদ হওয়া দোকানদাররা। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে উচ্ছেদ অভিযানের পর যেখানে পুনর্বাসনের দাবি জোরালো হচ্ছে, সেখানে মালদা রেল কর্তৃপক্ষের এই উদ্যোগ প্রশংসা কুড়িয়েছে সাধারণ মানুষ এবং ব্যবসায়ী মহলের কাছেও।

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
NOTICE INVITING TENDER
Bid reference no. WBMSCL/NIT-389/2026; Dated - 29/05/2026
Rectification of 380 KVAr Power Factor Correction Panel (APFC) at Serampore SSH, Hooghly. Last date of submission of bid (online) - 10/06/2026 up to 3.00 P.M. the tender document can be downloaded from www.wbmsc.gov.in & www.wbtenders.gov.in on or after 02/06/2026 at 04.00 P.M. Clarification requests, if any may be sent to cpee@wbmsc.gov.in Sd/- General Manager, WBMSCL, Additional Secretary to the Govt. of West Bengal
ICA- T8995(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
NOTICE INVITING e-TENDER
Assistant Engineer, PWD, Berhampore Sub-Division No. I invites e-Tender No. eNIT 06 of 2026-2027 of AE/BSD-I/PWD for the works "Replacement of dilapidated roof of Mumty Room of Electrical Engineering Department Building of Government College of Engineering & Textile Technology under Berhampore Division No. I, P.W.D During the year 2025-26 (2nd Call)" and other one. All documents can be seen / obtained from the websites http://tenders.wb.gov.in and http://wbpwd.gov.in Bid submission start date is 08.06.2026 and Bid submission end date is 15.06.2026. Tender ID: 2026_WBPWD_5014641_1 and 2026_WBPWD_5014641_2. Sd/-Assistant Engineer, PWD Berhampore Sub-Division No. I.
ICA- T9029(1)/2026

পূর্ব রেলওয়ে
ওপেন টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ২৩-এসডিএসটিই-এএসএন-২০২৬-২৭, তারিখ ২৯.০৫.২০২৬। সিনিয়র ডিভিশনাল সিগন্যাল ও টেলিকম ইঞ্জিনিয়ার, পূর্ব রেলওয়ে, আসানসোল ডিভিশন, স্টেশন রোড, আসানসোল, পিন-৭১৩৩০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **কাজের নাম/অবস্থান ঃ** ‘‘আসানসোল ডিভিশন - সময়কাল ও অবস্থার ভিত্তিতে এবং নির্ভরযোগ্যতা বাড়াতে ইন্টারলকযুক্ত লেভেল ক্রসিং গেটের যন্ত্রাংশের প্রতিস্থাপন’’। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ২,৭১,২৫,০৫৯.৭০ টাকা। **বায়না মূল্য ঃ** ৫,৪২,৫০০ টাকা। **কাজ শেষ করার সময়সীমা ঃ** এলওএ ইস্যুর তারিখ থেকে ১৮ মাস। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ২২.০৬.২০২৬-এ দুপুর ২টা। **ওয়েবসাইটের বিবরণ ঃ http://www.ireps. gov.in/**
(ASN-119/2026-27)
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে
টেন্ডার নং ঃ এসডিএসটিই-এলএইচএস-এলসিগেট-২৬-বিডিসি, তারিখ ২৭.০৫.২০২৬। ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, হাওড়া রেলওয়ে স্টেশনের কাছে, হাওড়া-৭১১১০১ এক প্যাকেট ব্যবস্থায় নিম্নলিখিত কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। কেবল বন্ধের তারিখ ও সময় পর্যন্তই ডাকদাতারা তাদের মূল/সংশোধিত বিড জমা দিতে পারবেন। এই টেন্ডারের জন্য ম্যানুয়াল অফার অনুমোদিত নয় এবং কোনো ম্যানুয়াল অফার জমা হলে তা অগ্রাহ্য হবে। **কাজের নাম ঃ** হাওড়া ডিভিশন - সিগন্যালিং সংক্রান্ত কাজ - সূচী এ১ - এইএন/ব্যান্ডেলের অধীনে রেলওয়ের রিলিভিং গার্ডার দ্বারা লেভেল ক্রসিং গেট নং ২৬-এর পরিবর্তে নতুন সীমিত উচ্চতার সাবওয়ে নির্মাণের জন্য সিগন্যাল খরচ। সূচী এ২ - এইএন/ব্যান্ডেলের অধীনে রেলওয়ের রিলিভিং গার্ডার দ্বারা লেভেল ক্রসিং গেট নং ২৬-এর পরিবর্তে নতুন সীমিত উচ্চতার সাবওয়ে নির্মাণের জন্য টেলিকমিউনিকেশন খরচ। **বিজ্ঞাপিত মূল্য ঃ** ১,৩১,৩০,১১৪.৩৭ টাকা। **বায়না মূল্য/বিড সিকিউরিটি ঃ** ২,৬২,৬০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** ০.০০ টাকা। **বিডিং শুরুর তারিখ ঃ** ০৮.০৬.২০২৬। **কাজ শেষের সময়সীমা ঃ** ১২ মাস। **অফারের বৈধতা ঃ** ৬০ দিন। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ২২.০৬.২০২৬ তারিখ দুপুর ৩টায়। **টেন্ডার আপলোডিং-এর তারিখ ও সময় ঃ** ২৭.০৫.২০২৬ তারিখ সন্ধ্যা ৬.৫৬ মিনিটে।
(HWH-118/2026-27)
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
NOTICE INVITING TENDER
Online tender is invited by the undersigned for the works: "Annual Maintenance Estimate of Electrical Installation of whole system of Moulana Abul Kalam Azad Bhawan, Sector- I, Salt Lake, Kolkata - 700064". Tender No: WBPWD/EE/BED/e-NIQ-58/2026-27 & e-Tender ID No. 2026_WBPWD_5014762_1. Document Download Closing Date: 29.06.2026 up to 15:00 Hrs. Details may be downloaded from tenders.wb.gov.in Sd/- Executive Engineer, PWD Bidhannagar Electrical Division.
ICA- T9017(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
AE/PWD/Bidhannagar East Sub-Division-II invites etender for two nos. work. Tender ID : NIeT. No. WBPWD/AE/BNESD-II/NIeT-01/2026-2027. 2026_WBPWD_5014732_1. Last date of submission of bid & Technical Bid Opening 12.06.2026. upto 1:00 P.M. & 16.06.2026 at 1:00 P.M. respectively. Details of NIT and tender documents may be downloaded from www.wbpwd.gov.in Sd/- A. Sarkar AE/PWD/Bidhannagar East Sub-Division- II.
ICA- T9016(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Assistant Engineer, Basirhat Sub-Division, P.W.D. invites online e-Tender for the work of "1st Call Horizontal extension of Administrative building (back side) attached with Treasury building in Ground floor for Additional toilet at Administrative building at Basirhat, North 24 Parganas of 2026-2027." NIeT no. 03 of 2026-27. Tender ID:- 2026_WBPWD_5014085_1. Bid submission start date (online) 02/06/2026 from 10:00 A.M. Bid submission end date (online) 10/06/2026 from 3:30 P.M. Corrigendum if any will be published in website only. Details of N.I.T an Tender document may be downloaded from https://tenders.wb.gov.in Sd/- Assistant Engineer Basirhat Sub-Division.
ICA- T9011(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Assistant Engineer, Basirhat Sub-Division, P.W.D. invites online e-Tender for the work of "(1st Call) Renovation, Repair & painting of inside wall of VC Court production room, Generator room & telephone Booth room of Basirhat Subsidiary Correctional Home in the District of North 24 Parganas under Basirhat Sub-Division, PWD during 2026-27." NIeT no. 06 of 2026-27. Tender ID:- 2026_WBPWD_5014766_1. Bid submission start date (online) 08/06/2026 from 10.00A.M. Bid submission end date (online) 16/06/2026 from 3:30 P.M. Corrigendum if any will be published in website only Details of N.I.T an Tender document may be downloaded from https://tenders.wb.gov.in Sd/-Assistant Engineer Basirhat Sub-Division.
ICA- T9026(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
3rd Corrigendum for extension of Bid Submission Date for NIeQ 01 of 2026 27 of EE, ND, P.W.Dte. Tender Reference Number: WBPWD / EE / ND / NIeQ- 01 / 2026 - 27. Tender ID : 2026_WBPWD_5013880_1. & 2026_WBPWD_5013880_2. Last date of bid submission has been extended up to: 08/06/2026 up to 11:00 A.M. Further corrigendum if any will be published in website only Details of N.I.Q. and Tender document may be downloaded from: http://tenders.wb.gov.in Sd/- Executive Engineer, Nadia Division, P.W.Dte.
ICA- T9009(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
CORRIGENDUM
Please note Bid submission end date (online) is extended to 12.06.2026 up to 14:00 P.M. for the following job "SITC of Fire Detection and Alarm System at Old ladies Hostel and several areas of other buildings within the College Campus of CNMCH, Kolkata." vide e-tender no. WBPWD/EE-I/CKHED/eNIT-02/26-27. Tender ID : 2026_WBPWD_5014045_1. Detail information/download/upload will be available from the website: **http://wbtenders.gov.in** & **http://pwdwb.in** Sd/- Executive Engineer-I, P.W.Dte. Central Kolkata Health Electrical Division.
ICA- T9013(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
KMDA TENDER NOTICE
e-NIT No. 01/EE/BPPD-II/E&AM/KMDA of 2026-27
Online e-tender is invited by Executive Engineer, BPPD-II, E&AM Sector, KMDA, KIT Market Complex, Jadavpur, Kolkata-700032, from reliable, resourceful, bonafide, eligible firms / companies / individual / Joint Venture agencies, for the work, **Name of Work, Estimated cost, Earnest money, Time of Completion,** Annual maintenance of the garden such as watering, trimming, sweeping, cleaning including sewer line and removing the same from the compound at Banubanachaya Park, Baishnabghata, Patuli Township, Kolkata., Rs.4,46,161/- (Including GST & LWC), Rs.8,930/-, 01 year, **Last date & time of online Bid Submission:** 12.06.2026 Time: 15.00 hrs., for details contact the above office or visit both websites. **(KMDA-64)**
www.kmda.wb.gov.in
www.wbtenders.gov.in
ICA- T8985(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
HALDIA DEVELOPMENT AUTHORITY
City Centre, P.O. Debhog, Haldia
Dist. Purba Medinipur, PIN-721657
Toll Free No. 1800-345-3224
NOTICE INVITING TENDER
NIT No. 01/HDA/EC-ELECT/2026-27
Online (E-Tender) tender in a two bid system is hereby invited for **"DISMANTLING AND RE-ERECTION OF 05 NOS. OF LED STREET LIGHT POLES AND 01NO. OF MINI-MAST INCLUDING CONSTRUCTION OF NEW RCC FOUNDATION SUPPLY AND LAYING OF LT POWER CABLE AND HDPE PIPE ETC. FOR THE LED STREET LIGHTING SYSTEM AT BANKIMMORE BAZAR AREA AND MINI MAST LIGHTING SYSTEM AT SARASWATI BAZAR AREA, NANDIGRAM-I, PURBA MEDINIPUR." Estimated Cost of work :** Rs. 3,16,302/- **Document downloading date :** from 02.06.2026 to 11.06.2026. **Starting date of bid submission :** from 06.06.2026 to 11.06.2026. For detailed information and further update kindly visit the office and/or the website of HDA : **www.hda.gov.in** E-Tender can be submitted through: **www.wbtenders.gov.in** Sd/- Chief Executive Officer, HDA.
ICA- T8980(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
INFORMATION WANTED

This is the Photograph of **Aritra Sarkar @ Gullu**, Father's Name - **Sudeb Sarkar**, of 3rd Floor, Maa Tara Apartment, Aswininagar, Kathpol, PS -Baguiati, Bidhannagar Commissionerate, who has been missing Since 19.05.2026, at about 02.30 hrs, Residence under Baguiati PS, Description of this missing person is: **Age** - 13 Years, **Complexion** - Sallow, **Height** - 4 Feet 3 Inch, **Wearing** -T-shirt, half pant. **Identification Mark**- Buck teeth. Please Contact Officer in Charge, Missing Persons Bureau, C.I.D., West Bengal, Bhabani Bhaban, Kolkata-700027, Ph.No.-033-2450-6120.
ICA- D769(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
INFORMATION WANTED

This is the photograph of missing person **Ratan Mukherjee, Son of Bijay Krishna Mukherjee** of 4/24, Bijoygarh, Jadavpur, who has been missing since **07.04.2025** from his residence. **Description of this missing person is: Age** – 70 Years, **Height** – 5' 5", **Complexion** – Shyamla, **Built** – Unknown, **Wearing** – Khadi Panjabi and White Paijama. **Peculiarity if any** – Heart Patient, please inform whereabouts of the missing person, contact to the O.C., Missing Persons Squad, Detective Department, Kolkata Police, Lalbazar, Kolkata - 700001. (Telephone No. 033 – 2214 -1835, 9874902710).
ICA- D776(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
INFORMATION WANTED

This is the Photograph of **Panchanan Hansda,** Father's Name - **Lt. Lepa Hansda,** of Vill - Sadanandapur, PO- Kashijora, PS - Salboni, Dist - Paschim Medinipur, who has been missing Since 28.12.2009, at about 10.00 hrs, Residence under Salboni PS, Description of this missing person is: **Age** - 49 Years, **Complexion** - Sallow, **Height** - 5 Feet 5 Inch, **Language** - Bengali. Please Contact Officer in Charge, Missing Persons Bureau, C.I.D., West Bengal, Bhabani Bhaban, Kolkata-700027, Ph.No.-033-2450-6120.
ICA- D768(3)/2026

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION – e-TENDER
ABRIDGED NIT
The **Dy. Chief Engineer (M)/Sewerage & Drainage, KMC** invites e-Tender online percentage rate two bid system for the following work:
NIT No.: KMC/GRBU/HJ-05/26-27 (1st Call)
Name of Work: **Contractual arrangement for cleaning of underground screen chamber and strainer at Trenching Ground L.S. under GRBU (S&D).** Estimated Cost: ₹ **2,07,179.00**. Earnest Money: ₹ **4,200.00**. Period of Completion: **05 months (153 days)**. Last date and time of submission of Bid : **12.06.2026 at 1 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **04.06.2026 at 1 p.m.** from the website **https://wbtenders.gov.in**

The **Director General (Sewerage & Drainage), KMC** invites e-Tender online item wise rate in two bid system for following work:
NIT No.: KMC/GRBU/HJ-02/26-27 (1st Call)
Name of Work: **Repairing and strengthening of damaged strainers with guide channels along with other allied works at Dhankheti Khal LS under GRBU.** Estimated Cost: **Rate to be quoted**. Earnest Money: ₹ **8,000.00.** Period of Time: **16 days.** Last date and time of submission of Bid on **12.06.2026 at 1 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **04.06.2026 at 1 pm.** from the website **https://wbtenders.gov.in**

The **Director General (Uttaran Services), KMC** invites e-Tender online percentage rate two bid system for following works:
(1) NIT No.: KMC/US/HQ/I/26-27/04 (1st Call)
Name of Work: **Cleaning and washing of Pay and Use Toilets at different places in Borough-I under KMC.** Estimate Amount (Incl. GST & LWC): ₹ **2,39,376.06**. Earnest Money: ₹ **5,000.00.**
(2) NIT No.: KMC/US/HQ/II/26-27/02 (1st Call)
Name of Work: **Repairing of Pay and Use Toilets with other ancillary work at different places in Borough-II under KMC.** Estimate Amount (Incl. GST & LWC): ₹ **3,45,653.05**. Earnest Money: ₹ **7,000.00.**
(3) NIT No.: KMC/US/HQ/II/26-27/03 (1st Call)
Name of Work: **Cleaning and washing of Pay and Use Toilets at different places in Borough-II under KMC.** Estimate Amount (Incl. GST & LWC): ₹ **2,31,396.86**. Earnest Money: ₹ **5,000.00.** Period of Completion: **180 days** (For Sl. No. 1 to 3). Last date and time of submission of Bid on **16.06.2026 upto 11 a.m.** (For Sl. No. 1 to 3). Bid opening date and time for technical proposals: **18.06.2026 at 11.30 a.m.** (For Sl. No. 1 to 3). The bid forms and other details are available on and from **05.06.2026 (5 pm.)** (For Sl. No. 1 to 3). The websites **https://wbtenders.gov.in** & **https://www.kmcgov.in** (For Sl. No. 1 to 3).

CORRIGENDUM
NIT No.: KMC/SWM-I/SK/C-D/35/25-26 published in this Newspaper on **21.05.2026** (Key No. 37/26-27) of **SWM-I Department**. The last date and time of submission of Bid will be read as **08.06.2026 – 2.30 p.m.** instead of 30.05.2026 – 2.30 p.m.
(62/26-27)

চাষবাস

রান্নাঘরের মশলাই মহৌষধ! অরিগানোতে মিলতে পারে ক্যানসার প্রতিরোধ থেকে সর্দি-কাশির উপশম

বর্তমান সময়ে সামান্য অসুস্থ হলেই আমরা দ্রুত চিকিসকের পরামর্শ এবং ওষুধের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ি। ব্যস্ত জীবনযাত্রা, অনিয়মিত খাদ্যাভ্যাস এবং মানসিক চাপের কারণে রোগের প্রকোপ যেমন বা।ছে, তেমনই বা।ছে ওষুধের ব্যবহারও। অথচ আমাদের চারপাশেই এমন বহু ভেষজ উদ্ভিদ রয়েছে, যেগুলি প্রাচীনকাল থেকেই নানা রোগ নিরাময়ে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। আধুনিক চিকিসাবিজ্ঞানের পাশাপাশি এই ভেষজ উদ্ভিদগুলিও শরীর সুস্থ রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। তেমনই এক বিস্ময়কর ভেষজ গাছ হল অরিগানো।অনেকেই অরিগানোকে শুধুমাত্র পিজ্জা বা পাস্তার স্বাদ বা।ানোর উপাদান হিসেবে চেনেন। কিন্তু এই ছোট্ট পাতার মধ্যেই লুকিয়ে রয়েছে অসংখ্য স্বাস্থ্যগুণ। অরিগানোকে মেক্সিকান মিঃট বা ওয়াইল্ড মারজোরাম নামেও পরিচিত। এটি সাধারণত প্রায় তিন ফুট পর্যন্ত বৃদ্ধি পায় এবং খুব সহজেই বা।রি ছাদ, বারাঃদা কিংবা বাগানে চাষ করা যায়। যত্নও খুব বেশি লাগে না। ফলে শহুরে জীবনেও এই গাছ সহজে লাগানো সম্ভব।অরিগানোর অন্যতম বড় গুণ হল এর পুষ্টিগুণ। এতে রয়েছে প্রচুর পরিমাণ ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, আয়রন, পটাসিয়াম, ভিটামিন ই, ভিটামিন কে এবং ফাইবার। বিশেষজ্ঞদের মতে, এই উপাদানগুলি শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে। শুধু তাই নয়, এতে উপস্থিত অ্যাঃিটঅক্সিডেন্ট শরীরের ক্ষতিকর টক্সিন বের করে দিতে কার্যকর ভূমিকা নেয়।গবেষণায় দেখা গিয়েছে, অরিগানোতে থাকা কিছু ফাইটোকেমিক্যাল শরীরের কোষের ক্ষয় রোধে সাহায্য করতে পারে। বিশেষত স্তন ক্যানসারের ক্ষেত্রে অরিগানো নির্যাস ইতিবাচক ফল দেখিয়েছে বলে দাবি গবেষকদের একাংশের। এছাড়া।ও এটি শরীরে ইনসুলিনের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করতে পারে, ফলে রক্তে শর্করার মাত্রাও নিয়ন্ত্রণে থাকে। তাই অনেকেই নিয়মিত অরিগানো চা পান করার পরামর্শ দেন।বর্তমান সময়ে মানসিক চাপ একটি ব। সমস্যা হয়ে দাঁ।িয়েছে। অফিসের কাজ, প।াশোনার চাপ কিংবা ব্যক্তিগত জীবনের নানা সমস্যার কারণে উদ্বেগ ও স্ট্রেস বাড়ছে। অরিগানোতে থাকা ভিটামিন সি এবং অ্যাঃিটঅক্সিডেন্ট মানসিক চাপ কমাতে সাহায্য করে বলে মনে করা হয়। মাথা ঘোরা, বমিভাব কিংবা দুর্বল লাগলে অরিগানো চা পান করলে আরাম পাওয়া যেতে পারে।আবহাওয়া পরিবর্তনের সময়ে সর্দি-কাশি, জ্বর কিংবা ঠান্ডা লাগার সমস্যা খুব সাধারণ। এই সময় অরিগানো হতে পারে কার্যকর ঘরোয়া উপাদান। অরিগানো পাতায় থাকা প্রাকৃতিক উপাদান কাশি, হাঁপানি এবং ঠান্ডাজনিত সমস্যায় উপকারী বলে মনে করা হয়। বিশেষজ্ঞদের মতে, ফলের রসের সঙ্গে কয়েক ফোঁটা অরিগানো তেল মিশিয়ে পান করলে শীতকালীন সংক্রমণ থেকে কিছুটা সুরক্ষা পাওয়া যেতে পারে। আবার হালকা গরম জলে অরিগানো তেল মিশিয়ে সেই বাষ্প গ্রহণ করলে সর্দি-কাশির উপসর্গও কমতে পারে।বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে হা।রে ক্ষয় ও দুর্বলতা বা।ে। এই ক্ষেত্রে ক্যালসিয়াম, আয়রন, ম্যাঙ্গানিজ এবং ভিটামিন কে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অরিগানোতে এই উপাদানগুলি উল্লেখযোগ্য পরিমাণে থাকায় এটি হা।রে স্বাস্থ্য রক্ষায় সাহায্য করতে পারে। গবেষণায় আরও জানা গিয়েছে, অরিগানো পাতা দিয়ে তৈরি চা নিয়মিত পান করলে ফুসফুস এবং হজমতন্ত্র ভালো রাখতে সাহায্য করতে পারে।শুধু অভ্যন্তরীণ স্বাস্থ্য নয়, শরীরের ব্যথা কমাতেও অরিগানো কার্যকর। মাংসপেশির খিচুনি, জয়েঃটের ব্যথা কিংবা মাথাব্যথায় অরিগানো তেল ব্যবহারে আরাম পাওয়া যেতে পারে। জলপাই তেলের সঙ্গে এক ফোঁটা অরিগানো তেল মিশিয়ে ব্যথার জায়গায় লাগালে উপশম মিলতে পারে বলে মত বিশেষজ্ঞদের।অরিগানোর আরও একটি উল্লেখযোগ্য গুণ হল এর অ্যান্টি-ব্যাক্টেরিয়াল বৈশিষ্ট্য। পোকামাক। কামড়ালে, ছত্রাক সংক্রমণ হলে কিংবা শরীরের কোনও অংশ পু।ে গেলে অরিগানো তেল ব্যবহার উপকারী হতে পারে। পায়ের নখ বা ত্বকে সংক্রমণ হলে গরম জলে কয়েক ফোঁটা অরিগানো তেল মিশিয়ে কিছুক্ষণ পা ভিজিয়ে রাখলেও আরাম মিলতে পারে।চুল এবং ত্বকের যত্নেও অরিগানোর ব্যবহার জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। খুসকি, মাথার তালুতে সংক্রমণ বা চুল পড়ার সমস্যায় চুলের তেলের সঙ্গে কয়েক ফোঁটা অরিগানো তেল মিশিয়ে ব্যবহার করা যেতে পারে। আবার ত্বকের কালো দাগ, ব্রণ বা উজ্জ্বলতা বৃদ্ধির জন্য ঘৃতকুমারী, শশার রস এবং অরিগানো তেলের মিশ্রণও অনেকেই ব্যবহার করেন। তবে যাঁদের ত্বকে অ্যালার্জির সমস্যা রয়েছে, তাঁদের সতর্ক থাকা প্রয়োজন।অরিগানো চা তৈরি করাও অত্যন্ত সহজ। বাজারে সহজেই অরিগানো পাউডার পাওয়া যায়। এক কাপ গরম জলে এক চা চামচ শুকনো অরিগানো গুঁড়ো মিশিয়ে কয়েক মিনিট ঢেকে রাখলেই তৈরি হয়ে যায় অরিগানো চা। স্বাদ কিছুটা তেতো লাগলেও সামান্য মধু বা চিনি মিশিয়ে পান করা যেতে পারে।তবে অরিগানোর এত গুণ থাকলেও কিছু সতর্কতা মানা জরুরি। যাঁদের অ্যালার্জির সমস্যা রয়েছে, তাঁদের চিকিৎসকের পরামর্শ ছা।া এটি ব্যবহার করা উচিত নয়। গর্ভাবস্থা কিংবা স্তন্যদানকালীন সময়েও অরিগানো চা বা তেল ব্যবহারে সতর্ক থাকা প্রয়োজন।সব মিলিয়ে, আধুনিক চিকিসার পাশাপাশি প্রকৃতির এই ভেষজ উপহারও সুস্থ জীবনের অন্যতম সহায়ক হতে পারে। রান্নাঘরের পরিচিত এই মশলাই যে এত গুণে ভরপুর, তা জানলে অনেকেই অবাক হবেন। নিয়মিত ও সচেতন ব্যবহারে অরিগানো শরীরের নানা সমস্যায় প্রাকৃতিক উপশম দিতে পারে বলেই মনে করছেন স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা।

জ্বালানি খাতে বৈশ্বিক চাপের মাঝেই বিপিসিএল-এ বড়সড় নেতৃত্ব বদল, মানবসম্পদ বিভাগের দায়িত্বে পুষ্প কুমার নায়ার

নয়াদিল্লি, ১ জুন ঃ বৈশ্বিক জ্বালানি বাজারে অস্থিরতা, আন্তর্জাতিক সংঘাত এবং অপরিশোধিত তেলের দামের ওঠানামার মধ্যেই ভারতের অন্যতম রাষ্ট্রায়ত্ত তেল সংস্থা ভারত পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন লিমিটেড গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক রদবদলের ঘোষণা করল। সংস্থার নতুন মানবসম্পদ অধিকর্তা হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে প্রবীণ আধিকারিক পুষ্প কুমার নায়ারকে। শুক্রবার, ২৯ মে থেকে তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন।জ্বালানি খাতের বর্তমান চ্যালেঞ্জপূর্ণ পরিস্থিতিতে এই নিয়োগকে অত্যন্ত তাপর্যপূর্ণ বলে মনে করছেন শিল্পমহলের পর্যবেক্ষকরা। দেশের অন্যতম ' এবং ফর্চুন গ্লোবাল ৫০০ তালিকাভুক্ত সংস্থা হিসেবে বিপিসিএল ভারতের জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ফলে মানবসম্পদ বিভাগের নেতৃত্বে এই পরিবর্তন শুধু প্রশাসনিক নয়, দীর্ঘমেয়াদি কৌশলগত গুরুত্বও বহন করছে বলে মনে করা হচ্ছে।পুষ্প কুমার নায়ার গত ৩৫ বছরেরও বেশি সময় ধরে বিপিসিএল-এর সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন। দীর্ঘ কর্মজীবনে তিনি সংস্থার একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিভাগে দায়িত্ব সামলেছেন। খুচরো জ্বালানি বিপণন, লুব্রিক্যান্টস বিভাগ এবং মানবসম্পদ উন্নয়ন-প্রতিটি ক্ষেত্রেই তাঁর অভিজ্ঞতা রয়েছে। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে দায়িত্ব পালন করার ফলে সংস্থার কার্যপদ্ধতি, বাজার পরিস্থিতি এবং কর্মী ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে তাঁর গভীর অভিজ্ঞতা তৈরি হয়েছে।নতুন

দায়িত্ব নেওয়ার আগে নায়ার Executive Director (HRD) পদে কর্মরত ছিলেন। সেই সময়ে তিনি সংস্থার প্রতিভা বিকাশ, নেতৃত্ব গঠন এবং আধুনিক মানবসম্পদ নীতির বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধি, ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব তৈরি এবং পরিবর্তিত শিল্প পরিস্থিতির সঙ্গে সংগঠনকে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য তিনি একাধিক উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। বিশেষজ্ঞদের মতে, নায়ারের অন্যতম বড় অবদান ছিল মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনায় প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ানো। তাঁর নেতৃত্বে বিপিসিএল। ধীরে ধীরেকঙ জ্ডজ্ঞ-ডত্রত্ঝঊ এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা - ভিত্তিক টুল ব্যবহারের দিকে এগোয়। কর্মী পরিকল্পনা, পারফরম্যান্স মূল্যায়ন এবং দক্ষতা অনুযায়ী দায়িত্ব বণ্টনের ক্ষেত্রে এই প্রযুক্তিনির্ভর পদ্ধতি সংস্থার কাজের গতি ও কার্যকারিতা বাড়াতে সাহায্য করেছে। নায়ারের কর্মজীবনে ইন্দ্রপ্রস্থ গ্যাস লিমিটেডে ডেপুটেশনকালীন অভিজ্ঞতাও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সেখানে তিনি ডাউনস্ট্রিম এনার্জি সেক্টরে বিভিন্ন কৌশলগত ও পরিচালনাগত প্রকল্পে যুক্ত ছিলেন। পাশাপাশি খুচরো জ্বালানি ব্যবসা এবং লুব্রিক্যাঃটস মার্কেটিংয়ে তাঁর অভিজ্ঞতা গ্রাহক পরিষেবা উন্নয়ন এবং ব্যবসা সম্প্রসারণে ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে বলে মনে করা হয়।শুধু বিপিসিএল-এর মধ্যেই নয়, দেশের একাধিক জ্বালানি সংস্থার পরিচালন পর্ষদেও তিনি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন। সেন্ট্রাল ইউপি গ্যাস লিমিটেড এবং সাবরমতী গ্যাস লিমিটেডের বোর্ড সদস্য হিসেবে কাজ করেছেন তিনি। বর্তমানে তিনি অরুণাচল গ্যাস প্রাইভেট লিমিটেডের চেয়ারম্যান পদেও রয়েছেন। ফলে ভারতের গ্যাস বণ্টন ব্যবস্থার বিস্তৃত ক্ষেত্রেও তাঁর প্রভাব রয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে।শিল্প বিশেষজ্ঞদের মতে, এই নিয়োগের মাধ্যমে বিপিসিএল একদিকে যেমন প্রশাসনিক ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে চাইছে, তেমনই অন্যদিকে প্রযুক্তিনির্ভর আধুনিক কর্মসংস্কৃতির দিকে আরও এগোতে চাইছে। দীর্ঘ অভিজ্ঞতা ও সংস্থার অভ্যন্তরীণ কাঠামো সম্পর্কে গভীর ধারণা থাকার ফলে নায়ার সংস্থার স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে সক্ষম হবেন বলেই আশা করা হচ্ছে।বর্তমানে ভারতের জ্বালানি খাত দ্রুত পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। আন্তর্জাতিক বাজারের চাপ, নবায়নযোগ্য শক্তির দিকে ঝোঁক এবং প্রযুক্তিগত রূপান্তরের যুগে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলির উপর দায়িত্বও বে।ছে। এই পরিস্থিতিতে দক্ষ নেতৃত্ব এবং সুসংহত মানবসম্পদ নীতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।বিশেষজ্ঞদের মতে, আগামী দিনে নায়ারের নেতৃত্বে বিপিসিএল। কর্মী ধরে রাখা, দক্ষতা উন্নয়ন এবং ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহার আরও বা।ানোর দিকে জোর দিতে পারে। একই সঙ্গে দ্রুত বদলে যাওয়া জ্বালানি শিল্পের সঙ্গে তাল মিলিয়ে সংস্থাকে আরও গতিশীল ও প্রতিযোগিতামূলক করে তোলার প্রচেষ্টাও জারি থাকবে।সব মিলিয়ে, বৈশ্বিক জ্বালানি অনিশ্চয়তার আবহে বিপিসিএল-এর এই নেতৃত্ব পরিবর্তন শুধু একটি প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত নয়, বরং ভবিষ্য কৌশলগত প্রস্তুতির অংশ বলেই মনে করা হচ্ছে। সংস্থার

নিট-এর পর এবার সিইউইটি-তেও প্রযুক্তিগত বিপর্যয়, ফের প্রশ্নের মুখে দেশের পরীক্ষাব্যবস্থা

নয়াদিল্লি,১ জুন ঃ দেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রবেশিকা পরীক্ষাগুলির মধ্যে একটি সিইউইটি ইউজি ফের প্রযুক্তিগত সমস্যার জেরে বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে। জাতীয় পরীক্ষা সংস্থা বা এনটিএ (NTA)-র পরিচালনায় অনুষ্ঠিত এই কম্পিউটার-ভিত্তিক পরীক্ষায় একাধিক কেন্দ্রে হঠাৎ প্রযুক্তিগত ত্রুটি দেখা দেওয়ায় চরম ভোগান্তির শিকার হন হাজার হাজার পরীক্ষার্থী। নির্ধারিত সময়ের বহু পরে পরীক্ষা শুরু হওয়া, শেষ মুহূর্তে সময়সূচি বদল, কেন্দ্রের বাইরে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা-সব মিলিয়ে পরিস্থিতি কার্যত বিশৃঙ্খল হয়ে ওঠে। দেশজুড়ে বহু পরীক্ষার্থী এদিন উচ্চশিক্ষার ভবিষ্যৎ নির্ধারণকারী এই পরীক্ষায় অংশ নিতে সকাল সকাল নির্ধারিত কেন্দ্রে পৌঁছে গিয়েছিলেন। কিন্তু পরীক্ষা শুরুর আগেই তাঁদের জানানো হয় যে একাধিক কেন্দ্রে প্রযুক্তিগত ও যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে পরীক্ষা নেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। অভিযোগ উঠেছে, টিসিএস পরিচালিত পরিকাঠামোতেই মূল সমস্যার সৃষ্টি হয়েছিল। ফলে বেশ কয়েকটি কেঃদ্রে পরীক্ষা স্থগিত রাখতে বাধ্য হয় কর্তৃপক্ষ।পরীক্ষার্থীদের একাংশ জানান, সকাল ৯টায় পরীক্ষা শুরু হওয়ার কথা থাকলেও বহু কেন্দ্রে সকাল সাড়ে ১১টা পর্যন্ত পরীক্ষার্থীদের ভিতরে ঢুকতেই দেওয়া হয়নি। এর পরেও স্পষ্ট নির্দেশ না থাকায় অনিশ্চয়তা আরও বা।তে থাকে। বারবার বদলাতে থাকে পরীক্ষার সময় ও নির্দেশিকা। দুপুর ৩টার পরীক্ষাও পিছিয়ে দেওয়া হয় প্রায় এক ঘণ্টা। ফলে ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ ছ।িয়ে পড়ে। বিভিন্ন কেন্দ্রের বাইরে উত্তেজনা ও বিক্ষোভের ছবিও সামনে আসে। বহু পরীক্ষার্থী অভিযোগ করেন, মাসের পর মাস প্রস্তুতির পরে এভাবে শেষ মুহূর্তে পরীক্ষার সূচি ভেঙে প।া তাঁদের মানসিকভাবে ভেঙে দিয়েছে। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় সামান্য মানসিক চাপও ফলাফলে ব। প্রভাব ফেলতে পারে বলে মত তাঁদের। অনেকেই বলেন, পরীক্ষার আগে আমাদের ঘঃটার পর ঘন্টা বাইরে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়। কেউ স্পষ্টভাবে কিছু জানাচ্ছিল না। এই পরিস্থিতিতে কীভাবে পরীক্ষা দেব?এই ঘটনার পর রাজনৈতিক মহলেও শুরু হয়েছে তীব্র চাপানউতোর। বিরোধীরা কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে চরম প্রশাসনিক ব্যর্থতার অভিযোগ তুলেছে। সবচেয়ে কড়া প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন আম আদমি পার্টির নেতা আতিশি মারলেনা। তিনি বলেন, দেশের শিক্ষাব্যবস্থা এখন সম্পূর্ণ অব্যবস্থার শিকার। একের পর এক জাতীয় স্তরের পরীক্ষায় একই ধরনের সমস্যা সামনে আসছে, অথচ সরকার কোনও স্থায়ী সমাধান করতে পারছে না।আতিশি সম্প্রতি বাতিল হওয়া সিইউইটি ইউজি পরীক্ষার কথাও উল্লেখ করেন, যেখানে প্রশ্নফাঁসের অভিযোগে তীব্র বিতর্ক তৈরি হয়েছিল। পাশাপাশি SSC-সহ বিভিন্ন নিয়োগ পরীক্ষায় সার্ভার ক্র্যাশ, অনিয়ম এবং দুর্নীতির অভিযোগও সামনে এসেছে বলে তিনি দাবি করেন। তাঁর মতে, এই ধারাবাহিক ঘটনা দেশের পরীক্ষাব্যবস্থার বিশ্বাসযোগ্যতাকেই ধাক্কা দিচ্ছে।শিক্ষাবিদদের একাংশও উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। তাঁদের মতে, কম্পিউটার-ভিত্তিক পরীক্ষা

চালুর মূল উদ্দেশ্য ছিল স্বচ্ছতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি। কিন্তু বারবার প্রযুক্তিগত বিভ্রাট নতুন ধরনের অনিশ্চয়তা তৈরি করছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, শুধু প্রযুক্তিগত পরিকাঠামো নয়, জরুরি পরিস্থিতিতে দ্রুত যোগাযোগ ও বিকল্প ব্যবস্থা তৈরির ক্ষেত্রেও ব। ঘাটতি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।এদিকে এনটিএ জানিয়েছে, ক্ষতিগ্রস্ত পরীক্ষার্থীদের জন্য নতুন সময়সূচি ঘোষণা করা হবে এবং যাতে বাকি পরীক্ষাগুলি নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়, তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। পাশাপাশি অতিরিক্ত সময় দেওয়ার আশ্বাসও দেওয়া হয়েছে। তবে পরীক্ষার সময় পর্যাপ্ত তথ্য না পাওয়ায় যে ক্ষোভ তৈরি হয়েছে, তা সহজে কমবে না বলেই মনে করা হচ্ছে।সোশ্যাল মিডিয়াতেও ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়ার ঝড় উঠেছে। বহু পরীক্ষার্থী নিজেদের অভিজ্ঞতা তুলে ধরে লিখেছেন, দেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষাগুলিতে যদি বারবার এই ধরনের সমস্যা দেখা দেয়, তবে শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ কতটা নিরাপদ তা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যায়। শিক্ষা বিশেষজ্ঞদের মতে, এই ঘটনাগুলি শুধু পরীক্ষার স্বচ্ছতাকেই প্রশ্নের মুখে ফেলছে না, একই সঙ্গে দেশের উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থার উপর ছাত্রছাত্রীদের আস্থাকেও দুর্বল করছে। কোটি কোটি ছাত্রছাত্রীর ভবিষ্যৎ নির্ধারণকারী পরীক্ষাগুলিতে প্রযুক্তিগত নিরাপত্তা, স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহি নিশ্চিত করা এখন সময়ের সবচেয়ে বড় দাবি। ফলে সিইউইটি ইউজি-র এই প্রযুক্তিগত বিপর্যয় আবারও প্রমাণ করল, দেশের জাতীয় স্তরের

রোটারি ক্লাব দুর্গাপুর সেন্ট্রাল ও আইকিউ সিটি হাসপাতাল আয়োজিত বিনামূল্যে স্বাস্থ্য শিবির

দুর্গাপুর, ১ জুন ঃ ০১-০৬-২৬ রোটারি ক্লাব অফ দুর্গাপুর সেন্ট্রাল, আইকিউ সিটি হাসপাতালের সহযোগিতায়, ১ লা জুন ২০২৬ তারিখে বাঁকুড়া জেলার বড়জোড়া ব্লকের বারজোড়া টিকোরগ্রাম, এ একটি বিনামূল্যে মেডিকেল স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির সফলভাবে আয়োজন করে। শিবিরে মেডিসিন এবং চক্ষু পরিচর্যা সহ সম্পূর্ণ স্বাস্থ্য পরীক্ষা প্রদান করা হয়। আইকিউ সিটি হাসপাতালের বিশেষজ্ঞ চিকিসকরা উন্নত চিকিৎসা সেবা প্রদান করেন। আজকের মেডিকেল ক্যাম্পের ফলে মোট ৮০ জন ব্যক্তি সম্পূর্ণ পরীক্ষা, বিনামূল্যে প্রাথমিক ওষুধ এবং পুষ্টিকর খাবার পেয়েছেন। এছাড়াও, রোটারি ক্লাব অফ দুর্গাপুর স্রোলের সাথে কাজ করে আইকিউ সিটি হাসপাতাল নির্বাচিত ১৫ জন ছানি আক্রান্ত রোগীকে বিনামূল্যে ছানি

অপারেশন এবং যাতায়াতের সুবিধা প্রদান করছে। রোটারি ক্লাবের Service Above Self নীতিবাক্য এই প্রকল্পে প্রতিফলিত হয়েছে, যা সমাজসেবায় সংগঠনের প্রতিশ্রুতি প্রদর্শন করে। স্থানীয় লোকজন স্বাস্থ্য পরিষেবার জন্য প্রচুর ভীড় জমিয়ে ছিল।

নৈহাটিতে বিজেপির নতুন পার্টি অফিস

১ জুন ঃ ভারতীয় জনতা পার্টি নৈহাটি মন্ডল-১-এর দলীয় কার্যালয়ের শুভ সূচনা করলেন ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের যোগ্য উত্তরসূরি মাননীয় বিধায়ক সুমিত্র চট্টোপাধ্যায় এবং মাননীয় জেলা সভাপতি তাপস ঘোষের করকমলে শুভ সম্পন্ন হয়।অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য মহিলা মোর্চার সভানেত্রী শ্রীমতী ফাল্গুনী পাত্র, জেলা সাধারণ সম্পাদকদ্বয় রূপক মিত্র ও শর্মিষ্ঠা দে।অনুষ্ঠানের প্রধান আয়োজক ছিলেন বিনোদ গোঁড়, বিনোদ সিং, বিজয় সাউ, বিনোদ কুমার সাউ, বিনোদ সাউ, বীরেন্দ্র বর্মা, শ্যাম পাল, মুরলী পণ্ডিত, কানহাই দাস এবং বিনোদ দাস। মণ্ডল বিজেপির সাধারণ সম্পাদক গোপাল প্রামাণিক ও যুব সভাপতি অর্ণব রায় সফলভাবে অনুষ্ঠানটির শুভ পরিচালনা করেন।

নাম পরিবর্তন

আমি, উত্তম মাইতি, পিতা- শ্রী নিমাই চন্দ্র মাইতি, এতদ্বারা ঘোষণা করছি যে আমার পূর্বতন নাম ছিল 'উত্তম মাহাতো' এবং বর্তমানে আমি সকলের কাছে 'উত্তম মাইতি' নামে পরিচিত। আমার এই উভয় নাম এবং সেই সাথে আমার পিতার নামের বিভিন্ন বানানগত তারতম্য যেমন NIMAI MAHATO, NEMAI CH MAITY অথবা NIMAI CH MAITY আসলে এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি অর্থা আমাকেই নির্দেশ করে। এই বিষয়টি স্পষ্টীকরণের জন্য উত্তর ২৪ পরগনার ব্যারাকপুরের মাননীয় জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, 4th কোর্ট সম্মুখে গত ০৮.০৫.২০২৬ তারিখে একটি হলফনামা যথাযথভাবে সম্পাদন করা হয়েছে।

নাম পরিবর্তন

আমি আব্দুল মুগনী মন্ডল, পিতা মৃত আজিজেল মন্ডল, সাং ভাতগাছি, পোঃ রানাবন্ধ, থানা চাপড়া জেলা নদিয়া,In The Court Of Ld. Judicial Magistrate (1st Class) at Krishnagar, Nadia ০২.১২.২০২৫ তারিখের এর আদেশ বলে Sl.No. - 91 এর আদেশ বলে ৭৩ নং চাপড়া বিধানসভা নির্বাচন ক্ষেত্রের ভাতগাছি গ্রামের ২০০২ সালের নির্বাচন তালিকা ভুক্ত ১৯৭ ক্রমিক নং WB11073246791 এর নির্বাচকের নাম ঠান্ডু মন্ডল পিতা - মৃত আজিজেল মন্ডল ২০২৫ সালের ঐ গ্রামের ৮২ নং চাপড়া নির্বাচন ক্ষেত্রে নির্বাচন তালিকা ভুক্ত ৪১৭ সিরিয়াল ভুক্ত SLY 2547875এর ক্রমিক নং - W আজিজেল মন্ডল, ২০২ ০২৫ সালের ঐ গ্রামের ৮২ নং সিরিয়াল। ক্ষেত্রে ভুক্ত SLY25 (২৫৪৭৮৭৫ এর নির্বাচকের নাম আব্দুল মুগনী মন্ডল। এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন

আমি -INTIYAJUDDIN SHIKDAR পিতা মৃত-RAKIB SHIKDAR ঠিকানা গ্রামপোস্ট-BHAGRA, থানা-MONTESWAR, জেলা-PURBA BARDHAMAN ,পিন-৭১৩৪২২, আমার প্রকৃত নাম- INTIYAJUDDIN SHIKDAR আমার পুত্রের জন্ম প্রমাণপত্রে আমার নাম-INTAZ SIKDER উল্লেখ আছে, গত -১৯০৫২০২৬ তারিখে প্রথম শ্রেণীর জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত কালনা, পূর্ব বর্ধমান এর এফিডেভিটে আমি-INTIYAJUDDIN SHIKDAR * INTAZ SIKDER ,So-RAKIB SHIKDAR একই ব্যক্তি হলাম।

NAME CHANGE

I, Anarkali Khatun Sekh (old name) W/o- Asraf Sekh residing at Khajuri, Ghateswar, Dhubulia, Dist-Nadia, Pin-741154 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from ANARKALI KHATUN SEKH to ANARKALI BIBI SEKH and henceforth I shall be known as ANARKALI BIBI SEKH (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the first class judicial Magistrate at Krishnanagar, Nadia dated 15/05/2026. ANARKALI KHATUN SEKH (old name) and ANARKALI BIBI SEKH (new name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Sajahan Sheikh S/o Late Najir Hossain residing at Vill-16 Nirupama Debi Road, Dangapara South, P.O.-Berhampore, P.S-Berhampore, Dist-Murshidabad,pin -742101, W.B. do hereby solemnly affirm & declare my Father's actual name is Najir Hossain instead of Najir Seikh & Najir Sk which is wrongly written in his voter card. Being no.WB/07/0472005, affidavit sworn before the Ld. Executive Magistrate S.D.E.M(S)Court at Berhampore, Murshidabad dated 13/02/2026. Najir Hossain and Najir Sheikh & Najir Sk both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Swapna Bhattacharya (old name) W/o- Sanjay Bhattacharya residing at 2 no Sri krishna Sanyal Lane, Khagea, Berhampore, , Dist-Murshidabad, Pin-742103 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from SWAPNA BHATTACHARYA to SWAPNA BHATTACHARJEE and henceforth I shall be known as SWAPNA BHATTACHARJEE (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary public at Murshidabad dated 01/06/2026. SWAPNA BHATTACHARYA (old name) and SWAPNA BHATTACHARJEE (new name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Ashim Kumar Halder, S/o Late Bidhan Halder (who died on 11.05.2025), residing in 179 South Masunda, Near Jhilmil Park,New Barrackpur,P.O & P.S. New Barrackpur,North 24 Parganas,Kolkata-700131, do declare that Bidhan Chandra Halder and Bidhan Halder are same and one identical person. Vide affidavit no. 967/26 sworn before Notary Public at Barasat on 25.05.2026

NAME CHANGE

I, MD BASIR LAYEK, S/O- MD SIRAJ LAYEK, resident of Rasikpur,Layek Para, P.O.- Burdwan Sadar, P.S.- Burdwan Sadar, Dist.-Purba Bardhaman, West Bengal, PIN-713101, do hereby declare that I have changed my name and shall henceforth be known as MOHAMMAD BASIR LAYEK vide Affidavit No.-56 dated 01/06/2026 sworn before the Notary Public at Purba Bardhaman.That MD BASIR LAYEK and MOHAMMAD BASIR LAYEK both are same and one identical person

নাম পরিবর্তন

আমি Ajarul Sekh, S/O Late Nejar Sk, গ্রামঃ রতনপুর, পোঃ বলিয়াপলসা, থানাঃ মুরারই, বীরভূম ৭৩১২১৯, পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা। আমার আসল নাম Ajarul Sekh যা আমার আধার কার্ড, এবং ছেলে Sipon Saikh এর আধার কার্ডে লিপিবদ্ধ রয়েছে। আবার আমার ছেলের পশ্চিমবঙ্গ বোর্ড অফ হাইয়ার সেকেন্ডারি এডুকেশন সার্টিফিকেটে আমার নাম Azarul Sekh লিপিবদ্ধ রয়েছে। ২৭.০৫.২০২৬ তারিখ রামপুরহাট এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের এফিডেভিট বলে ঘোষণা করছি Ajarul Sekh and Azarul Sekh, S/O Lt.Najar Sk এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

NAME CHANGE

I, Soubhik Dutta (Old Name) S/O– Shyamal Dutta resident of Shibchandra Pal Lane , Santipur , Nadia , West Bengal, Pin-741404 do hereby declared that I have changed my name from Soubhik Dutta to Souvik Dutta and henceforth I shall be known as Souvik Dutta (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 07/05/2026. My name Souvik Dutta & Soubhik Dutta both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Shyamal Kumar Dutta (Old Name) S/O–Shambhucharan Dutta resident of Shibchandra Pal Lane , Santipur , Nadia , West Bengal, Pin-741404 do hereby declared that I have changed my name from Shyamal Kumar Dutta to Shyamal Dutta and henceforth I shall be known as Shyamal Dutta (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 07/05/2026. My name Shyamal Dutta & Shyamal Kumar Dutta both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Yashodha Vishwas (Old Name) W/O– Binay Biswas resident of Ajtullanagar, Chhitka, Tehatta, Dist-Nadia , West Bengal, Pin-741163 do hereby declared that I have changed my name from Yashodha Vishwas to Jasoda Biswas and henceforth I shall be known as Jasoda Biswas (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 01/06/2026 . My name Jasoda Biswas & Yashodha Vishwas both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Vinay Vishwas (Old Name) S/O–Bimalkrishna Biswas resident of Ajtullanagar, Chhitka, Tehatta, Dist-Nadia , West Bengal, Pin-741163 do hereby declared that I have changed my name from Vinay Vishwas to Binay Biswas and henceforth I shall be known as Binay Biswas (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 01/06/2026 . My name Binay Biswas & Vinay Vishwas both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Papia Majumdar Ghatak (Old Name) W/O–Asit Majumdar resident of Shitalpur, Molandi, Kaliganj, Dist-Nadia , West Bengal, Pin-741156 do hereby declared that I have changed my name from Papia Majumdar Ghatak to Papiya Majumdar and henceforth I shall be known as Papiya Majumdar (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 01/06/2026 . My name Papiya Majumdar & Papia Majumdar Ghatak both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Tarak Chandra Barai (Old Name) S/O-Ambika Barai resident of Kanthalia, Nandanpur, Karimpur, Nadia, West Ben-gal, Pin-741165 do hereby declared that I have changed my name from Tarak Chandra Barai to Tarak Barai and henceforth I shall be known as Tarak Barai (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 19/12/2025. My name Tarak Barai & Tarak Chandra Barai both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Reetu Singh, W/o Late Ashutosh Singh, residing at Raghav Residency BL-2, FL-5D, 493/B G.T. Road, Shibpur, Haora (M.Corp), Howrah, West Bengal - 711102, declare that my name is recorded as **"Reetu Singh"** in my Class X marksheet, whereas my actual and correct name is **Ritu Singh.** Both names refer to one and the same person. Henceforth, I shall be known as **Ritu Singh,** as declared before the Notary Public / First Class Judicial Magistrate Court, Alipore, West Bengal, vide Affidavit No. 439.

NAME CHANGE

Md Mansur Ali S/O–Late Samsul Haque resident of Beldanga, Hatpara, College Road, Beldanga, Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742133 do hereby declared that I have changed my father's name from Chhamal Sk & Samsul Sekh (old name) to Samsul Haque (new name) and henceforth my father's name shall be known as Samsul Haque (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 27/05/ 2026 . My father's name Samsul Haque (new name) & (old name) Chhamal Sk & Samsul Sekh both are same and one identical person

NAME CHANGE

I, Mohibul Islam (Old Name) S/O–Sirajul Islam resident of Vill - Hossainnagar , Po-Kolan Radhakantapur, Ps-Bhagwangola, Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742123 do hereby declared that I have changed my name from Mohibul Islam to Mahibul Islam and henceforth I shall be known as Mahibul Islam (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 26/05/ 2026. My name Mahibul Islam & Mohibul Islam both are same and one identical person

NAME CHANGE

I, Robiul Islam (Old Name) S/O–Abul Hossain Shah resident of Vill - Balarampur , Po-Kolan Radhakantapur, Ps-Bhagwangola, Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742123 do hereby declared that I have changed my name from Robiul Islam to Rabiul Islam and henceforth I shall be known as Rabiul Islam (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 26/05/ 2026. My name Rabiul Islam & Robiul Islam both are same and one identical person

NAME CHANGE

I, Sarifannesha (Old Name) W/O–Ainal Hoque resident of Vill –Natun Mahendrapur , Po-Daharpar, Ps-Suti, Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742201 do hereby declared that I have changed my name from Sarifannesha to Sorifon Nesha and henceforth I shall be known as Sorifon Nesha (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 01/06/2026 . My name Sorifon Nesha & Sarifannesha both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Mahabbat Sk (Old Name) S/O–Mahasin Sekh resident of Nischintapur Dakshinpara, Gopinathpur, Beldanga, Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742134 do hereby declared that I have changed my name from Mahabbat Sk to Mohabat Ali Sk and henceforth I shall be known as Mohabat Ali Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 01/06/2026 . My name Mohabat Ali Sk & Mahabbat Sk both are same and one identical person

NAME CHANGE

I, Jannatul Ferdous (Old Name) W/O–Kazi Samsur Zaman resident of Vill -Kazipara , Po-Kamnagar, Ps-Saktipur, Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742405 do hereby declared that I have changed my name from Jannatul Ferdous to Zannatul Ferdous and henceforth I shall be known as Zannatul Ferdous (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the S.D.E.M (1st class) Berhampore court dated on 17/05/2026 . My name Zannatul Ferdous & Jannatul Ferdous both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Jarina Bibi (Old Name) W/O–Jaru Khan resident of Matiari-, Kaliganj, Dist-Nadia , West Bengal, Pin-741153 do hereby declared that I have changed my name from Jarina Bibi to Zarina Khan and henceforth I shall be known as Zarina Khan (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 01/06/2026 . My name Zarina Khan & Jarina Bibi both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Md Golam Ambia (Old Name) S/O–Golam Kibria resident of Vill - Takipur , Po-Kogram, Ps-Nalhati, Dist-Birbhum , West Bengal, Pin-731220 do hereby declared that I have changed my name from Md Golam Ambia to Golam Ambia and henceforth I shall be known as Golam Ambia (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 01/06/2026 . My name Golam Ambia & Md Golam Ambia both are same and one identical person

ভয়াবহ দুর্ঘটনায় প্রাণ হারাল ৪ বছরের শিশু, আহত আরও ১

নিজস্ব প্রতিনিধি, নদীয়া, ১ জুন ঃ নদীয়ার কোতোয়ালি থানা এলাকার মুক্তিনগর সংলগ্ন জাতীয় সড়ক-১২-তে (এনএইচ-১২) এক মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক শিশু শিক্ষার্থীর। একই ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছে আরও এক শিশু। সোমবার সকালে ঘটে যাওয়া এই দুর্ঘটনার খবরে গোটা এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। হাসপাতাল ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, মৃত শিক্ষার্থীর নাম রাজশ্রী বিশ্বাস (৪)। আহত শিক্ষার্থীর নাম প্রিত্রিজা পাল (৪)। তারা দু'জনেই কোতোয়ালি থানার পালপাড়া এলাকার বাসিন্দা এবং স্থানীয় শহীদ ক্ষুদিরাম স্কুলের ছাত্রী ছিল। সোমবার সকালে দুই শিশু তাদের অভিভাবকের সঙ্গে মোটরবাইকে চড়ে স্কুলে যাচ্ছিল। মুক্তিনগর সংলগ্ন জাতীয় সড়ক-১২-তে পৌঁছলে বাইকটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সামনে চলন্ত একটি গাড়ির পিছনে সজোরে ধাক্কা মারে। সংঘর্ষের তীব্রতায় দুই শিশু গুরুতরভাবে আহত হয়। দুর্ঘটনার পর স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে এসে উদ্ধারকাজে হাত লাগান এবং আহতদের শক্তিনগর জেলা হাসপাতালে নিয়ে যান। হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক রাজশ্রী বিশ্বাসকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। অপরদিকে আহত প্রিত্রিজা পালকে হাসপাতালে ভর্তি করে চিকিৎসা শুরু করা হয়েছে। তার শারীরিক অবস্থার উপর চিকিৎসকরা নজর রাখছেন বলে হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে। এই হৃদয়বিদারক ঘটনায় মৃত শিশুর পরিবারে নেমে এসেছে শোকের ছায়া। এলাকার বাসিন্দারাও ঘটনায় গভীরভাবে মর্মাহত। স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং সহপাঠীদের মধ্যেও শোকের আবহ দেখা দিয়েছে। ঘটনার খবর পেয়ে কোতোয়ালি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করেছে। কী কারণে দুর্ঘটনাটি ঘটল এবং বাইকের গতি বা অন্যান্য কোনও বিষয় এর সঙ্গে জড়িত ছিল কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পুলিশের প্রাথমিক তদন্তের পাশাপাশি দুর্ঘটনার প্রকৃত কারণ অনুসন্ধানের কাজও চলছে।

টানা ৫ দিন দুর্গাপুর ব্যারেজে যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ! বিকল্প রুট-সহ খুঁটিনাটি

নিজস্ব প্রতিনিধি, দুর্গাপুর, ১ জুন ঃ দুর্গাপুর ব্যারেজের স্বাস্থ্য ফেরাতে এবার বড়সড় পদক্ষেপ করতে চলেছে প্রশাসন। ব্যারেজে জরুরি মেরামত এবং নতুন স্পিলওয়ে গেট বসানোর জন্য দেওয়া হয়েছে গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশিকা। জানানো হয়েছে আগামী ৫ জুন থেকে ৯ জুন পর্যন্ত টানা পাঁচ

দিন রাতের বেলা সম্পূর্ণ যান চলাচল বন্ধ থাকবে। জেলা প্রশাসন ও সেচ দফতর সূত্রে খবর, প্রতিদিন রাত ১১ টা থেকে পরদিন ভোর ৪ টা পর্যন্ত দুর্গাপুর ব্যারেজ রোডে কোনওরকম গাড়ি চলতে দেওয়া হবে না। কী কী কাজ হবে এই পাঁচ দিনে, সেই বিষয়টিও পরিষ্কার করে দেওয়া হয়েছে। সেচ দফতরের আধিকারিকরা জানিয়েছেন, এই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মূলতঃ তিনটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ সেরে ফেলা হবে। যার মধ্যে রয়েছে ব্যারেজে সম্পূর্ণ নতুন স্পিলওয়ে গেট স্থাপন করা। এছাড়াও পুরনো এবং দীর্ঘদিন ধরে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকা গেটগুলি প্রতিস্থাপন করা হবে। পাশাপাশি ট্রেসল ব্রিজের রং এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক মেরামতের কাজ শেষ করা হবে। প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, এই মেরামতির জন্য ভারী যন্ত্রপাতি এবং বড় ক্রেন দিয়ে লিফটিং- এর কাজ করতে হবে। দিনে বা সচল রাস্তায় এই কাজ করা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। তাই যেকোনও ধরণের বড়সড় দুর্ঘটনা এড়াতে এবং কর্মরত শ্রমিকদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতেই রাতের এই সময়টুকুকে বেছে নেওয়া হয়েছে। তার জন্য সম্পূর্ণ ট্রাফিক ব্লক করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। তবে এই দিনগুলির জন্য বিকল্প পথও রয়েছে। এই পাঁচ দিন রাতে ব্যারেজ রোড বন্ধ থাকায় সাধারণ মানুষ, নিত্যযাত্রী এবং পণ্যবাহী গাড়ির চালকদের চরম ভোগান্তি এড়াতে আগেভাগেই বিকল্প রাস্তা ব্যবহারের পরামর্শ দিয়েছে প্রশাসন। ব্যারেজের রাস্তার বদলে বাঁকুড়া-রানীগঞ্জ রোড, অথবা অন্ডাল-উখড়া রুট ব্যবহার করে গন্তব্যে পৌঁছানো যাবে। জরুরি প্রয়োজন ছাড়া এই পাঁচ দিন রাতে ট্রাফিক গাইডলাইন মেনে চলতে অনুরোধ করা হয়েছে।

কাঁসাই নদীতে তলিয়ে গিয়ে মর্মান্তিক মৃত্যু হল তিন কিশোরের

নিজস্ব প্রতিনিধি, খড়গপুর, ১ জুন ঃ নদীতে স্নান করতে যাওয়াই কাল হল। জলের গভীরতা বুঝতে না পেরে কাঁসাই নদীতে তলিয়ে গিয়ে মর্মান্তিক মৃত্যু হল তিন কিশোরের। মর্মান্তিক এই ঘটনাটি ঘটেছে কাঁসাই নদীর অনিকেত বাঁধ এলাকায়। মৃত তিন কিশোর পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার খড়গপুর শহরের বাসিন্দা বলে জানা গেছে। চোখের সামনে বন্ধুদের এমন ভয়াবহ পরিণতিতে শোকস্তব্ধ বাকি তিন বন্ধু-সহ সকলে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সকালে খড়গপুর শহর থেকে ওই ছয় জন বন্ধু মিলে কাঁসাই নদীর অনিকেত বাঁধের কাছে স্নান করতে এসেছিল। নদীর ওই অংশে জলের গভীরতা অনেকটাই বেশি ছিল, যা ওই কিশোরদের পক্ষে বাইরে থেকে বোঝা সম্ভব হয়নি। তারা ভেবেছিল অগভীর জলে স্নান করে খুব ভালভাবেই হয়ত তারা পাড়ে উঠে আসতে পারবে। কিন্তু জলে নামার পরেই আসল বিপত্তি ঘটে। জলের তোড়ে তারা আচমকাই তলিয়ে যেতে শুরু করে। এই সময়ে একে অপরকে বাঁচানোর জন্য নিজেদের মধ্যে টানাটানি করতে গিয়েই ওই তিনজন জলের গভীরে তলিয়ে যায়। এই ভয়াবহ পরিস্থিতি চোখের সামনে দেখে বাকি তিন বন্ধু আতঙ্কিত হয়ে পাগলের মতো চিৎকার শুরু করে দেয়। তাদের সেই আর্তনাদ শুনে দ্রুত ছুটে আসেন আশেপাশের স্থানীয় বাসিন্দারা। স্থানীয়রাই প্রাথমিকভাবে জলে নেমে তাদের উদ্ধারের কাজে হাত লাগান। পাশাপাশি, তড়িঘড়ি খবর দেওয়া হয় স্থানীয় পুলিশ প্রশাসনকেও এবং ইতিমধ্যেই পুলিশ এই ঘটনার খবর পেয়েছে। ঘটনাস্থলে উপস্থিত এলাকার এক স্থানীয় বাসিন্দা জানান, সকালে ওই ছয় জন ছেলেই নদীতে স্নান করার উদ্দেশ্যে এসেছিল। জলের গভীরতা ঠিক কতটা, তা একেবারেই বুঝতে না পারার কারণেই এই ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটে গেছে বলে তিনি মনে করছেন। এই মর্মান্তিক ঘটনায় গোটা এলাকায় নেমে এসেছে গভীর শোকের ছায়া।

মমতার সংস্রব এড়াচ্ছেন মুর্শিদাবাদের তৃণমূল বিধায়করা

মিঠুন হালদার, মুর্শিদাবাদ, ১ জুন ঃ একসময় তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা ব্যানার্জির ডাক পাওয়ার জন্য মুখিয়ে থাকতেন তাঁর দলের বিধায়ক থেকে শুরু করে সাধারণ নেতাকর্মীরা। রাজ্যে রাজনৈতিক পালা বদলের পর তিনি বারবার রবিবার দলের একটি বৈঠকে নির্বাচিত বিধায়কদের ডাকলেও সাড়া দিলেন না বেশিরভাগ জনপ্রতিনিধি। এই ঘটনার পরেই জোর জল্পনা শুরু হয়েছে তৃণমূলের পরিষদীয় দলের ভবিষ্যত নিয়ে। ২০২১-এর বিধানসভা নির্বাচনে মুর্শিদাবাদ জেলার ২২টি আসনের মধ্যে কুড়িটি আসনে জয়লাভ করেছিল তৃণমূল কংগ্রেস। তৃণমূল কংগ্রেসের সেই 'সুদিনের' সময়ে অভিষেক ব্যানার্জি বা মমতা ব্যানার্জি কলকাতায় কোনও বৈঠকের ডাক দিলে মুর্শিদাবাদ জেলা থেকে ডাক পাওয়া সমস্ত বিধায়করা প্রায় একদিন আগে থেকেই কলকাতায় হোটেল ভাড়া করে থাকতে চলে যেতেন, যাতে দলের সুপ্রিমোর বৈঠকে সঠিক সময়ে পৌঁছাতে পারেন এবং পিছনের সারিতে বসতে না হয়। ২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনে মুর্শিদাবাদ জেলায় ২২ টি আসনের মধ্যে আটটি আসন থেকে জয়ী হয়েছে বিজেপি প্রার্থীরা। অন্যদিকে কংগ্রেস পেয়েছে দু'টি আসন, একটি আসন দখল করেছে সিপিএম। জেলায় এই মুহূর্তে তৃণমূল কংগ্রেসের ১১ জন বিধায়ক থাকলেও দল আর রাজ্যে ক্ষমতায় না থাকায় দলের সর্বোচ্চ নেতৃত্বের ডাকে সাড়া দেওয়ার প্রয়োজন অনুভব করেননি বিধায়করা। রবিবার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে তৃণমূল কংগ্রেসের পরিষদীয় দলের বৈঠক ডাকা হয়েছিল। দলের ৮০ জন বিধায়কের মধ্যে মাত্র ২০ জন সেখানে উপস্থিত ছিলেন। 'কোরাম' না হয় সেই বৈঠক বাতিল করে দিতে বাধ্য হন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা ব্যানার্জি এবং তৃণমূলের পরিষদীয় দলনেতা শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। সূত্রের খবর, রবিবার কলকাতার কালীঘাটের বৈঠকে মুর্শিদাবাদ জেলা থেকে নির্বাচিত তৃণমূল কংগ্রেসের একজন বিধায়কও উপস্থিত ছিলেন না। জেলা তৃণমূলের অন্দরে কান পাতলেই শোনা যাচ্ছে, বিগত সরকারের আমলে বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পে হওয়া দুর্নীতি তদন্তে পুলিশ যেভাবে সক্রিয় হয়ে উঠেছে এবং একের পর এক তৃণমূল নেতা গ্রেপ্তার হচ্ছেন তাতেই অনেক তৃণমূল বিধায়ক 'ভীত' হয়ে পাচ্ছেন। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর বৈঠকে যোগ দিতে গেলে তৃণমূল বিধায়কদের বিরুদ্ধে জেলা পুলিশ আরও সক্রিয় হয়ে উঠতে পারে, সেই আতঙ্কেই গতকাল থেকে মুর্শিদাবাদের অনেক বিধায়ক নিজেদের মোবাইল ফোন অফ রেখেছেন অথবা অজানা নম্বর থেকে আসা ফোন ধরছেন না। আবার অনেক বিধায়ক তৃণমূল সুপ্রিমোর বৈঠকে না যাওয়ার বিভিন্ন 'অজুহাত' তৈরি করে রেখেছেন। দলের সুপ্রিমোর ডাকা রবিবারের বৈঠকে না যাওয়ার কারণ জানতে চাইলে সুতির তৃণমূল বিধায়ক ইমানী বিশ্বাস বলেন, আমি এখনও তৃণমূল কংগ্রেসেই আছি। রবিবার নিজের এলাকায় কিছু কাজ নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম। সেই কারণে আমার পক্ষে বৈঠকে যাওয়া সম্ভব হয়নি। এর পেছনে অন্য কোনও কারণ নেই। অন্যদিকে সাগরদিঘির তৃণমূল বিধায়ক বাইরন বিশ্বাসকে রবিবারের দলীয় বৈঠকে অনুপস্থিতির কারণ জানতে চাইলে ফোন করা হলে তিনি ফোন ধরেননি। তাঁর এক আপ্তসহায়ক বলেন, এমএলএ সাহেবের শরীর খারাপ, তাই তিনি বৈঠকে যেতে পারেননি। অন্যদিকে এই বিষয় নিয়ে প্রতিক্রিয়ার জন্য বিগত সরকারের আমলে বিদ্যুৎ দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী তথা এবার রঘুনাথগঞ্জ থেকে নির্বাচিত তৃণমূল বিধায়ক আখরুজ্জামানকে ফোন করা হলে তিনি ফোন ধরেনি। লালগোলা এবং সামশেরগঞ্জের প্রথমবারের তৃণমূল বিধায়ক যথাক্রমে আব্দুল আজিজ এবং নুর আলমকে ফোন করা হলেও তাঁরা কেউ ফোন ধরে উত্তর দেননি। সংবাদ মাধ্যমের তোলা প্রশ্ন সকলেই এড়িয়ে চলতে শুরু করেছেন। জেলা তৃণমূলের এক নেতা বলেন, তৃণমূল দলের শীর্ষ নেতৃত্বের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে মুর্শিদাবাদের কোনও তৃণমূল নেতা আর বিজেপি নেতৃত্ব বা পুলিশ প্রশাসনের বিরাগভাজন হতে চাইছেন না। এই কারণে সকলে নিজের নিজের এলাকায় 'লো প্রোফাইল' বজায় রেখে আপাতত কাজ করেছে বলে জানা গেছে। বিজেপি দল বদলের জন্য দরজা একবার খুলে দিলে মুর্শিদাবাদের প্রায় সমস্ত তৃণমূল বিধায়কই দল পরিবর্তন করে নেবেন। গোটা বিষয়কে নিয়ে প্রতিক্রিয়ার জন্য তৃণমূল কংগ্রেসের বহরমপুর মুর্শিদাবাদ সাংগঠনিক জেলা সভাপতি অপূর্ব সরকারকে ফোন করা হলে তিনি বলেন, এই সম্পর্কে আমার কাছে কোনও তথ্য নেই। আমি জানি না কে গিয়েছিল আর কে যায়নি। তৃণমূল বিধায়কদের এই 'অদ্ভুত' আচরণ নিয়ে প্রতিক্রিয়া দিতে গিয়ে বিজেপির বহরমপুর সাংগঠনিক জেলা সভাপতি মলয় মহাজন বলেন, রাজ্যে পরিবর্তনের আভাস সব থেকে আগে দিয়েছিলো মুর্শিদাবাদের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ। এবারের নির্বাচনে মুর্শিদাবাদ জেলা থেকে তৃণমূলের যে কয়েকজন বিধায়ক হয়েছেন তাঁদের বেশিরভাগ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের। তাঁরা এখন ভাবছে দলে থাকলে কী পাবো আর দল ছাড়লে কী পাবো। তৃণমূল বিধায়করাও নিজেদের মধ্যে গোপনে এই নিয়ে আলোচনা চালাচ্ছেন বলে আমরা খবর পেয়েছি। তৃণমূলের অন্দরেই এখন দলের বিরুদ্ধে ক্ষোভ চরমে। বিধায়করা শক্ত-পোক্ত করে 'টান' মারার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। হঠাৎ করেই একদিন সকলের ক্ষোভ প্রকাশ্যে চলে আসবে।

মিউটেশন আবেদনকারী রায়তের নামঃ
১) দরকাজ ললিত বাহাদুর গুরুং
২) জেরম তামাং ও জি ওফ্রে তামাং
আমোক্তারনামা দাতাঃ
১) সুশীল সরকার
২) বুধানী ওরাও, বেনো ওরাও, বাদো ওরাও
আমোক্তারনামা নং ও সনঃ
১) I- 5520 তাং ২৯.০৯.২০২৩
২) I- 1254 তাং ২০২৫
আমোক্তারনামা বলে দলিল ও জমির তপশিলঃ ১) I- 5995 তাং ২০২৫ ব্লক - খড়িবাড়ি মৌজা- ভাঙ্গরভিটা দাগ- 267 খতিয়ান নং 807 জেলা- দার্জিলিং
২) I- 4694 তাং ২০।০৬।২০২৫ ব্লক - খড়িবাড়ি জেলা- দার্জিলিং মৌজা- বুড়াগঞ্জ দাগ- 133 খতিয়ান নং- 102, 103, 104
উপরিউক্ত তফশিলে উল্লেখিত দলিল বলে আবেদনকৃত মিউটেশন কেসে কোন আপত্তি থাকলে ৩০ দিনের মধ্যে BL & LRO অফিস, খড়িবাড়ি, দার্জিলিং-এ যোগাযোগ করুন।

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল শ্রী শ্যামসুন্দর দত্ত, পিতা- হারাধন দত্ত, সাং- দফরপুর, থানা-ডোমজুড়, জেলা- হাওড়া ৭১১৪০৫। এ্যাঃ ডিঃ সাব রেঃ ডোমজুড় অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত ২৯১/১১, ১২২/০৯, ২৭০/০৯, ২০১/ ২০ ও ২৫০২/ ২৩ নং আমমোক্তার নামা দলিল দ্বারা ডোমজুড় থানার অন্তর্গত, মৌজা দফরপুর, জে.এল, ৩৮, এলআর, ৯৯৭ নং খতিয়ানে, আরএস, ও এলআর ১৭০৭ও ১৭০৭/ ৩৪০৩ নং দাগে ২.৬১ শতক সম্পত্তি এ্যাঃ ডিঃ সাব রেঃ ডোমজুড় অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ৮৮৩/ ২৪ ও ৮৮৫/ ২৪ নং বিক্রয় কোবালা দলিল দ্বারা অনিল কুমার হাতী-এর পক্ষে নিযুক্ত আমমোক্তার শ্রী চন্দন চ্যাটার্জ্জী -এর নিকট হইতে খরিদ করিয়া নিজ নামে রেকর্ডভুক্ত করিবার আবেদন জানিয়েছেন। ইহাতে কাহারও কোন আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার এক মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বি.এল, এ্যান্ড এল.আর.ও ডোমজুড় অফিসে আসিয়া আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্যকরী হইবে।

GOURI GHOSH (Advocate).
Howrah Judges Court.

মহিলাদের জন্য বাসযাত্রা সম্পূর্ণ বিনামূল্যে, এনবিএসটিসিকে সাড়ে ১২ কোটি টাকার ভর্তুকি রাজ্যের

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১ জুন ঃ রাজ্য সরকারের ঘোষণামতো ১ জুন থেকে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের (এনবিএসটিসি) বাসে মহিলা যাত্রীদের জন্য সম্পূর্ণ বিনামূল্যে যাতায়াতের সুবিধা চালু হল। এই নতুন ব্যবস্থার ফলে বিপুল সংখ্যক মহিলা যাত্রী সরাসরি উপকৃত হবেন বলে মনে করা হচ্ছে। তবে একই সঙ্গে পরিবহণ নিগমের আয়ের উপর যে প্রভাব পড়তে পারে, সেই বিষয়টিও মাথায় রেখে আগাম আর্থিক সহায়তার ব্যবস্থা করেছে রাজ্য সরকার। মহিলাদের ভাড়া মকুবের ফলে যাতে নিগমের আর্থিক কর্মকাণ্ডে কোনও সমস্যা না হয়, তার জন্য পরিবহণ দফতরের পক্ষ থেকে প্রায় সাড়ে ১২ কোটি টাকা অতিরিক্ত ভর্তুকি বরাদ্দ করা হয়েছে। নিগম সূত্রে জানা গেছে, বরাদ্দ হওয়া এই অর্থ ইতিমধ্যেই তাদের কাছে পৌঁছে গিয়েছে। মূলতঃ কর্মীদের বেতন, রক্ষণাবেক্ষণ খরচ এবং অন্যান্য প্রশাসনিক ব্যয় নির্বিঘ্নে চালিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যেই এই অর্থ দেওয়া হয়েছে। পরিবহণ ব্যবস্থাকে সচল রাখার পাশাপাশি নতুন প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে যাতে কোনও আর্থিক সংকট তৈরি না হয়, সেই বিষয়েও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের আধিকারিকদের মতে, মহিলাদের জন্য বিনামূল্যে বাসযাত্রার সিদ্ধান্ত সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে কর্মজীবী মহিলা, ছাত্রী, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী এবং প্রতিদিন যাতায়াতকারী সাধারণ মহিলাদের জন্য এই উদ্যোগ বড় স্বস্তি নিয়ে আসবে। তবে একই সঙ্গে এই সিদ্ধান্তের ফলে নিগমের নিয়মিত আয়ের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ কমে যাবে বলেও ধারণা করা হচ্ছে। নিগমের প্রাথমিক হিসাব অনুযায়ী, প্রতিদিন গড়ে প্রায় এক লক্ষ পাঁচ হাজার যাত্রী এনবিএসটিসির বিভিন্ন বাস পরিষেবা ব্যবহার করেন। এর মধ্যে প্রায় ৩৫ থেকে ৪০ শতাংশ যাত্রীই মহিলা। প্রতি মাসে নিগমের গড় আয় প্রায় ১৪ থেকে ১৫ কোটি টাকার মধ্যে থাকে। মহিলাদের ভাড়া সম্পূর্ণ মকুব করার ফলে মাসিক আয়ে প্রায় ৪ কোটি টাকার ঘাটতি তৈরি হতে পারে বলে অনুমান করা হয়েছে। সেই সম্ভাবনার কথা আগেই রাজ্যের পরিবহণ দফতরকে জানানো হয়েছিল। এই পরিস্থিতি বিবেচনা করেই রাজ্য সরকার আগাম প্রায় তিন মাসের সমপরিমাণ অতিরিক্ত ভর্তুকি বরাদ্দ করেছে। নিগমের ম্যানেজিং ডিরেক্টর দীপঙ্কর পিপলাই জানিয়েছেন, নতুন ব্যবস্থার ফলে প্রতি মাসে যে অতিরিক্ত আর্থিক সহায়তার প্রয়োজন হবে, তা নিয়ে বিস্তারিত রিপোর্ট পরিবহণ দফতরে পাঠানো হয়েছিল। সেই রিপোর্টের ভিত্তিতেই প্রায় সাড়ে ১২ কোটি টাকার ভর্তুকি অনুমোদন করা হয়েছে। ফলে আগামী কয়েক মাসের জন্য আর্থিক দিক থেকে কোনও সমস্যার মুখোমুখি হতে হবে না বলে আশা করা হচ্ছে। নতুন প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য নিগমের কর্মীদেরও বিশেষ প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। বিনামূল্যে যাত্রার নিয়ম, যাত্রীদের নথিভুক্তকরণ এবং পরিষেবা পরিচালনার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে কর্মীদের অবহিত করা হয়েছে, যাতে পরিষেবা চালুর পর কোনও বিভ্রান্তি না তৈরি হয়। অন্যদিকে, রাজ্যের এই সিদ্ধান্তে ইতিমধ্যেই উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন বহু মহিলা যাত্রী। তাঁদের মতে, প্রতিদিনের যাতায়াত খরচ থেকে উল্লেখযোগ্য সাশ্রয় হবে। বিশেষ করে কর্মক্ষেত্র, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কিংবা বিভিন্ন প্রয়োজনীয় কাজে নিয়মিত যাতায়াতকারী মহিলাদের জন্য এই উদ্যোগ অত্যন্ত সহায়ক হবে। অনেকের মতে, এই প্রকল্প শুধু আর্থিক সুরাহাই নয়, বরং মহিলাদের চলাচল ও কর্মসংস্থানের সুযোগ আরও বাড়িয়ে দিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। রাজ্যের এই নতুন উদ্যোগ উত্তরবঙ্গের গণপরিবহণ ব্যবস্থায় এক গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের সূচনা করল বলে মনে করছেন পরিবহণ বিশেষজ্ঞদের একাংশ। এখন দেখার, আগামী দিনে এই প্রকল্প কতটা সফলভাবে বাস্তবায়িত হয় এবং সাধারণ মানুষের জীবনে তার প্রভাব কতটা গভীর হয়।

চলন্ত বাইকে আগুন, অল্পের জন্য প্রাণে রক্ষা যুবকের, মুহূর্তে ভস্মীভূত বাইক

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদা, ১ জুন ঃ মালদার চাঁচল থানার সুরতপুর এলাকায় সোমবার দুপুরে ঘটে গেল চাঞ্চল্যকর ঘটনা। চলন্ত অবস্থাতেই হঠাৎ আগুন ধরে যায় একটি বাইকে। অল্পের জন্য প্রাণে বাঁচেন বাইক আরোহী যুবক হৃদয় মণ্ডল। মুহূর্তের মধ্যেই দাউদাউ করে জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যায় তাঁর প্রিয় বাইকটি। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, চাঁচলের আমলাপাড়া এলাকার বাসিন্দা হৃদয় মণ্ডল দোকানের হালখাতার কার্ড বিলি করতে সুরতপুর এলাকায় গিয়েছিলেন। সেই সময় চলন্ত অবস্থায় তাঁর বাজাজ পালসার এনএস বাইকের ইঞ্জিন থেকে আচমকাই ধোঁয়া বের হতে শুরু করে। বিপদের আশঙ্কা বুঝে দ্রুত বাইক থামিয়ে নেমে পড়েন তিনি। আর তারপরেই মুহূর্তের মধ্যে বাইকটিতে আগুন ধরে যায়। দেখতে দেখতে আগুন ভয়াবহ আকার নেয়। ঘটনাস্থলে ভিড় জমান স্থানীয় বাসিন্দারা। কেউ জল ঢেলে, কেউ অন্যভাবে আগুন নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় দমকলের একটি ইঞ্জিন। তবে দমকল পৌঁছানোর আগেই সম্পূর্ণভাবে পুড়ে যায় বাইকটি। ঘটনায় মানসিকভাবে ভেঙে পড়েন যুবক। কী কারণে হঠাৎ বাইকে আগুন লাগল, তা এখনও স্পষ্ট নয়। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, তীব্র গরমে কোনও যান্ত্রিক ত্রুটি থেকেই এই দুর্ঘটনা ঘটে থাকতে পারে। তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল শ্রী বাপন নস্কর, পিতা- জানকী নস্কর, সাং- বেলকুলাই, থানা-পাঁচলা, জেলা- হাওড়া -৭১১৩২২। এ্যাঃ ডিঃ সাব রে ঃ ডোমজুড় অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ৭১০৬ / ২০২১ নং আমমোক্তার নামা দলিল দ্বারা ডোমজুড় থানার অন্তর্গত, মৌজা তেঁতুলকুলি, জে.এল. -৫৩, এল.আর ৪৪৭ নং খতিয়ানে, আরএস, ৭২৪ / এল.আর, ৭৪৪ নং দাগে ২.৪৮ শতক সম্পত্তি এ্যাঃ ডিঃ সাব রে ঃ অফিস ডোমজুড়ে রেজিষ্ট্রীকৃত ১৩২৮/ ২০২৫ নং বিক্রয় কোবালা দলিল দ্বারা অমিত বৈদ্য দিগরের পক্ষে নিযুক্ত আমমোক্তার সৌরভ মালিক-এর নিকট হইতে খরিদ করিয়া নিজ নামে রেকর্ডভুক্ত করিবার আবেদন জানিয়েছেন। ইহাতে কাহারও কোন আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার এক মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বিএল, এ্যান্ড এল.আরও ডোমজুড় অফিসে আসিয়া আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্যকরী হইবে।

GOURI GHOSH (Advocate).
Howrah Judges Court.

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল শ্রী জয়ন্ত শীট, পিতা- সুকেশ শীট, সাং- ডোমজুড়, থানা- ডোমজুড়, জেলা- হাওড়া- ৭১১৪০৫। এ্যাঃ ডিঃ সাব রে ঃ ডোমজুড় অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ০২২৪ /২০১৮ ও ৩৬০৮/ ২০২২ নং আমমোক্তার নামা দলিল দ্বারা ডোমজুড় থানার অন্তর্গত, মৌজা -উত্তর ঝাঁপড়দহ, জে.এল, ০৯, এল. আর ৩৪১৫ নং খতিয়ানে, আর.এস, ও এল.আর, ১০৫৮ নং দাগে ৪.৯৫ শতক সম্পত্তি এ্যাঃ ডিঃ সাব রে ঃ অফিস ডোমজুড়ে রেজিষ্ট্রীকৃত ১০৭৯ / ২০২৬ নং বিক্রয় কোবালা দলিল দ্বারা শ্রাবনী আশ-এর নিকট হইতে খরিদ করিয়া নিজ নামে রেকর্ডভুক্ত করিবার আবেদন জানিয়েছেন। ইহাতে কাহারও কোন আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার এক মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বি.এল এ্যান্ড এল.আরও ডোমজুড় অফিসে আসিয়া আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্যকরী হইবে।

GOURI GHOSH (Advocate).
Howrah Judges Court.

২০২৬-এর মে মাসে স্লিপার পুনর্নবীকরণ কাজে রেকর্ড অগ্রগতি তিনসুকিয়া ডিভিশনের

মালিগাঁও, ১ জুন ঃ উত্তর-পূর্ব

তিনসুকিয়া ডিভিশনের মরাণহাট-ডিব্রুগড় সেকশনে স্লিপার পুনর্নবীকরণ কাজ সফলভাবে সম্পন্ন হওয়ার ফলে ট্র্যাকের সুরক্ষা ও পরিচালনগত নির্ভরযোগ্যতা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। পুনর্নবীকরণ রেললাইন পরিকাঠামো ট্রেনের চলাচলকে আরও সুগম করতে এবং যাত্রীদের ভ্রমণ অভিজ্ঞতাকে উন্নত করতে সহায়তা করবে যা ট্রেন যাত্রার সময় সুরক্ষা, দক্ষতা ও যাত্রীদের স্বাচ্ছন্দ্যের উচ্চমান বজায় রাখার ক্ষেত্রে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের অঙ্গীকারকে পুনরায় সুদৃঢ় করে।

সীমান্ত রেলওয়ের তিনসুকিয়া ডিভিশনে ২০২৬-এর মে মাসে 'থ্রু স্লিপার রিনিউয়াল' (টিএসআর) কাজে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জনের মাধ্যমে পরিকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক অর্জন করেছে। মরাণহাট-ডিব্রুগড় সেকশনে 'ট্র্যাক রিলেয়িং ট্রেন' (টিআরটি) মেশিন ব্যবহার করে মোট ১০.৬১ কিলোমিটার স্লিপার পুনর্নবীকরণ কাজ সফলভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে, যা সাম্প্রতিক সময়ে এই ডিভিশনটির অন্যতম উল্লেখযোগ্য সাফল্য হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। এই সাফল্য মাসের মধ্যে ২১টি ট্রাফিক ব্লকের-যার মধ্যে ৯ টি ছিল নাইট ব্লক- কার্যকর ব্যবহারের মাধ্যমেই অর্জন করা সম্ভব হয়েছে, যা পুনর্নবীকরণ কাজের নিরবচ্ছিন্ন অগ্রগতি নিশ্চিত করেছে। বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সুগম সমন্বয়, মেনপাওয়ার ও মেশিনের দক্ষ ব্যবহার, শান্টিং কার্যক্রমের সুগম পরিচালনা এবং সিগন্যালিং ও ওভারহেড ট্র্যাকশন সংক্রান্ত কাজগুলোর সম্পাদন নির্ধারিত সময়ের মধ্যে লক্ষ্য অর্জনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল শ্রী সোমনাথ ঘরামী, পিতা- নিমাই ঘরামী, সাং- গয়েশপুর, থানা- ডোমজুড়, জেলা- হাওড়া -৭১১৪০৫। ডিঃ সাব রে ঃ হাওড়া অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত IV-০৯৩৬ /১৩ নং আমমোক্তার নামা দলিল দ্বারা ডোমজুড় থানার অন্তর্গত, মৌজা-বলুহাটী, জে.এল. ৪২, এল.আর, ২০৫৪ ও ২০৫৫ নং খতিয়ানে, আর.এস. ও এল.আর ২০৪ নং দাগে ৪.৯৫ শতক সম্পত্তি ডিঃ সাব রে ঃ হাওড়া-২ অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত ০২৩০ / ২০২৬ নং বিক্রয় কোবালা দলিল দ্বারা সুব্রত ধাড়া-এর পক্ষে নিযুক্ত আমমোক্তার আশীষ কুমার সুর -এর নিকট হইতে খরিদ করিয়া নিজ নামে রেকর্ডভুক্ত করিবার আবেদন জানিয়েছেন। ইহাতে কাহারও কোন আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার এক মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও ডোমজুড় অফিসে আসিয়া আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্যকরী হইবে।

GOURI GHOSH (Advocate).
Howrah Judges Court.

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে — টেন্ডার

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ এসইআর-কেজিপিডব্লু-ডিপিওএইচ-এজিটিইউ-২৬_০২, তারিখ ঃ ২৯.০৫.২০২৬। ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে ডেপুটি চিফ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (ডিজেল), দঃপূঃ রেলওয়ে, খড়গপুর-৭২১৩০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন যা উল্লিখিত তারিখে সকাল ১০.৩০ মিনিটের আগে জমা করতে হবে এবং সকাল ১১.০০ টার পর খোলা হবে। **কাজের নাম ঃ** ওইএম-এর মাধ্যমে এজিটিইউ (কমপ্রেশর +এয়ার ড্রায়ার) মডেল নং.- এফটি০০৫২৪৪১-১০৩, মেক-ফেইভেলে-এর পিওএইচ। **কাজের আনুমানিক ব্যয় ঃ** ৮০,৫৮,৭৯৭.৯২ টাকা। **বায়না মূল্য ঃ** ১,৬১,২০০ টাকা। **ই-টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ২০.০৬.২০২৬ তারিখে সকাল ১০.৩০ মিনিট। **টেন্ডারের ধরন ঃ** সিঙ্গল। **ওয়েবসাইটের বিবরণ ও বিশদ ঃ www.ireps.gov.in** দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে/কেজিপি-ওয়ার্কশপ-মেক। আগ্রহী টেন্ডারদাতারা টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিবরণ/বর্ণনা/ মাপকাঠির জন্য ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** দেখতে ও অনলাইনে বিড জমা করতে পারেন। কোনভাবেই এই কাজের জন্য ম্যানুয়াল টেন্ডার গ্রাহ্য হবে না। **(PR-257)**

West Bengal Forest Development Corporation Limited
(WBFDCL), KB-19, Sector-III, Salt Lake, Kolkata – 700106.

ABRIDGED TENDER NOTICE

The undersigned publishes EOI on behalf of the Divisional Manager, Kolkata Forest Corporation Division as follows:

EOI No.	Name of Project	Date of Publication	Bid Submission Start Date	Last Date of Bid Submission
EOI No. 07/29-46/ 20-21 (Pt-II)/ 2026-27	Supply of Teak Veneer at Joinery Carpentry Unit for Kolkata Forest Corporation Division, West Bengal Forest Development Corporation Limited.	02.06.2026	03.06.2026	10.06.2026

Details of EOI can be seen at **www.wbtenders.gov.in** and **www.wbfdc.com**

Sd/-
DM, KFCD, WBFDCL

আইপিএল ফাইনালের আবহে চাকদহে অনলাইন বেটিং চক্রের পর্দাফাঁস, গ্রেপ্তার ৯

নিজস্ব প্রতিনিধি, নদীয়া, ১ জুন ঃ আইপিএল ফাইনালের উত্তেজনাকে কেন্দ্র করে নদীয়ার চাকদহে সক্রিয় হয়ে উঠেছিল একটি অনলাইন বেটিং চক্র। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে অভিযান চালিয়ে সেই চক্রের সঙ্গে যুক্ত ৯ জনকে গ্রেপ্তার করেছে চাকদহ থানার পুলিশ। রবিবার রাতে চাকদহের একটি বাড়িতে হানা দিয়ে অভিযুক্তদের হাতেনাতে পাকড়াও করা হয়। ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, দীর্ঘদিন ধরেই আইপিএলকে ঘিরে অনলাইন বেটিংয়ের একটি চক্র সক্রিয় থাকার খবর পাওয়া যাচ্ছিল। বিশেষ করে ফাইনাল ম্যাচকে কেন্দ্র করে বিপুল পরিমাণ অর্থের লেনদেন এবং বাজি ধরার প্রস্তুতি চলছিল বলে গোয়েন্দাদের কাছে তথ্য ছিল। সেই তথ্যের ভিত্তিতেই রবিবার রাতে নির্দিষ্ট একটি জায়গায় অভিযান চালানো হয়। অভিযানের সময় একাধিক ব্যক্তি অনলাইন মাধ্যমে বেটিং কার্যকলাপে যুক্ত ছিলেন বলে অভিযোগ। পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে ১২টি মোবাইল ফোন এবং একটি ট্যাব উদ্ধার করেছে। তদন্তকারীদের প্রাথমিক অনুমান, এই ইলেকট্রনিক ডিভাইসগুলির মাধ্যমেই বিভিন্ন অনলাইন প্ল্যাটফর্মে বাজি ধরা এবং আর্থিক লেনদেনের কাজ পরিচালিত হচ্ছিল। উদ্ধার হওয়া সামগ্রীগুলি খতিয়ে দেখে আরও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়ার চেষ্টা করছে পুলিশ। ধৃতদের মধ্যে রয়েছেন আকাশ সরদার, রাজীব সাধুখাঁ, শুভজিত সরকার, সুজন পাল, শুভ সরকার, বিশ্বজিত দাস, প্রশান্ত সরকার, সুজিত পাল এবং দেবাশিস ঘোষ। তাঁদের অধিকাংশের বাড়ি নদীয়ার শিমুরালি, কালিবাজার এবং রসুল্লাপুর এলাকায় বলে জানা গিয়েছে। সোমবার ধৃতদের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে কল্যাণী মহকুমা আদালতে তোলা হয়েছে। তদন্তকারীরা এখন খতিয়ে দেখছেন এই বেটিং চক্রের বিস্তার কতদূর পর্যন্ত ছিল এবং এর সঙ্গে অন্য কোনও ব্যক্তি বা বৃহত্তর চক্র জড়িত রয়েছে কি না। আর্থিক লেনদেনের নথি, মোবাইল ফোনের তথ্য এবং যোগাযোগের সূত্র ধরে তদন্ত আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। উল্লেখ্য, রবিবার অনুষ্ঠিত আইপিএল ফাইনাল ঘিরে ক্রিকেটপ্রেমীদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ দেখা গিয়েছিল। সেই আবহকে কাজে লাগিয়েই অবৈধ বেটিং চক্রটি সক্রিয় হয়েছিল বলে মনে করছে পুলিশ। তবে সময়মতো অভিযানের ফলে বড়সড় একটি অনলাইন জুয়া চক্রের পর্দাফাঁস সম্ভব হয়েছে। এই ঘটনায় চাকদহ থানার পুলিশের ভূমিকা প্রশংসিত হয়েছে এবং তদন্তকারীরা আশা করছেন, তদন্তের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে আরও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সামনে আসবে।

স্কুলে ফিরেই 'বন্দে মাতরম্', রাজ্যজুড়ে প্রার্থনাসভায় নতুন সংযোজন

নিজস্ব প্রতিনিধি, মেদিনীপুর, ১ জুন ঃ গরমের দীর্ঘ ছুটির পর সোমবার রাজ্যের সরকারি ও সরকার পোষিত স্কুলগুলিতে নতুন শিক্ষাবর্ষের কর্মব্যস্ততা শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কার্যকর হল রাজ্য সরকারের নতুন নির্দেশিকা। প্রার্থনাসভায় জাতীয় সঙ্গীতের পাশাপাশি 'বন্দে মাতরম্' গাওয়ার নির্দেশ মেনে এদিন রাজ্যের বিভিন্ন জেলার স্কুলে এক অনন্য পরিবেশের সৃষ্টি হয়। সকালবেলার প্রার্থনায় ছাত্রছাত্রীদের কণ্ঠে ধ্বনিত হয় দেশের অন্যতম ঐতিহাসিক ও আবেগঘন এই গান। বহু জায়গায় শিক্ষকরাও ছাত্রদের সঙ্গে গলা মেলান। কোথাও আবার উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরাও। শিক্ষা দফতরের নির্দেশ অনুযায়ী, সরকারি ও সরকার পোষিত স্কুলগুলিতে প্রতিদিনের প্রার্থনার অংশ হিসেবে 'বন্দে মাতরম্' গাওয়া শুরু হয়েছে। সেই নির্দেশ কার্যকর হওয়ার প্রথম দিনেই রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে দেখা যায় উসাহ ও আগ্রহের ছবি। পশ্চিম মেদিনীপুর, বীরভূম, হুগলি, কলকাতা-সহ একাধিক জেলার বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীরা জাতীয় সঙ্গীতের পাশাপাশি সমবেত কণ্ঠে পরিবেশন করে 'বন্দে মাতরম্'। নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের মতো ঐতিহ্যবাহী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেও সোমবার থেকে নতুন নিয়ম কার্যকর হয়েছে। যদিও সেখানে আগে থেকেই সপ্তাহে একদিন 'বন্দে মাতরম্' গাওয়ার রীতি ছিল। কর্তৃপক্ষের বক্তব্য, এতদিন জাতীয় সঙ্গীতের পাশাপাশি সপ্তাহের বিভিন্ন দিনে বিভিন্ন দেশাত্মবোধক ও মূল্যবোধনির্ভর গান পরিবেশন করা হত। সেই তালিকায় মঙ্গলবার 'বন্দে মাতরম্' অন্তর্ভুক্ত ছিল। তবে নতুন নির্দেশিকার পর এখন থেকে প্রতিদিন জাতীয় সঙ্গীতের সঙ্গে এই গানও গাওয়া হবে। পশ্চিম মেদিনীপুরের বিভিন্ন বিদ্যালয়েও এদিন সকাল থেকেই নতুন নিয়মের বাস্তবায়ন দেখা যায়। মেদিনীপুরের বিদ্যাসাগর বিদ্যাপীঠ বালক বিভাগে প্রার্থনাসভায় উপস্থিত ছিলেন এলাকার বিধায়ক শঙ্করকুমার গুছাইত। তিনি ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে 'বন্দে মাতরম্' গেয়ে এই উদ্যোগকে স্বাগত জানান। বিদ্যালয়ের পরিবেশে দেশাত্মবোধের আবহ স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে। বীরভূম জেলার বোলপুর উচ্চ বিদ্যালয়-সহ একাধিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেও একই ছবি দেখা যায়। ছাত্রছাত্রীদের পাশাপাশি শিক্ষক- শিক্ষিকারাও সমবেত কণ্ঠে গান পরিবেশন করেন। জাতীয় সঙ্গীত 'জন গণ মন'-এর পরেই গাওয়া হয় 'বন্দে মাতরম্'। বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের মতে, এই গান শুধু একটি সংগীত নয়, দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস এবং জাতীয় চেতনার সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত একটি ঐতিহ্য। হুগলির চুঁচুড়ার একাধিক বিদ্যালয়েও আগে থেকেই প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছিল। শিক্ষকদের একাংশ জানান, নতুন নিয়ম চালুর আগে অভিভাবকদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে গানের কথা এবং অডিও পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল, যাতে ছাত্রছাত্রীরা আগে থেকেই গানটি অনুশীলন করতে পারে। আগামী দিনে শ্রেণিকক্ষেও গানটির ইতিহাস ও তাপর্য নিয়ে আলোচনা করা হবে বলে জানানো হয়েছে। রাজ্য সরকারের তরফে জানানো হয়েছে, রাষ্ট্রগান হিসেবে পরিচিত 'বন্দে মাতরম্'-এর রচনার ১৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। শিক্ষা দফতরের মাধ্যমে জেলার স্কুল পরিদর্শকদের কাছে নির্দেশিকা পাঠানো হয় এবং সেখান থেকে তা পৌঁছে যায় প্রতিটি বিদ্যালয়ে। উদ্দেশ্য, নতুন প্রজন্মের কাছে দেশের ইতিহাস, স্বাধীনতা আন্দোলনের স্মৃতি এবং জাতীয় চেতনার মূল্যবোধকে আরও গভীরভাবে তুলে ধরা। উল্লেখ্য, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কালজয়ী উপন্যাস 'আনন্দমঠ' থেকে সংগৃহীত 'বন্দে মাতরম্' ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম অনুপ্রেরণার উস হিসেবে বিবেচিত হয়ে এসেছে। দীর্ঘদিন ধরেই গানটি জাতীয় আবেগের প্রতীক হিসেবে পরিচিত। কেন্দ্রীয় স্তরেও নভেম্বর ২০২৫ থেকে নভেম্বর ২০২৬ পর্যন্ত 'বন্দে মাতরম্'-এর ১৫০ বছর উদ্‌যাপন কর্মসূচি পালন করা হচ্ছে। সেই আবহেই রাজ্যের বিদ্যালয়গুলিতে গানটিকে নিয়মিত প্রার্থনার অংশ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্ত কার্যকর হয়েছে। প্রথম দিনের অভিজ্ঞতায় অধিকাংশ বিদ্যালয়েই ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে উৎসাহ লক্ষ্য করা গেছে। শিক্ষামহলের একাংশের মতে, দেশের ইতিহাস ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সঙ্গে নতুন প্রজন্মকে পরিচিত করাতে এই ধরনের উদ্যোগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

MIRAE ASSET
Mutual Fund

In order to impart an insight on mutual fund, to educate and create awareness among the investors about the financial market, Mirae Asset Mutual Fund undertakes numerous events and activities at various places across the country and in number of ways such as conducting Investor Awareness Programs (IAPs) / seminars, contents on investor awareness in print media (newspapers, magazines etc.) and programs on Mutual Funds in electronic media (TVs, radios etc.).

In this regard, please see below schedule of upcoming IAP:

Date	Time	Address
June 04, 2026	3:00 P.M.	Indian Restaurant, Modanmohan Tola, Dhaniakhali, Hooghly - 712 302.

MIRAE ASSET MUTUAL FUND (Investment Manager: Mirae Asset Investment Managers (India) Private Limited. CIN - U65990MH2019PTC324625)
Registered & Corporate Office: 606, 6th Floor, Windsor Building, Off CST Road, Kalina, Santacruz (E), Mumbai - 400098. ☎ 1800 2090 777 (Toll free), ✉ customercare@miraeasset.com www.miraeassetmf.co.in

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

আইএসএল জয়ের পরই বিদায়ের সুর! ইস্টবেঙ্গল ছাড়ার ঘোষণা

আইএসএল জিতিয়েই ইস্টবেঙ্গল ছাড়ছেন অস্কার ব্রুজো?

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১ জুন ২২ বছরের অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে ইস্টবেঙ্গলকে আইএসএল চ্যাম্পিয়ন করেছিলেন তিনি। তাঁর হাত ধরেই নতুন ইতিহাস লিখেছিল লাল-হলুদ শিবির। কিন্তু সাফল্যের রেশ কাটতে না কাটতেই সমর্থকদের মন ভারী করে দিলেন কোচ অস্কার ব্রুজো। সোশাল মিডিয়ায় আবেগঘন এক খোলা চিঠি পোস্ট করে কার্যত ইস্টবেঙ্গলকে বিদায় জানালেন স্প্যানিশ কোচ। আর সেই পোস্ট ঘিরেই শুরু হয়েছে নতুন জল্পনা-তাহলে কি পরের মরশুমে আর ইস্টবেঙ্গলের ডাগআউটে দেখা যাবে না অস্কারকে?মরশুম চলাকালীনই অস্কার ইঙ্গিত দিয়েছিলেন, চুক্তির মেয়াদ শেষ হলে তিনি ক্লাব ছাড়তে পারেন। যদিও আইএসএল জয়ের পর তাঁর সঙ্গে নতুন চুক্তি নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছিল বলে খবর। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই চুক্তি আর বাস্তবায়িত হয়নি। ৩১ মে-তেই শেষ হয়েছে তাঁর বর্তমান চুক্তির মেয়াদ। এরপরই রবিবার গভীর রাতে সোশাল মিডিয়ায় দীর্ঘ পোস্ট করে সমর্থকদের উদ্দেশে বার্তা দেন অস্কার।তিনি লেখেন, ইস্টবেঙ্গল সমর্থকরাই এই ক্লাবের প্রাণ। তাঁদের উদ্দেশেই আবেগ নিয়ে এই চিঠি লিখছি। এই মরশুমটা আমি সারাজীবন মনে রাখব। আইএসএল জয় শুধু একটা ট্রফি নয়, এটা ইতিহাস। আমরা একসঙ্গে এমন কিছু করেছি, যা দীর্ঘদিন মনে থাকবে।অস্কার তাঁর পোস্টে দলের ফুটবলার, কোচিং স্টাফ এবং ক্লাবের কর্মীদেরও ধন্যবাদ জানিয়েছেন। তিনি বলেন, যাদের সঙ্গে কাজ করেছি, তারা প্রত্যেকেই অসাধারণ। আমরা ডুরান্ড কাপ ও সুপার কাপের

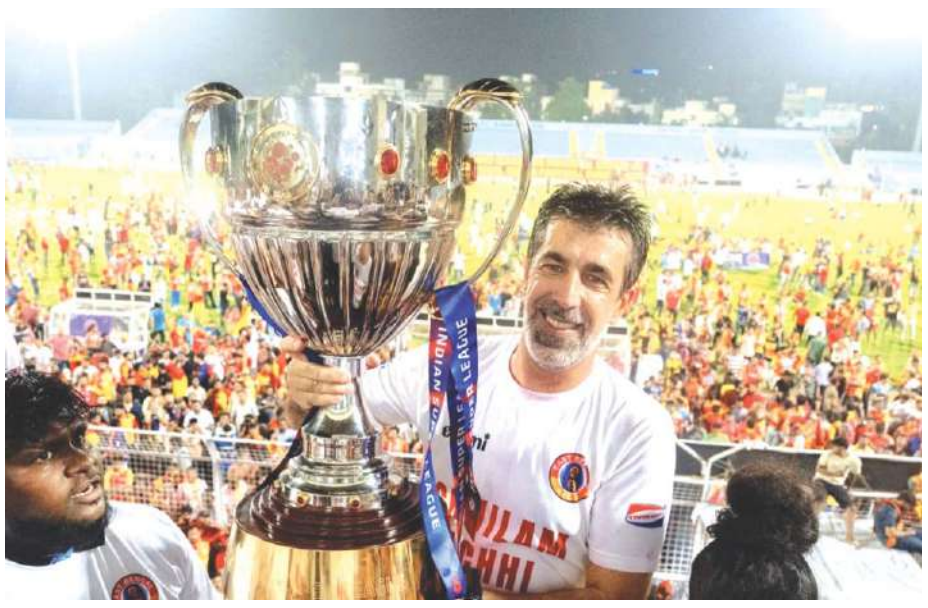

ফাইনালে উঠেছিলাম। সেখানে হারলেও দল হাল ছাড়েনি। সেই ব্যর্থতা থেকে ফিরে এসে আইএসএল জেতা সহজ ছিল না। ছেলেরা যে মানসিক দৃঢ়তা দেখিয়েছে, তা নিয়ে আমি গর্বিত।তবে তাঁর পোস্টের সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ অংশ ছিল ভবিষ্য নিয়ে ইঙ্গিত। অস্কার লেখেন, ফুটবলেও স্বচ্ছতা, পরিকল্পনা এবং দূরদৃষ্টি প্রয়োজন। শুধুমাত্র তাৎক্ষণিক সাফল্য নয়, দীর্ঘমেয়াদি ক্রীড়া প্রকল্প তৈরি করাই আসল চ্যালেঞ্জ। এক মাস আগেই জানিয়ে দিয়েছিলাম, আমরা আর ইস্টবেঙ্গলে থাকব না।এই মন্তব্যের পর থেকেই কার্যত স্পষ্ট হয়ে যায় যে, আপাতত ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গে তাঁর পথ আলাদা হচ্ছে। শুধু তিনি নন, তাঁর সহকারী কোচেরাও ক্লাব ছাড়ছেন বলে জানিয়েছেন অস্কার। বিদায়বার্তায় তিনি ক্লাব কর্তাদের পাশাপাশি বিনিয়োগকারী সংস্থা ইমামিকেও ধন্যবাদ জানিয়েছেন।অস্কারের এই পোস্ট সামনে আসতেই সোশাল মিডিয়ায় আবেগে ভেসে যান লাল-হলুদ সমর্থকেরা। বহু সমর্থক তাঁকে থেকে যাওয়ার অনুরোধ জানিয়েছেন। কেউ লিখেছেন, ২২ বছর পর আমাদের স্বপ্ন পূরণ করেছেন আপনি। আবার কেউ বলেছেন, আপনি শুধু কোচ নন, ইতিহাসের অংশ।তবে প্রশ্ন উঠছে, হঠাৎ কেন এই বিচ্ছেদ? সূত্রের খবর, ভারতীয় ফুটবলের ভবিষ্যৎ কাঠামো এবং ইস্টবেঙ্গলের বিনিয়োগকারী সংস্থা ইমামির সঙ্গে চুক্তির ভবিষ্যৎ এখনও পুরোপুরি স্পষ্ট নয়। ক্লাব এবং বিনিয়োগকারী সংস্থার মধ্যে নতুন চুক্তি নিয়ে আলোচনা চললেও এখনও পর্যন্ত কোনও আনুষ্ঠানিক ঘোষণা হয়নি। আর সেই অনিশ্চয়তার কারণেই দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনায় এগোতে পারছেন না অস্কার।ভারতীয় ফুটবলের বর্তমান পরিস্থিতিও বেশ জটিল। আইএসএলের ভবিষ্য কাঠামো, ফেডারেশনের নীতিগত অবস্থান এবং বিভিন্ন প্রশাসনিক টানাপোড়েন নিয়ে এখনও ধোঁয়াশা রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে বিদেশি কোচদের অনেকেই ভবিষ্যৎ নিয়ে দ্বিধায় রয়েছেন বলে ফুটবল মহলের মত।তবে ইস্টবেঙ্গল সমর্থকদের জন্য এখনও আশার আলো পুরো নিভে যায়নি। ক্লাব ঘনিষ্ঠ মহলের মতে, অস্কারের বিদায় মানেই সম্পর্কের ইতি নয়। ভবিষ্যতে যদি ইমামির সঙ্গে ক্লাবের চুক্তি এবং ভারতীয় ফুটবলের কাঠামো নিয়ে স্থিতাবস্থা তৈরি হয়, তাহলে ফের তাঁকে লাল-হলুদের ডাগআউটে দেখা যেতে পারে।কারণ খুব অল্প সময়েই অস্কার শুধু ট্রফি জেতাননি, ইস্টবেঙ্গলকে নতুন পরিচয়ও দিয়েছেন। মাঠে আক্রমণাত্মক ফুটবল, ড্রেসিংরুমে ঐক্য এবং সমর্থকদের সঙ্গে আবেগের সম্পর্ক-সব মিলিয়ে তিনি হয়ে উঠেছিলেন লাল-হলুদের নতুন যুগের মুখ।তাই আপাতত বিদায়ের সুর শোনা গেলেও, ইস্টবেঙ্গল সমর্থকদের একাংশ এখনও বিশ্বাস করছেন-এই গল্প হয়তো এখানেই শেষ নয়। এর পরও হয়ত অনেক কিছু বাকি রয়েছে। কারণ ইস্টবেঙ্গল সর্মকেরা কখনই এই কোচকে ছেড়ে দিত চাইবে না।

একঝাঁক বাঙালি তরুণকে নিয়ে কলকাতা লিগ জয়ের মিশনে নামছে মোহনবাগান

কলকাতা,১ জুন ঃ নতুন মরশুম শুরুর আগেই ঘরোয়া ফুটবলে নিজেদের শক্তি বাড়াতে বড়সড় পরিকল্পনা নিয়ে মাঠে নামছে মোহনবাগান। একঝাঁক প্রতিভাবান বাঙালি ফুটবলার, সিনিয়র দলের রিজার্ভ বেঞ্চের তারকা এবং নতুন সই করা ফুটবলারদের নিয়ে ৩ জুন থেকে কলকাতা লিগের প্রস্তুতি শুরু করতে চলেছে সবুজ-মেরুন শিবির। বুধবার বিকেল সাড়ে ৪টায় ঐতিহ্যবাহী মোহনবাগান মাঠে শুরু হবে অনুশীলন। ইতিমধ্যেই সেই সূচি আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করেছে ক্লাব ম্যানেজমেন্ট।নতুন মরশুমের অন্যতম বড় চমক ইস্টবেঙ্গল থেকে সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের মোহনবাগানে যোগ দেওয়া। শহরের দুই প্রধানের দ্বৈরথে এই সই ইতিমধ্যেই ফুটবল মহলে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছে। তরুণ এই ফুটবলারের উপর যথেষ্ট ভরসা রাখছে মোহনবাগান ম্যানেজমেনন্ট। পাশাপাশি কলকাতা লিগ এবং ডুরান্ড কাপকে সামনে রেখে ভারতীয় ফুটবলারদের বেশি সুযোগ দেওয়ার বার্তাও স্পষ্ট করে দিয়েছে সবুজ-মেরুন কর্তারা। ঘরোয়া লিগের জন্য এবার দায়িত্ব তুলে দেওয়া হয়েছে সিনিয়র দলের সহকারী কোচ বাস্তব রায়ের হাতে। কলকাতা লিগে তিনিই হেড কোচের দায়িত্ব পালন করবেন। তাঁর সহকারী হিসেবে থাকছেন নীলাঞ্জন গুহ। গোলরক্ষক কোচ হিসেবে নিজের দায়িত্বে বহাল রয়েছেন অভিজ্ঞ অভ্র মণ্ডল। গত মরশুমের শেষদিকে সিনিয়র এবং জুনিয়র-দুই দলকেই সামলানোর অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। ফলে তরুণ ফুটবলারদের নিয়ে দল গঠনে এই কোচিং স্টাফের উপর যথেষ্ট আস্থা রাখছে ক্লাব। যদিও ৩ জুন থেকেই অনুশীলন শুরু হবে, তবুও ফুটবলাররা ধাপে ধাপে শিবিরে যোগ দেবেন বলে জানা গিয়েছে। কলকাতা লিগে এবার সিনিয়র দলের রিজার্ভ বেঞ্চের ফুটবলারদের পাশাপাশি জুনিয়র দলের একাধিক প্রতিভাবান মুখকে সুযোগ দিতে চলেছে মোহনবাগান। ক্লাব সূত্রে খবর, ভবিষ্যতের কথা মাথায় রেখেই দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। গত মরশুমে নজরকাড়া পারফরম্যান্স করা ১৬ জন তরুণ ফুটবলারকে এবারও রেখে দেওয়া হয়েছে দলে। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন প্রিয়াংশ দুবে,

দীপ্রভাত ঘোষ, টংসিং, মিংমা শেরপা, করণ রাই, সাহিল ইনামদার এবং সুবল টুডুর মতো প্রতিভাবান ফুটবলাররা। এছাড়াও অনূর্ধ্ব-১৬ দল থেকে রাজদীপ পালকে তুলে আনা হয়েছে। ভবিষ্যতের তারকা তৈরি করাই যে ক্লাবের অন্যতম লক্ষ্য, সেই বার্তাই স্পষ্ট এই সিদ্ধান্তে।দলের শক্তি বাড়াতে সিনিয়র দলের রিজার্ভ বেঞ্চ থেকেও কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ ফুটবলারকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন দীপেন্দু বিশ্বাস, সুহেল ভাট, অভিষেক সূর্যবংশী, কিয়ান নাসিরি এবং উমের মুথারের মতো পরিচিত নাম। ফলে তরুণ ও অভিজ্ঞ ফুটবলারের মিশেলে ভারসাম্যপূর্ণ দল গড়ার দিকেই এগোচ্ছে মোহনবাগান। শুধু নিজেদের অ্যাকাডেমি নয়, অন্য ক্লাব থেকেও কয়েকজন সফল ফুটবলারকে দলে নিয়েছে সবুজ-মেরুন শিবির। ইস্টবেঙ্গল থেকে সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশাপাশি রাজ বসফোর এবং তন্ময় ঘোষও এবার মোহনবাগানের জার্সিতে খেলবেন। ফলে কলকাতা লিগে দল যে যথেষ্ট প্রতিযোগিতামূলক হতে চলেছে, তা নিয়ে সন্দেহ নেই।এদিকে আগামী ১৫ জুলাই থেকে শুরু হবে এশিয়ার প্রাচীনতম ফুটবল প্রতিযোগিতা ডুরান্ড কাপ। ঐতিহ্যবাহী এই টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণের ব্যাপারেও ইতিমধ্যেই সম্মতি জানিয়েছে মোহনবাগান। তবে এবার বিদেশি ফুটবলারের সংখ্যা কমানোর আবেদন জানিয়েছে ক্লাব। মেরিনার্সদের মতে, ভারতীয় ফুটবলারদের আরও বেশি ম্যাচ খেলার সুযোগ করে দিতে হলে এই ধরনের প্রতিযোগিতায় দেশীয় ফুটবলারদের উপর জোর দেওয়া প্রয়োজন।গত মরশুমেও ভারতীয় ফুটবলারদের উন্নয়নকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিল মোহনবাগান। এবারও সেই নীতিতে অটল রয়েছে ক্লাব। তরুণদের তৈরি করা, তাঁদের বড় মঞ্চে সুযোগ দেওয়া এবং ভবিষ্যতের জন্য শক্ত ভিত গড়ে তোলার লক্ষ্যেই কলকাতা লিগকে গুরুত্বপূর্ণ প্ল্যাটফর্ম হিসেবে ব্যবহার করতে চাইছে সবুজ-মেরুন শিবির। সব মিলিয়ে নতুন মরশুমের আগে মোহনবাগানের পরিকল্পনা স্পষ্ট-একদিকে অভিজ্ঞতার ভারসাম্য, অন্যদিকে তরুণ প্রতিভার বিকাশ। সায়নের মতো নতুন মুখ এবং একঝাঁক বাঙালি ফুটবলারের উপস্থিতিতে এবার কলকাতা লিগে সবুজ-মেরুন শিবিরকে ঘিরে সমর্থকদের প্রত্যাশাও তুঙ্গে উঠতে শুরু করেছে।

১৫ বছরেই আইপিএলে ইতিহাস! টিম ইন্ডিয়ায় বৈভবের অভিষেক নিয়ে বড় ইঙ্গিত বিসিসিআইয়ের

মুম্বই,ঃ বয়স মাত্র ১৫। অথচ ইতিমধ্যেই গোটা ভারতীয় ক্রিকেটে তিনি এখন সবচেয়ে ব। আলোচনার নাম। আইপিএলের মঞ্চে ব্যাট হাতে একের পর এক বিস্ফোরক ইনিংস খেলে শুধু নজর কা।নেনি, কার্যত ক্রিকেটবিশ্বকে চমকে দিয়েছেন বৈভব সূর্যবংশী। অরেঞ্জ ক্যাপ জেতা থেকে শুরু করে একাধিক ব্যক্তিগত পুরস্কার-সবকিছুই এখন তাঁর ঝুলিতে। তাই এবার ক্রিকেটপ্রেমীদের একটাই প্রশ্ন-কবে ভারতের নীল জার্সিতে দেখা যাবে এই বিস্ময় বালককে? সেই জল্পনার মাঝেই গুরুত্বপূর্ণ ইঙ্গিত দিল বিসিসিআই।আইপিএলের এবারের মরশুমে রাজস্থান রয়্যালসের হয়ে স্বপ্নের মতো পারফরম্যান্স করেছেন বৈভব। যদিও তাঁর দল ফাইনালে উঠতে পারেনি, তবুও আহমেদাবাদের নরে ঃদ্র মোদি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ফাইনালে যেন আলাদা আকর্ষণের কেঃদ্রবিঃদু ছিলেন তিনিই। আরসিবি ও গুজরাট টাইটান্সের ম্যাচ চলাকালীন তাঁকে দেখা যায় আইসিসি চেয়ারম্যান জয় শাহের পাশে বসে থাকতে। সেই ছবিই সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়ে যায় মুহূর্তে।ফাইনাল শেষে বিসিসিআই সচিব দেবজি সইকিয়ার কাছে সরাসরি প্রশ্ন করা হয়-কবে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিষেক হতে পারে বৈভব সূর্যবংশীর? উত্তরে সইকিয়া বলেন, এবারের আইপিএল অসাধারণ হয়েছে। সমর্থকরাও নিশ্চয়ই উপভোগ করেছেন। টানা দু'বার চ্যাম্পিয়ন হওয়ার জন্য আরসিবিকে অভিনঃদন। বৈভব অত্যন্ত প্রতিভাবান ক্রিকেটার। ওর ভবিষ্য খুব উজ্জ্বল। ক্রিকেটের সর্বোচ্চ স্তরে ওকে পৌঁছে দিতে বিসিসিআই সবরকম সাহায্য করবে।এই মন্তব্যের পর থেকেই ক্রিকেটমহলে শুরু হয়েছে নতুন জল্পনা। অনেকেই মনে করছেন, বিসিসিআই কার্যত ইঙ্গিত দিয়ে রাখল যে খুব দ্রুতই জাতীয় দলের দরজা খুলে যেতে পারে বৈভবের জন্য। কারণ, এত কম বয়সে আইপিএলের মতো কঠিন মঞ্চে যে পরিণত ব্যাটিং তিনি করেছেন, তা সত্যিই বিরল।এবারের আইপিএলে বৈভব যা করেছেন, তা কার্যত অবিশ্বাস্য। পুরো টুর্নামেঃটে ৭৭৬ রান করে তিনি জিতেছেন অরেঞ্জ ক্যাপ। শুধু রান নয়, যেভাবে তিনি রান করেছেন, সেটাই সবচেয়ে ব। চমক। তাঁর স্ট্রাইক রেট ছিল ২৩৭-যা টুর্নামেঃটের সর্বোচ্চ। মাত্র ১৫ বছর বয়সে এমন ভয়ঙ্কর স্ট্রাইক রেটে ব্যাটিং করা ক্রিকেটবিশ্বে প্রায় নজিরবিহীন।শুধু তাই নয়, এবারের আইপিএলে সবচেয়ে বেশি ছক্কাও হাঁকিয়েছেন বৈভব। গোটা টুর্নামেঃ

ট তিনি মেরেছেন ৭২টি ছক্কা। প্রতিপক্ষ বোলারদের উপর যেভাবে আধিপত্য বিস্তার করেছেন, তা দেখে অনেক প্রাক্তন ক্রিকেটারই তাঁকে ভবিষ্যতের সুপারস্টার বলতে শুরু করেছেন।পুরস্কারের দিক থেকেও এবারের আইপিএল কার্যত বৈভবের দখলেই ছিল। অরেঞ্জ ক্যাপ জিতে পেয়েছেন ১০ লক্ষ টাকা। টুর্নামেঃটের ' ভ্যালুয়েবল প্লেয়ার' বা এমভিপি নির্বাচিত হয়ে আরও ১৫ লক্ষ টাকা পুরস্কার পেয়েছেন। সর্বোচ্চ স্ট্রাইক রেটের জন্য পেয়েছেন ১০ লক্ষ টাকা। সবচেয়ে বেশি ছক্কা মারার জন্য আরও ১০ লক্ষ টাকা। পাশাপাশি টুর্নামেঃটের সেরা উঠতি প্রতিভা বা ' প্লেয়ার' হিসেবেও নির্বাচিত হয়েছেন তিনি। সেই খেতাবের জন্যও পেয়েছেন ১০ লক্ষ টাকা।মাত্র ১৫ বছর বয়সে এই সাফল্য কার্যত ভারতীয় ক্রিকেটের ইতিহাসে নতুন অধ্যায় লিখেছে। ক্রিকেট বিশেষজ্ঞদের মতে, এই বয়সে সাধারণত ক্রিকেটাররা বয়সভিত্তিক প্রতিযোগিতায় নিজেদের জায়গা পাকা করার চেষ্টা করে। সেখানে বৈভব দেশের সবচেয়ে ব। টি-টোয়েঃটি লিগে আধিপত্য বিস্তার করেছেন।তাঁর ব্যাটিংয়ের সবচেয়ে ব। বৈশিষ্ট্য হল নির্ভীক মানসিকতা। বিশ্বের সেরা বোলারদের বিরুদ্ধেও কোনও চাপ নিতে দেখা যায়নি তাঁকে। পাওয়ার হিটিং, টাইমিং, শট সিলেকশন-সবকিছুতেই বয়সের তুলনায় অবিশ্বাস্য পরিণতিবোধ দেখা গিয়েছে। বিশেষ করে স্পিনারদের বিরুদ্ধে তাঁর ব্যাটিং দক্ষতা ইতিমধ্যেই নজর কে।ছে ক্রিকেটবিশ্বের।প্রাক্তন ক্রিকেটারদের অনেকেই মনে করছেন, বৈভবকে ধীরে ধীরে জাতীয় দলের পরিবেশে নিয়ে আসা উচিত। কেউ কেউ আবার বলছেন, তাঁকে খুব দ্রুত আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে নামালে অতিরিক্ত চাপ তৈরি হতে পারে। তবে বিসিসিআই যে তাঁকে ভবিষ্যতের ব। তারকা হিসেবেই দেখছে, তা দেবজি সইকিয়ার মন্তব্যেই স্পষ্ট।ভারতীয় ক্রিকেটে অতীতে সচিন তেন্ডুলকর, বিরাট কোহলি, শুভমন গিলদের মতো তরুণ প্রতিভার উত্থান দেখা গিয়েছে। কিন্তু ১৫ বছর বয়সে আইপিএলে এই ধরনের পারফরম্যান্স কার্যত নতুন ইতিহাস। তাই এখন থেকেই বৈভবকে ঘিরে উন্মাদনা তুঙ্গে।সমর্থকদের একটাই দাবি-আর অপেক্ষা নয়, এবার টিম ইন্ডিয়ার নীল জার্সিতে দেখা যাক বৈভব সূর্যবংশীকে। তবে বোর্ড সূত্রে খবর, তাঁকে ধাপে ধাপে তৈরি করেই আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে আনা হতে পারে। সামনে অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ, ভারত ' দল কিংবা দ্বিপাক্ষিক সিরিজ-সবকিছুই এখন সম্ভাবনার তালিকায়।তবে একটা বিষয় পরিষ্কার-ভারতীয় ক্রিকেট তার পরবর্তী সুপারস্টারকে হয়তো খুঁজে পেয়েছে। আর সেই নাম এখন একটাই-বৈভব সূর্যবংশী।

কেউ স্পনসর আনতে পারলে পদ ছাড়তে আপত্তি নেই, বার্তা মহামেডান কর্তা আমিরুদ্দিনের

কলকাতা, ১ জুন ঃ মহামেডান ক্লাবের বর্তমান কর্তদের নিয়ে ক্ষোভ রয়েছে সমর্থকদের মধ্যে। কিছুদিন ধরেই ক্লাব চত্বরে বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন তাঁরা। ব্যর্থতার দায় নিয়ে পদত্যাগ দাবি করছেন কর্তাদের। এমনকী কয়েক দিন আগেই ক্লাবে তালা ঝুলিয়ে দিয়েছিলেন সাদা-কালো সমর্থকরা। এমন পরিস্থিতিতে ক্লাব সভাপতি আমিরুদ্দিন ববি সরাসরি জানিয়ে দিয়েছেন, মহামেডানের স্বার্থে সভাপতির পদ আঁকড়ে থাকতে চান না তিনি। কেউ যদি কঠিন সময়ে ইনভেস্টর এনে দিতে পারেন, তাহলে সভাপতির পদ ছেড়ে দিতে সমস্যা নেই তাঁর। রবিবার মহামেডান সভাপতি আমিরুদ্দিন বলেন, এই কঠিন সময়ে কেউ যদি ইনভেস্টর নিয়ে আসেন, আর বলেন, তাঁর সভাপতির পদ প্রয়োজন। সেক্ষেত্রে আমি ক্লাবের স্বার্থে সভাপতি পদ ছেড়ে দেব। কিছুদিন আগেই মহামেডান কর্তাদের তরফে দুই বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকি ও হুমায়ুন কবিরের কাছে চিঠি পাঠানো হয়। তাঁদের কাছে যদি ইনভেস্টর সংক্রান্ত কোনও পরিকল্পনা থাকে, তাহলে ক্লাবের কাছে তাঁরা যেন সেই পরিকল্পনা নিয়ে আসেন। চিঠি পাঠানো হয় বাঙ্কারহিল কর্ত দীপককুমার সিংয়ের কাছেও। সেই চিঠির পর আর কোনও বার্তা দেননি মহামেডান কর্তারা। এদিন এই বিষয়েও বর্তমান সভাপতি বলেন, আমি এই বিষয়টা দেখছি না। দেখছেন ট্রাস্টি, কার্যকরী সভাপতি আর সচিব। আমি ওদের বলে দিয়েছি, কেউ যদি ক্লাবে ইনভেস্টর নিয়ে আসার পাশাপাশি বর্তমান বকেয়ার যে সমস্যা রয়েছে তা মেটান এবং সেই ব্যক্তি যদি সভাপতি হতে চান, তাহলে আমি এই সভাপতি পদ ছেড়ে দেব। বিদেশিবিহীন দল গড়ার পাশাপাশি আইএসএলে অবনমন হয়ে গিয়েছে। এখনও পর্যন্ত নতুন ইনভেস্টরেরে নাম ঘোষণা করতে পারেননি বর্তমান কর্তারা। কয়েক সপ্তাহ আগে বকেয়া বেতনের দাবিতেও আইএসএলের মাঝেই অনুশীলন বয়কট করেছিলেন সাদা-কালো ফুটবলাররা।

নেইমার ছাড়াই গোলঝড়! ভিনিসিয়াসদের দাপটে ৬ গোল, হেক্সা জয়ের স্বপ্নে দুরন্ত সূচনা ব্রাজিলের

রিও ডে জেনেইরো,১ জন ঃ লক্ষ্য একটাই-' অর্থাৎ ষষ্ঠবার ফুটবল বিশ্বকাপ জয়ের স্বপ্ন। আর সেই মহাযুদ্ধের প্রস্তুতিতে শুরু থেকেই ভয়ঙ্কর বার্তা দিল ব্রাজিল। নেইমারের মতো মহাতারকা চোটের জন্য দলে না থাকলেও তাতে কোনও প্রভাব পড়ল না সেলেকাও শিবিরে। তরুণ ফুটবলারদের আগ্রাসী ফুটবলে প্রস্তুতি ম্যাচে পানামাকে ৬-২ গোলে উড়িয়ে দিল কার্লো আনচেলোত্তির দল। মারাকানা স্টেডিয়ামে গোলের বন্যা বইয়ে বিশ্বকাপের আগে নিজেদের শক্তির ঝলক দেখাল পাঁচবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা।বিশ্বকাপের গ্রুপ ' রয়েছে ব্রাজিল। তাদের সঙ্গে একই গ্রুপে রয়েছে মরক্কো, হাইতি এবং স্কটল্যান্ড। আগামী ১৪ জুন মরক্কোর বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করবে সেলেকাওরা। তবে সেই ম্যাচেও নেইমারের খেলা নিয়ে এখনও অনিশ্চয়তা রয়েছে। চোট কাটিয়ে এখনও পুরোপুরি ফিট নন ব্রাজিলিয়ান সুপারস্টার। যদিও মারাকানার গ্যালারিতে উপস্থিত থেকে সতীর্থদের উজ্জীবিত করতে দেখা যায় তাঁকে। দর্শকরাও করতালিতে স্বাগত জানান ব্রাজিলের এই মহাতারকাকে।ম্যাচের শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলতে শুরু করে ব্রাজিল। খেলা শুরু হওয়ার মাত্র দুই মিনিটের মধ্যেই গোল করে দলকে এগিয়ে দেন ভিনিসিয়াস জুনিয়র। বাঁদিক দিয়ে দুরন্ত গতিতে বক্সে ঢুকে অসাধারণ ফিনিশে পানামার রক্ষণ ভেঙে দেন রিয়াল মাদ্রিদ তারকা।

তাঁর সেই গোলেই যেন ম্যাচের রঙ পরিষ্কার হয়ে যায়।তবে ব্রাজিলের রক্ষণেও কিছু দুর্বলতা ধরা পড়ে। ম্যাচের ১৪ মিনিটে সমতা ফেরায় পানামা। একটি ফ্রিকিক থেকে ব্রাজিলের ম্যাথিউস কুনহার গায়ে লেগে বল জালে জড়িয়ে যায়। আত্মঘাতী সেই গোলের পর কিছুটা চাপে প।ে যায় সেলেকাওরা। কিন্তু অভিজ্ঞতার জোরে দ্রুত ঘুরে দাঁড়ায় তারা।প্রথমার্ধের শেষদিকে ফের ব্রাজিলকে এগিয়ে দেন অধিনায়ক ক্যাসেমিরো। ভিনিসিয়াসের নিখুঁত ক্রস থেকে দুর্দান্ত হেডে গোল করেন অভিজ্ঞ মিডফিল্ডার। সেই গোলের পরই গ্যালারিতে উচ্ছ্বাসে ফেটে প।েন ব্রাজিল সমর্থকেরা। প্রথমার্ধ শেষ হয় ২-১ ব্যবধানে। দ্বিতীয়ার্ধে যেন আরও ভয়ঙ্কর রূপ নেয় ব্রাজিল। কোচ কার্লো আনচেলোত্তি একসঙ্গে ১০ জন ফুটবলার বদলে দেন। কিন্তু তাতেও দলের গতি বা ছন্দে কোনও প্রভাব প।েনি। বরং নতুন ফুটবলাররা মাঠে নেমেই আরও দ্রুতগতির ফুটবল উপহার দেন। ৫২ মিনিটে দলের তৃতীয় গোলটি করেন তরুণ ফুটবলার রায়ান। দ্রুত পাল্টা আক্রমণ থেকে তৈরি হওয়া সুযোগ কাজে লাগিয়ে তিনি পানামার গোলরক্ষককে পরাস্ত করেন। এরপর ৬০ মিনিটে লুকাস পাকেতা ব্রাজিলের হয়ে চতুর্থ গোলটি করেন। মিডফিল্ড থেকে আক্রমণে উঠে এসে নিখুঁত শটে বল জালে জড়ান তিনি। মাত্র তিন মিনিট পর পেনাল্টি থেকে গোল করেন ইগর থিয়াগো। পানামার রক্ষণভাগ কার্যত ভেঙে পড়ে ব্রাজিলের লাগাতার আক্রমণের সামনে। ম্যাচের ৮১ মিনিটে দানিলো ষষ্ঠ গোলটি করে ব্যবধান আরও বাড়িয়ে দেন। সেই সময় মনে হচ্ছিল, ব্রাজিল যেন যেকোনও মুহূর্তে আরও গোল করতে পারে।তবে ছয় গোল করেও রক্ষণ নিয়ে কিছুটা চিন্তা থেকেই গেল আনচেলোত্তির। ম্যাচের ৮৩ মিনিটে পানামার কার্লোস হার্ভের দূরপাল্লার শট ঠেকাতে ব্যর্থ হন ব্রাজিলের গোলরক্ষক এডারসন। ফলে দ্বিতীয় গোল হজম করতে হয় সেলেকাওদের। বিশ্বকাপের মতো বড় মঞ্চে রক্ষণভাগের এই দুর্বলতা যে সমস্যার কারণ হতে পারে, তা ভালভাবেই জানেন ব্রাজিল কোচ। তবুও সামগ্রিকভাবে এই ম্যাচ ব্রাজিলের আত্মবিশ্বাস অনেকটাই বাড়িয়ে দিল। বিশেষ করে নেইমার ছাড়াই ভিনিসিয়াস, পাকেতা, রায়ানদের মতো তরুণ ফুটবলারদের পারফরম্যান্স নতুন আশার আলো দেখাচ্ছে সমর্থকদের। গত কয়েক বছরে ব্রাজিল দলকে ঘিরে যে পুনর্গঠনের প্রক্রিয়া চলছিল, তার ইতিবাচক ফল এই ম্যাচে স্পষ্ট দেখা গেল। অন্যদিকে, বিশ্বকাপ প্রস্তুতিতে দুরন্ত সূচনা করেছে জার্মানিও। প্রস্তুতি ম্যাচে ফিনল্যান্ডকে ৪-০ গোলে হারিয়ে নিজেদের শক্তির জানান দিয়েছে চারবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা। ফলে বিশ্বকাপের আগে ইউরোপ এবং লাতিন আমেরিকার দুই শক্তিশালী ফুটবল দেশই নিজেদের প্রস্তুতির ইঙ্গিত স্পষ্ট করে দিল। বিশ্বকাপের মঞ্চে এবারও অন্যতম ফেভারিট হিসেবে নামবে ব্রাজিল। সমৃদ্ধ ইতিহাস, তারকাখচিত স্কোয়াড এবং আনচেলোত্তির অভিজ্ঞ কোচিং-সব মিলিয়ে সেলেকাওদের ঘিরে প্রত্যাশা তুঙ্গে। সমর্থকদের একটাই প্রশ্ন-দীর্ঘ অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে এবার কি সত্যিই আসবে 'তার উত্তর মিলবে মাঠেই। তবে প্রস্তুতির প্রথম ম্যাচে ব্রাজিল যে বার্তা দিল, তাতে প্রতিপক্ষদের সতর্ক হওয়াই স্বাভাবিক।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar E-mail: dailydurantabarta@gmail.com